কুরআন মজীদের

দোয়া ও মোনাজাত

■ ইতিহাস ■ দর্শন ■ ফযিলত

মোঃ শাহীদুল্লাহ যুবাইর

কুরআন মজীদের দোয়া ও মোনাজাত

* ইতিহাস * দর্শন * ফযিলত

মোঃ শাহীদুল্লাহ যুবাইর

www.amarboi.org

নাম : কুরআন মজীদের দোয়া ও মোনাজাত

রচনা : মোঃ শাহীদুল্লাহ যুবাইর

প্রকাশকাল

যিলকদ ১৪৩৫ হিজরী
শ্রাবণ ১৪২১ বাংলা
সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইংরেজী

প্রকাশনায়

ছায়াপথ প্রকাশনী
বায়তুশ শরফ, ১৪৯/এ, এয়ারপোর্ট রোড,
ফার্মগেট, তেজগাঁও , ঢাকা-১২১৫।
০১৮৩৬০৫০৭৫৮
chayapath.prokashoni@gmail.com

(লেখক ও প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

ISBN : 978-984-33-8157-6

মুদ্রণঃ মাল্টিলিংক
৬৮ ফকিরাপুল, (২য় তলা) ঢাকা-১০০০
ফোন : ৭১৯১৮১৮, ০১৭১৩০৩৭৩৩৩

প্রচ্ছদঃ আশরাফুল ইসলাম

হাদিয়াঃ ২৫০. ০০ টাকা

Quran Majider Doa O Monajat (Doa and Prayer from the Quran Majid) Written by Md. Shahidullah Zobair. (Email: zobair. er.id@gmail.com) & Published by Chayapath Prokashoni, Baitus Sharaf 149/A, Airport Road, Farmgate, Tejgaon, Dhaka-1215, Bangladesh in September 2014. Price: $ 50.00

www.amarboi.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

www.amarboi.org

সূচিপত্র

- কিছু আরয-১১
- শয়তানকে মোকাবেলার দোয়া-১৯

  মানুষের শত্রু শয়তান

  অহংকার তার সর্বনাশ ঘটাল

  প্রথম পরীক্ষা হল বেহেশতে

  আদম হাওয়া (আ) যখন পৃথিবীর মাটিতে

  কুরআন মজীদে আউযু বিল্লাহ্ প্রসঙ্গ

  হযরত উমর ফারুক (রা)-এর জীবন হতে

  ধৈর্যের মহাশক্তি

  শয়তান যাদের ধোঁকা দিতে পারবে বা পারবে না

  আউযু বিল্লাহ্ পড়ার মাসয়ালা
- কুরআন মজীদের মূল 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'-২৬

  তাফসীর

  রহমান ও রহীমের পরিচয়

  আল্লাহর রহমতের বিশালতা

  বিসমিল্লাহর অপার মহিমা

  কুরআন মজীদের মূল 'বিসমিল্লাহ...

  রাণী বিলকিসের কাছে পত্রে বিসমিল্লাহ

  বিসমিল্লাহর প্রেক্ষাপট

  বিসমিল্লাহর ব্যবহারবিধি
- বেহেশতী লোকদের প্রথম দোয়া-৩৪
- জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া-৩৫
- বিপদে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর রহমত লাভের দোয়া-৩৬
- সকল ভয়ভীতি হতে মুক্তি ও আল্লাহর আশ্রয় লাভের দোয়া-৩৭

www.amarboi.org

- দুঃসংবাদ শুনলে বা বিপদের সম্মুখীন হলে পড়ার দোয়া-৩৯
- চোখ-লাগা বা বদ-নজর থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া-৪৩
- পূণ্যবান পুত্র-সন্তান লাভের দোয়া-৪৪
- ইমিগ্রেশনে ঢোকার আগে পড়ার দোয়া-৪৫
- অত্যাচারী শাসকের জুলুম থেকে নিষ্কৃতি লাভের দোয়া-৪৬
- আল্লাহর দরবারে সত্যনিষ্ঠ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার দোয়া-৪৭
- অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে মুক্তি লাভের দোয়া-৪৮
- চরম দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় ধৈর্যশক্তি লাভের দোয়া-৪৯
- অজ্ঞতা হতে রক্ষা পাওয়া এবং বিচক্ষণতা লাভের দোয়া-৫০
- দোয়ার মাধ্যমে মাতাপিতার খেদমত -৫১
- দুষ্কৃতিকারীর অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকার দোয়া-৫৩
- জিন-শয়তানের অনিষ্টতা হতে মুক্তি লাভের দোয়া-৫৪
- হঠাৎ কারো পক্ষ হতে অনিষ্টতার আশংকা করলে আল্লাহর আশ্রয় লাভের দোয়া -৫৫
- নেককার স্ত্রী লাভের দোয়া-৫৬
- ভুল সংশোধন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা লাভের দোয়া-৫৮
- বিপদে ধৈর্য ধারণের দোয়া-৫৯
- নিঃসন্তান দম্পতিদের সন্তান লাভের দোয়া-৬০
- প্রবাসী সন্তান ও আপনজনের হেফাযতের জন্য দোয়া-৬১
- মাগফিরাত ও রহমত লাভের সর্বোত্তম দোয়া-৬৩
- শ্রোতাদের হেদায়ত লাভ ও নিজের প্রচেষ্টা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার দোয়া-৬৫
- একান্ত অসহায় ও বিপদগ্রস্ত হলে মুক্তি লাভের দোয়া-৬৬
- সফরে আল্লাহর খাস সাহায্য লাভের দোয়া-৬৭
- কঠিন মুসিবতের হাত হতে উদ্ধার পাওয়ার দোয়া-৬৮

www.amarboi.org

- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বা অন্য সময়ে নিজের সবকিছু আল্লাহর উপর সোপর্দ করার দোয়া-৭২
- গুনাহ মাফ হওয়া ও দোযখ হতে মুক্তির জন্য আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দোয়া-৭৪
- দোয়া ইউনুসঃ কঠিন বিপদমুক্তির দোয়া-৭৫
- বিপদমুক্তি, যানবাহন থেকে অবতরণ ও নতুন জায়গায় পৌঁছে পড়ার দোয়া-৭৮
- মামলা মোকদ্দমায় অবিচার ও জুলুম থেকে বাঁচার দোয়া-৮০
- ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া-৮১
- আল্লাহর গোপন সাহায্য লাভের বরকতপূর্ণ দোয়া -৮২
- হিংসুকের শত্রুতার মোকাবেলায় মনের দৃঢ়তা ও আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া-৮৩
- নবজাতকের আপদ-বিপদ দূর হওয়া ও শয়তানের অনিষ্টতা থেকে রক্ষার দোয়া-৮৪
- নৌকায় বা যানবাহনে আরোহীদের জন্য অতি বরকতময় দোয়া-৮৬
- আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের দোয়া-৮৭
- আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ লাভ ও সবকিছুর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দোয়া-৮৮
- ভুল শোধরানো ও আরো উত্তম পুরস্কার লাভের দোয়া-৯০
- নেক সন্তান লাভের দোয়া-৯২
- সামাজিক পাপাচার-জনিত দুর্যোগ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া-৯৩
- অন্তরে আল্লাহর নূর লাভের দোয়া-৯৪
- আল্লাহর পক্ষ হতে গায়েবী ইলম লাভের দোয়া-৯৬
- দুনিয়া ও আখেরাতে সৎলোকদের সঙ্গ লাভের জন্য দোয়া-৯৭
- দুনিয়া ও আখেরাতে সমূহ-কল্যাণ লাভের দোয়া-৯৮
- সন্ত্রাসী বা দুষ্ট শক্তির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার দোয়া-৯৯

www.amarboi.org

- কপট-চরিত্র হতে মুক্তি ও আল্লাহর ভালোবাসা লাভের দোয়া-১০০
- শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিকার-১০১
- অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া-১০২
- যে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহর আশ্রয় পাওয়ার দোয়া-১০৩
- নিজের ও সঙ্গী-সাথীদের গুনাহ হতে মুক্তি লাভের দোয়া-১০৪
- যে দোয়ার ফলে বাবা আদম ও মা হাওয়া (আ)-এর গুনাহ মাফ হয়েছিল-১০৬
- যুদ্ধ ও আপদকালীন মনের দৃঢ়তা ও আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া-১০৭
- স্ত্রী ও সন্তানরা যাতে নয়ন-মণিতুল্য হয়, তার জন্য দোয়া-১০৯
- বিপদকালে গায়েবী সাহায্য লাভের জন্য দোয়া-১১০
- যানবাহনে আরোহণের দোয়া-১১২
- বুকের সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য গর্ভবতী মায়েরা দোয়া-১১৩
- জিন ও শয়তানের অনিষ্টতা হতে রক্ষা এবং অনিদ্রা দূর হওয়ার দোয়া-১১৪
- জায়নামাযে দাঁড়িয়ে পড়ার দোয়া-১১৬
- গুনাহ মার্জনা, বিপদমুক্তি ও দুশমনের উপর বিজয় লাভের দোয়া-১১৯
- জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভের দোয়া-১২০
- নতুন বাড়িতে প্রবেশ, নতুন কোন কাজ শুরু করা ও সাফল্যজনকভাবে তা শেষ করার তাওফিক লাভের দোয়া-১২১
- ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরকালে উত্তম প্রতিদান লাভের দোয়া-১২২
- কঠিন কাজ সহজ হওয়া, মুখের জড়তা দূর করা এবং জালিমের সামনে সত্য কথা বলার সাহসের দোয়া-১২৪

www.amarboi.org

- জালিম ও কাফেরদের কবল থেকে মুক্তি লাভের দোয়া-১২৭
- বিপদ থেকে মুক্তি লাভের পর কৃতজ্ঞতার দোয়া-১২৮
- অত্যাচারী সরকার ও সমাজ থেকে উদ্ধার এবং ঐশী সাহায্য লাভের দোয়া-১২৯
- যে আয়াতে জান্নাতের ঠিকানা লেখা-১৩০
- বদ নজরের চিকিৎসা-১৩১
- আল্লাহর খাস রহমত লাভ ও হারানো জিনিষ খুঁজে পাওয়ার দোয়া-১৩২
- কাফেরদের ধ্বংস কামনা ও মু'মিনদের নিরাপত্তার জন্য নূহ (আ)-এর দোয়া-১৩৩
- সত্যের পথে অবিচল থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া-১৩৫
- শিশু কথা বলার মত হলে যে দোয়া শেখাতে হবে-১৩৭
- যে আয়াত পাঠ করে দোয়া করলে দোয়া অবশ্যই কবুল হয়-১৩৯
- সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধির দোয়া-১৪১
- খাওয়ার পর শোকর এবং গায়েবী রিযক লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া-১৪৩
- দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের বিরোধিতার মুখে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা-১৪৫
- মন থেকে মুসলমানদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ মুছে যাওয়ার দোয়া-১৪৭
- সন্তান-সন্ততি নামাযী হওয়া এবং পূর্বপুরুষদের মাগফিরাত কামনার দোয়া-১৪৯
- কোন নেয়ামত বা সাফল্য লাভের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দোয়া-১৫১

www.amarboi.org

- শুভকর্ম ও ইবাদত সুসম্পন্ন করার পর কবুল হওয়ার জন্য দোয়া-১৫২
- নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও নেক সন্তান লাভের দোয়া-১৫৪
- ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার ও সুসন্তানের জন্য দোয়া-১৫৬
- অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে শত্রুর ধ্বংস কামনা করে দোয়া-১৫৮
- অতীত জীবনের ভুল শোধরানো, গুনাহের মার্জনা এবং ভবিষ্যতের সকল জটিল সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া ও দুশমনের ওপর জয়ী হওয়ার দোয়া-১৬০
- আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া-১৬২
- নিঃসন্তান দম্পতিদের সন্তান লাভের দোয়া-১৬৩
- ধন-দৌলত, ইজ্জত-সম্মান লাভ এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া-১৬৫
- আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দোয়া-১৬৭
- উপযুক্ত সন্তান ও বংশধর লাভের ব্যাপক দোয়া-১৭০
- জীবন ও জগৎ নিয়ে গবেষণায় সাফল্য এবং জীবনের সঠিক পথ ও গন্তব্য নির্ণয়ের দোয়া-১৭২
- সূরা ফাতিহার ফযিলত-১৭৪
- আয়াতুল কুরসীর ফযীলত-১৮২
- মে'রাজে প্রদত্ত সূরা আল-বাক্বারার শেষ দুই আয়াত-১৮৫
- সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযিলত-১৮৮
- সূরা ইখলাসের ফযিলত-১৯০
- সূরা ফালাকের ফযিলত-১৯৩
- সূরা নাস-এর ফযিলত-১৯৬

www.amarboi.org

কিছু আরয

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ওয়াসল্লি ওয়াসাল্লিম ওয়াবারিক আলা সাইয়েদিল মুরসালীন ওয়াআলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমায়ীন।

আম্মা বা'দ-

দোয়া আরবি শব্দ, কুরআন মজীদের পরিভাষা। এর অর্থ ডাকা, আহ্বান, প্রার্থনা। মহান রব্বুল 'আলামীনকে ডাকা ও তার সাহায্য লাভের প্রার্থনাকে বলা হয় দোয়া। দোয়া প্রত্যেক মানুষের সহজাত স্বভাব। জীবনের উন্নতি লাভ বা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রত্যেক মানুষই কোনো শক্তিমান সত্তাকে ডাকে, তার সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে। যাদের জীবনে ঈমান নসীব হয় নি, তারা আল্লাহ-ভিন্ন অন্য শক্তির কাছে এই সাহায্য চায়। আশা পুরণ বা বিপদ মোচনের জন্য তারা এসবকে এমনভাবে ডাকে, যেভাবে অদ্বিতীয় খোদা আল্লাহ তাআলাকে ডাকা উচিত। এ কাজ স্পষ্ট শিরক, এমন গুনাহ- যা আল্লাহ কোনদিন মাফ করবেন না।

> নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে। আর তিনি এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে লোক আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল সে এক জঘন্য উদ্ভট পাপ আরোপ করল। -(সূরা নিসাঃ ৪ঃ ৪৮)

এই জঘন্য উদ্ভট পাপের স্বরূপ বুঝানোর জন্যে কুরআন মজীদে একটি উপমা দেয়া হয়েছে প্রতিমা ও মাছির প্রসঙ্গ এনে।

> হে মানবমন্ডলী! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনোঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ কাজের জন্য তারা সবাই একত্রিত হলেও। এবং মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়

www.amarboi.org

তাও তারা এর কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছ থেকে প্রার্থনা করা হচ্ছে (অর্থাৎ উপাসক ও উপাস্য উভয়ে) কতই দুর্বল। -(সূরা হজ্বঃ ৭৩)

কোনো অশরীরি শক্তি বা প্রতিমার কাছে বিপদ মোচন বা আশা পুরণের প্রার্থনা করার চেয়ে মূর্খতা আর কিছুই হতে পারে না। পূজা হিসেবে দেয়া খাদ্য পানীয়ের প্রাসাদ খাওয়ার শক্তি যে প্রতিমার নাই; যদি এমন হয় যে, এসব খাদ্যের গন্ধে মাছি এসে পূজনীয় প্রতিমার গায়ে বসল; অথচ সেই মাছি তাড়ানোর শক্তিও প্রতিমার নাই, সেগুলোকে খোদায়ী শক্তির অধিকারী মনে করে প্রণাম করা, পূজো দেয়া, আশা পুরণ বা বিপদ মোচনের জন্যে সাহায্য চাওয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা করা স্বয়ং মানুষের জন্যই চরম লজ্জাকর। তাতে মানুষ প্রকারান্তরে নিজের ও মানব জাতির মর্যাদাকে পদদলিত করে। আর তা মহান স্রষ্টা, যিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত ও পৃথিবীতে আপন প্রতিনিধি করে পাঠালেন, তাকে অপমাণিত করার শামিল। এ কারণে শিরক বা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করা অমার্জনীয় অপরাধ, যা আল্লাহ তাআ'লা কিছুতেই মাফ করবেন না এবং পরিণামে জাহান্নাম অবধারিত।

পক্ষান্তরে যারা ঈমানদার, তারা আশা পুরণ ও বিপদ মোচনের একমাত্র মালিক হিসেবে আল্লাহকেই জানে, আল্লাহকেই ডাকে। আল্লাহ বলেনঃ

"তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। (অর্থাৎ তোমরা আমার কাছে চাও, আমি দেব)।" -(সূরা মু'মিনঃ ৪০ঃ ৬০)

মানুষ দুনিয়ার কোনো দানশীলের কাছে চাইলে হয়ত দেয়, বারবার চাইলে বিরক্ত হয়। জেদ করলে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহ; আল্লাহর কাছে মানুষ যত চায়, তিনি তত খুশি হন। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী জুতার ফিতার মতো তুচ্ছ জিনিষও ভাল টেকসই হওয়ার জন্য দোয়া করলে আল্লাহ খুশি হন। তার কাছে চাইতে সময় সুযোগ লাগে না। তিনি চিরজীবন্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা। তাঁর দান অফুরান।

www.amarboi.org

কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত নাযিল হবার পর সাহাবায়ে কেরামের মাঝে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। বান্দা ডাকলে সাথে সাথে আল্লাহ সাড়া দেবেন-এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হতে পারে। প্রশ্ন দেখা দেয়, তাকে কীভাবে ডাকব? কীভাবে ডাকলে শুনবেন তিনি? তিনি কি দূরে, অনেক উপরে? জোরে চিৎকার দিয়ে ডাকব? নাকি কাছে, কানে কানে বলার মতো বলব। কাছে বলতে কোথায়? মহল্লার মসজিদে না আরো নিকটে। এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। বলেছেনঃ

> আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চায়, আমি তো নিকটেই। আহবানকারীর আহবানে আমি সাড়া দেই। অতএব তাদেরও উচিত আমার ডাকে সাড়া দেয়া (আমার আদেশ নিষেধ বাস্তবায়ন করা) আর আমার উপর দৃঢ় ঈমান রাখা।
>
> -(সূরা বাকারাঃ ২ঃ ২ঃ ১৮৬)

আয়াতের বাচনভঙ্গি কত চমৎকার। বলেছেন, 'আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জানতে চায়'। মনে হবে পরের বাক্যটি এভাবে হলেই কিনা সুন্দর হত 'আপনি বলুন যে, আমি নিকটেই'। কিন্তু না- 'আপনি বলুন' কথাটি এখানে উহ্য। বলেছেন " আমি তো নিকটেই"। আল্লাহকে যে ডাকে তিনি তাঁর একান্ত কাছে– এ কথা বুঝাতেই এই বাচনশৈলী। অন্য আয়াতে আল্লাহ বান্দার কতখানি কাছে তাও বুঝিয়ে বলা হয়েছে। তিনি কি মহল্লার মসজিদে বা বাড়ির গলিতে কিংবা উঠানের দূরত্বে? নাহ্, তিনি বান্দার একান্তই নিকটে। মানুষের সবচেয়ে নিকটে তার শরীর। আর শরীরের কোন অঙ্গটি মানুষের সবচে নিকটে তা চিন্তা করে বের করা অসম্ভব। আল্লাহ বলেছেনঃ "তার গর্দানের যে শাহরগ, তার চেয়েও তার অধিক নিকটে আমি"। (সূরা হজ্বঃ ৭৩) = সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী।

প্রশ্ন জাগতে পারে, আমাদের সব ডাকে কি আল্লাহ সাড়া দেন? তার জবাব- হ্যাঁ। তবে সেই ডাক অন্তর থেকে উৎসারিত হতে হবে। মুখের উচ্চারণের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকতে হবে। তাহলে আমাদের দোয়াগুলো কবুল হয় না কেন বা তার কবুলিয়ত আমরা দেখি না কেন? এর জবাব খুঁজে পাওয়াও কঠিন নয়।

www.amarboi.org

ধনী লোকের একমাত্র ছেলে স্কুলে বা কলেজে পড়ে। ছেলে প্রতিদিন মায়ের কাছে, বাপের কাছে আবদার করে- গাড়ি কিনে দাও, পকেট খরচার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দাও। কিন্তু দেয় না। মন খারাপ করে ছেলে। অথচ তখন মা বাবার মনের আকুতি হল, ছেলে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া শেষ করুক। গাড়ি বাড়ি টাকাকড়ি কেন, আমাদের সব কিছুই তো তার হাতে তুলে দেব, তবে এখন সময় হয় নাই, তাই দেব না। আগে মেচ্যুরিটি আসতে হবে। মা-বাবা জানে, ছাত্রাবস্থায় অঢেল অর্থ, গাড়ি, বাড়ির লোভে পড়লে ছেলে বিলাসী হবে, পথ হারাবে, চরিত্র নষ্ট হবে, ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার হয়ে যাবে। বান্দার প্রতি দয়াময় আল্লাহর আচরণও অনেকটা এরূপ হয়। যে জন্য দোয়া করেছে তা হুবহু দিলে হয়ত বান্দার ক্ষতি হবে। তাই এর চেয়ে ভাল কিছু দেন। অথবা এখন দিলে ক্ষতি হতে পারে, তাই সময় মত দিবেন। হ্যাঁ, বান্দার জন্য কল্যাণময় হলে অনেক দোয়া সাথে সাথে কবুল হয়। হাদীস শরীফে এ মর্মে এরশাদ হয়েছেঃ

> হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে কোনো মুসলমান যে কোনো দোয়া করে- যাতে কোনো গুনাহের কাজ বা আত্মীয়তা বন্ধন ছেদের কথা নাই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে এই তিনটির কোনো একটি দান করেনঃ তাকে তার চাওয়া বস্তু দুনিয়াতে দান করেন, অথবা তা তার পরকালের জন্য জমা করে রাখেন; কিংবা তার অনুরূপ কোনো অমঙ্গল তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। সাহাবীগণ বললেন, (এমন হলে) তবে তো আমরা অনেক বেশি লাভ করব, (বেশি বেশি দোয়া করে অনেক কিছু লাভ করব) হুজুর বললেনঃ আল্লাহ তার অপেক্ষাও অধিক দেন।
>
> –(মুসনদে আহমদ-এর বরাতে মিশকাত, হাদীস নং-২১৫২)

বস্তুত আল্লাহর দান অফুরান। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ইবাদত অব্যাহত রাখতে পারা যেমন ইবাদত কবুল হওয়ার লক্ষণ, তেমনি দোয়া অব্যাহত রাখতে পারাও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার লক্ষণ। তার মানে সবসময় দোয়া করতে পারাই দোয়া কবুল হওয়ার আলামত। হাদীসের মর্ম অনুযায়ী দোয়ার

www.amarboi.org

দ্বারা আর কিছু না হলেও তা ইবাদত হিসেবে গণ্য এবং তার সওয়াব আখেরাতের সঞ্চয়। কারণ, দোয়াই ইবাদত। হাদীস শরীফে বর্ণিত: 'আদ্দোয়াউ হুয়াল ইবাদাহ'="দোয়াই হল ইবাদত"। (মিশকাত, হাদীস নং-২১২৬) এমন কি ইবাদতের সারবস্তু হচ্ছে দোয়া। হাদীসের ভাষায়, 'আদ্দোয়াউ মুখখুল ইবাদাহ'="দোয়াই ইবাদতের মগজ"। (মিশকাত, হাদীস নং-২১২৭)। কারো মগজ নষ্ট হয়ে গেলে তাকে বলা হয় পাগল। ইবাদতের মধ্যেও যদি দোয়া না থাকে, আল্লাহর কাছে আকুতি ও আত্মনিবেদন না থাকে, সেই দোয়া হয় অন্তসারশূন্য।

নামায সকল ইবাদতের প্রাণ। নামাযের প্রাণ সূরা ফাতেহা। আর সূরা ফাতেহার প্রাণ দোয়া। প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্তে প্রত্যেক রাকাতে আমরা সেই দোয়াই করি 'ইহদিনাস সিরা'ত্বাল মুসতাক্বীম' বলে। এর পরের অংশ সত্য পথের উপর অবিচল থাকা আর গোমরাহী থেকে বেঁচে থাকার আকুতি নিয়ে সম্পূর্ণটাই দোয়া। আগের অংশটিও দোয়ার পটভূমি। কেননা, তাতে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমার স্বীকৃতি এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিবেদন ও তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরা ফাতেহাই দোয়া।

দোয়া হাঁটা, বসা, শোয়া সর্বাবস্থায় করা যায়। তবে দোয়ার অন্যতম আদব হচ্ছে আল্লাহর কাছে হাত তুলে ভিক্ষা মাগা। দু'হাত জোড় করে সীনা বরাবর এমন ভঙ্গিতে হাত তুলতে হবে, যাতে বুঝা যায়- আমি আল্লাহর কাছে দয়া ভিক্ষা চাইছি, তিনি দিচ্ছেন আর আমি হাতের আঁজলা ভরে নিচ্ছি। দোয়া শেষ হলে আল্লাহর দেয়া নেয়ামত ও রহমত এক জায়গায় রাখতে হবে। সেই জায়গা কোথায়? সেই জায়গা হচ্ছে আমার দু'নয়ন, আমার মুখমন্ডল। মোনাজাত শেষে আমরা চোখে মুখে হাত বুলাই। তাতে উদ্দেশ্য থাকে, রব্বুল আলামীন দয়া করে আমাকে যাকিছু দিয়েছেন আমি আমার চোখের ওপর রাখলাম, আমার চোখে-মুখে তথা সর্বাঙ্গে মেখে নিলাম।

হযরত মালেক ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যখন তোমরা আল্লাহর নিকট কিছু মাগবে তখন তোমাদের হাতের ভেতর দিক দ্বারা মাগবে এবং

www.amarboi.org

হাতের বাইরের দিক দ্বারা মাগবে না। হযরত ইবনু আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় রয়েছেঃ হুজুর বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহর নিকট তোমাদের হাতের তালু দ্বারা মাগবে, হাতের পিঠ দ্বারা তাঁর নিকট কিছু মাগবে না। আর যখন তোমরা দোয়া শেষ করবে তখন তোমাদের হাত তোমাদের চেহারায় মুছবে। -(আবু দাউদ-এর বরাতে মিশকাত, হাদীস নং-২১৩৭)

হযরত সালমান ফারসী (রা) হতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল ও পরম দাতা; যখন তাঁর বান্দা তাঁর নিকট দু'হাত উঠায় তখন তা খালি ফেরত দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।

–(তিরমিযী, আবু দাউদ, বায়হাকীর বরাতে মিশকাত, হাদীস নং- ২১৪৮)

বিজ্ঞানের উন্নতিতে এখন আমাদের টিভি, ফ্যান, মোবাইল সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ হয় তারবিহীন রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে। ভূ-উপগ্রহ ও মহাশূন্য যানগুলোও কোটি কোটি মাইল দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় দূর নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতির সারকথা হচ্ছে, তারের বা রশির সংযোগ নয়; বরং স্মরণের মাধ্যমে মেমোরির সংযোগ। ধর্মীয় পরিভাষায় এই স্মরণের নাম যিকির। হাদীসে বর্ণিত, "আমি আমার বান্দার সাথেই থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে"। (মিশকাত, হাদীস নং-২১৫৭)। আল্লাহ পাক বলেনঃ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদের স্মরণ করব" (সূরা বাকারাঃ ২ঃ ১৫২)। এই স্মরণের আচরণগত প্রকাশই দোয়া।

বস্তুত দোয়ার মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে পারে। এ জন্যে আল্লাহর নবীগণ দোয়া করেছেন, দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত আদমকে (আ) সামান্য ভূলের কারণে বেহেশ্‌ত হতে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। তিনি কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন 'রব্বানা যালামনা...'। সেই দোয়া কবুল হয়। তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। নূহ (আ) অবাধ্য জাতির জন্য বদদোয়া করেছিলেন। তারা মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়েছিল। এভাবে হযরত ইব্রাহিম (আ), মূসা (আ), ঈসা (আ) ও আমাদের প্রিয়নবী

www.amarboi.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে দোয়ার। তারা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করেছেন।

নবী রাসূলগণ (আ) বেহেশ্‌তবাসী ও নেক বান্দাদের অনেক দোয়া কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক রেকর্ড করে রেখেছেন আমাদের শিক্ষার জন্য। সেখান থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সহজে আমল করা যাবে- এমন দোয়াগুলো এই বইতে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে জীবনের পাথেয় হিসেবে। দোয়াগুলোর আরবি পাঠ, এর সূরা ও আয়াতের সূত্র, বাংলায় উচ্চারণ ও অর্থ ছাড়াও প্রত্যেক দোয়ার প্রেক্ষাপট তথা ইতিহাস, দর্শন ও ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে আমরা জানতে পারব আল্লাহর কোন্ নবী কোন্ অবস্থায় কীভাবে দোয়া করে আল্লাহর সাহায্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তাতে আমরাও মনে সাহস পাব, আশার আলোতে উদ্ভাসিত হব, পথের দিশা পাব, মনে অনাবিল আনন্দ পাব। আশাকরি, আপনাদের দোয়ার পরশ বইয়ের লেখককেও স্পর্শ করবে।

মানুষ মন খুলে আল্লাহর কাছে সব কথা বলবে, অনুনয় বিনয় করবে, নাছোড়বান্দা হয়ে চাইতে থাকবে-এটিই দোয়ার নিয়ম। অনেক সময় এই চাওয়ার বিষয়, ভাষা, বা ভাবের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যেতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে নিরাপদ হল মনের কথাগুলো নবী রাসূলগণের (আ) ভাষায় ব্যক্ত করা। তাতে একটি বাক্যে বা শব্দে অনেক ভাবার্থ নিহিত থাকে। ফলে এক সাথে অনেক কিছু চাওয়া সম্ভব হয় এবং চাওয়ার সময় ভুলত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই আল্লাহর নবী রাসূলগণের (আ) ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ যেন নির্ধারিত ফরমে সরকারী বরাদ্দ পাওয়ার দরখাস্ত। দোয়ার অর্থ ও প্রেক্ষাপট জেনে দরখাস্ত পেশ করতে পারলে পুরোপুরি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। তাই কবুল হওয়ার পূর্ণ আশা রাখা যায়। কুরআন মজীদ বা হাদীস শরীফে বর্ণিত দোয়াগুলো এক্ষেত্রে মু'মিন বান্দার সবচে উত্তম অবলম্বন। আশাকরি, প্রাথমিক চেষ্টা হিসেবে এ বইয়ে কুরআন মজীদ থেকে চয়নকৃত দোয়াগুলো আমাদেরকে পথের দিশা দিবে, ইনশা আল্লাহ।

www.amarboi.org

এ মূহুর্তে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী মরহুম দাদাজান এলাহী বখশ-এর স্মৃতি, যার দোয়া ও লালিত স্বপ্ন ছিল আমাকে বিশেষভাবে কুরআন মজীদ পড়ানোর। স্মরণ করছি আমার প্রথম শিক্ষক প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শ্রদ্ধেয় নানাজান মরহুম মওলানা আব্দুল হাই-এর স্মৃতি, যিনি সারাটা জীবন দ্বীনী মাদ্রাসার শিক্ষকতা, মসজিদের ইমামতি ও খতীবের দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত করেছেন। স্মরণ করছি শ্রদ্ধেয়া নানীজান মাজেদা খাতুনকে, যার প্রাণভরা আদর ও দোয়া আমার জীবনে জ্ঞান ও ভালোবাসার পরশ বুলিয়েছে। তাদের রূহের মাগফিরাত ও জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছি।

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান, আম্মুজান ও ভাইবোনদের দোয়া ও স্নেহ-মমতার পরশ আমাকে এতবড় কাজে সাহস যুগিয়েছে। বইটির প্রকাশনায় যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

রাব্বুল আলামীন! দয়া করে বইয়ের লেখক ও পাঠকদের জীবনকে দোয়ার পরশে আলোকিত কর। রাব্বুল আলামীন! দয়া করে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল কর।

বিনয়াবনত

মোঃ শাহীদুল্লাহ যুবাইর

www.amarboi.org

শয়তানকে মোকাবেলার দোয়া

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم

উচ্চারণ

আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম

তরজমা

আমি আল্লাহর আশ্রয় চাইছি বিতাড়িত শয়তান হতে।

মানুষের শত্রু শয়তান

মানুষের আজন্ম শত্রু শয়তান। তার অপর নাম ইবলিস। মানব সৃষ্টির আদিতে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বললেন: আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাতে চাই। ফেরেশতারা তাতে আপত্তি জানাল। বলল: প্রভু হে! আমরা তো সারাক্ষণ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগানে নিয়োজিত। আবার কেন মানুষকে পাঠাবে, যারা সেখানে খুন খারাবি করবে। ইতোপূর্বে পৃথিবীতে জ্বিনদের বসতি ও দৌরাত্ম্য ছিল। তারা ঝগড়া ফ্যাসাদ, খুনাখুনিতে লিপ্ত ছিল। তাই তাদের বিতাড়িত করা হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ফেরেশতারা আপত্তি জানিয়েছিল মানব সৃষ্টির ব্যাপারে। আল্লাহ তাআলা তাদের জবাবে বললেন: মানব সৃষ্টির আসল রহস্য আমি জানি, যা তোমরা জান না। বিশাল মজলিসে পরীক্ষা নেয় হল প্রথম মানব আদম (আ) আর ফেরেশতাদের। সে পরীক্ষা জ্ঞানের। আল্লাহ বললেন: এগুলোর নাম ও স্বরূপ বল। আদম সবকিছু ঠিক-ঠিক বলে দিলেন। ফেরেশতারা অজ্ঞতা, অপারগতা প্রকাশ করে পূর্বের আপত্তির জন্য ক্ষমা চাইল।

অহংকার তার সর্বনাশ ঘটাল

আল্লাহ তাআলা হুকুম দিলেন, তোমরা সবাই আদমকে সিজদা কর। আদেশের সাথে সাথে ফেরেশতারা সবাই আদমকে সিজদা করল। কিন্তু তাদের মধ্যকার একজন করল না। তার নাম ছিল ইবলিস। জানা গেল ইবলিস আসলে ফেরেশতা নয়, সে ছিল জ্বিন জাতির। ফ্যাসাদ আর খুনাখুনির

www.amarboi.org

কারণে জ্বিনদের ভূভাগ হতে বিতাড়িত করার সময় সে কৌশলে ফেরেশতাদের দলে ভিড়ে মস্ত বুযুর্গ হয়ে গিয়েছিল।

বলা হয়, পৃথিবীর বুকে এমন কোন মাটি নাই, যেখানে ইবলিস আল্লাহকে সিজদা করে নি; কিন্তু গর্ব ও অহংকার তাকে শেষ করে দিল। ফেরেশতারা ছিল নূর বা জ্যোতির তৈরি আর জ্বিন ও ইবলিস আগুনের তৈরি। আল্লাহ ইবলিসের কাছে জানতে চাইলেন- কিহে! তুমি আদমকে সিজদা করলে না কেন? সে তখন যুক্তির জাল বিস্তার করল। বলল, আদম মাটির তৈরি, তার ধর্ম নিম্নগামী হওয়া, মাটিতে সিজদায় মাথা ঠেকানো তার জন্য মানায়। আমি আগুনের তৈরি। আমি সবসময় উর্ধগামী। আমার মাথা নত হতে পারে না। তোমার নির্দেশ যথাস্থানে থাক। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি সিজদা করতে পারি না। এভাবে 'আমি আমি'র ফাঁদে পড়ে ইবলিস আল্লাহর আদেশ অমান্য করল। আল্লাহ বললেন, এখন থেকে তুমি আমার সান্নিধ্য হতে বিতাড়িত-রজীম। শয়তান কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলল: প্রভুহে! এই আদমের কারণে তুমি আমাকে জীবনভরের দুর্দশায় নিক্ষেপ করলে। আমি তোমার কাছে একটি অবকাশ চাই। আমি একা জাহান্নামে যাব, তা হবে না। আমি আদম-সন্তানকেও সাথে নিয়ে জাহান্নাম ভরতে চাই। আদমের রক্ত প্রবাহে চলাচল করার শক্তি চাই, ক্ষমতা চাই, যাতে আমার অনুগামী করে তাদের বিভ্রান্ত করা যায়। আল্লাহ পাক বললেন: যাও, তোমাকে তাই দেয়া হল। তোমার যারা অনুসরণ করবে তাদের নিয়ে আমি জাহান্নাম ভর্তি করব, তবে যারা আমার একনিষ্ঠ মুখলেস বান্দা তাদের কোন ক্ষতি তুমি করতে পারবে না। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তারা আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, আমি আশ্রয় দেব, তখন তুমি তাদের পথহারা করতে পারবে না।

প্রথম পরীক্ষা হল বেহেশতে

প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল বেহেশতে। আদমের বাম পাঁজরের হাঁড় থেকে সৃষ্টি করা হয় হাওয়াকে। হাওয়া (আ) প্রথম মানবী, হযরত আদম (আ)-এর স্ত্রী, আমরা মানব সন্তানের মা। আমাদের মা-বাবা দু'জনকে বেহেশতে দিয়ে আল্লাহ বলে দিলেন: এই বেহেশতের সকল সুখ-সম্ভোগ তোমরা ভোগ কর; তবে এই গাছের নিকটেও যেও না। শয়তান সুযোগ নিল। আদম ও

www.amarboi.org

হাওয়াকে ফুসলিয়ে বলল: এই গাছের ফল খেলে চিরন্তন জীবন লাভ করবে কিনা; তাই গাছটির নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছে। আমি ছিঁড়ে এনে দিলে আপনারা খাবেন আর চিরন্তন জীবন লাভ করবেন, তাতে তো আপত্তি নাই। শয়তান আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলল যে, আদমের উপকার করে দেয়া ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আল্লাহর নামে কেউ শপথ করে মিথ্যা বলতে পারে, এ অভিজ্ঞতা আদমের ছিল না। তাই ধোঁকায় পড়ে সেই গাছের ফল খেল। শুরু হল বিপত্তি। শরীর হতে বেহেশতী বসন খসে পড়ল। সে কাহিনী অনেক দীর্ঘ।

আদম হাওয়া (আ) যখন পৃথিবীর মাটিতে

এরপর তাদের পাঠিয়ে দেয়া হল পৃথিবীতে। আদম ও হাওয়া কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইলেন। দীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছর পর সেই কান্না রহমত নিয়ে আসল। আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেন আমাদের আদি মা ও বাবাকে। বলে দিলেন: যখনই শয়তান তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চাইবে, আমার কাছে সাহায্য চাইবে। এই সাহায্য চাওয়ার ভাষা বলে দিচ্ছি। এর আচরণগত একটি ভাষা আছে, তার নাম ধৈর্য। ধৈর্যের এক অর্থ রাগের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণ করা, মেজায শান্ত রাখা আর বুদ্ধি বিবেচনা সক্রিয় থাকা। এই ধৈর্য অর্জন ও আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণের মৌখিক আমল একটি দোয়া। কুরআন মজীদের একাধিক জায়গায় এই দোয়ার জন্য তাগাদা দেয়া হয়েছে।

কুরআন মজীদে আউযু বিল্লাহ প্রসঙ্গ

> 'আপনার মনে যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন ওয়াস্ওয়াসা আসতে আরম্ভ করে, তখন সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তিনিই সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন'।
>
> -(সূরা আরাফ: ৭ঃ ২০০)

এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ, এতে হেদায়ত দেয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজনোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভূল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ হেদায়ত মানা মানব প্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষতঃ এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভাল মানুষদেরও শয়তান রাগান্বিত

www.amarboi.org

করে লড়াই-ঝগড়ায় জড়িয়ে ফেলে। সে জন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বুঝবেন শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হল আল্লাহ্‌র নিকট পানা-চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।

হযরত উমর ফারুক (রা)-এর জীবন হতে

এ প্রসঙ্গে সহীহ্ বোখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্বৃত করা হয়েছে, হযরত ফারুকে আ'যম (রা:)-এর খেলাফতকালে উয়াইনাহ্ ইবনে হিসন একবার মদীনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়েসের মেহমান হয়। হুর-ইবনে কায়স ছিলেন সেসব বিজ্ঞ আলেমের অন্যতম, যারা হযরত ফারুকে আ'যম (রা:)-এর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়াইনাহ তার ভাতিজা হুরকে বলল, তুমি তো আমীরুল-মু'মিনীনের একজন অতি ঘনিষ্ট লোক; আমার জন্য তার সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। হুর ইবনে কায়স (রা:) ফারুকে আ'যমের নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়াইনাহ্ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। তখন তিনি সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন।

কিন্তু উয়াইনাহ ফারুকে আ'যম (রা:)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যত অমার্জিত ও আজেবাজে কথাবার্তা বলতে লাগল। বলল, আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ। হযরত ফারুকে আ'যম (রা:) তার এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবনে কায়স নিবেদন করলেন, ইয়া আমিরুল-মু'মিনীন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন:

"তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল"। আর এ লোকটিও জাহেলদের একজন। একথা শোনার সাথে সাথে হযরত ফারুকে আ'যম (রা:)-এর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোন কিছু বললেন না। হযরত ফারুকে আ'যম (রা:)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে, আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিত-প্রাণ।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, দু'জন লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত

www.amarboi.org

জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেন, বাক্যটি হল এই-

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

সে লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তাঁর রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল।

ধৈর্যের মহাশক্তি

সূরা হামীম সাজদায়ও আল্লাহ তাআলা একই হুকুম দিয়েছেন শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে বাঁচার জন্যে। বলেছেন:

'ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্টের দ্বারা; দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা মহাভাগ্যবান।

যদি শয়তানের কোন কুমন্ত্রণা অনুভব কর, তবে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

-(সূরা হামীম সাজদা: ৪১ঃ ৩৪,৩৫,৩৬)

এখান থেকে আল্লাহর পথে দাওয়াতকারীদেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা মন্দের জবাবে ভাল ব্যবহার করবে এবং সবর করবে ও অনুগ্রহ দেখাবে। অর্থাৎ দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যস্ত গুণ হওয়া উচিত। অর্থাৎ মন্দের জবাবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। আরো অতি উত্তম কাজ হল, যে ব্যক্তি তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে ক্ষমা করবে, অধিকন্তু তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন –"এই আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, তার মোকাবেলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি

www.amarboi.org

সহনশীলতা প্রকাশ কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। (মাযহারী)

সূরা নামলে আল্লাহ তাআলা কুরআন তেলাওয়াতের সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে পানাহ চাওয়ার জন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন। একই সাথে মানব সমাজে বিদ্যমান সৎকর্মশীল ও শয়তানের অনুসারী দু'টি শ্রেণীর চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং যে ঈমানদার, পুরুষ হোক বা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তারা যে কাজ করত, তার চেয়ে আরো উত্তম পুরস্কার দেব। অতএব আপনি যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করুন।

নিশ্চয়ই তার (শয়তান) কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

তার আধিপত্য তো কেবল তাদের উপরই চলে, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে।'

-(সূরা নাহলঃ ১৬ঃ ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০)

শয়তান যাদের ধোঁকা দিতে পারবে বা পারবে না

আয়াতের ভাষ্য হতে পরিষ্কার বুঝা যায়, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ। এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি, যাতে সে যেকোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতাবশতঃ কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তারই দোষ। তাই বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজ-কর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে; এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। কেননা, আল্লাহই সৎকাজের তওফিকদাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী। অবশ্য যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের উপর

www.amarboi.org

শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে সৎকাজের দিকে যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে।

'আউযু বিল্লাহ ' পড়ার মাসয়ালা

আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনার্থে কুরআন তেলাওয়াতের সময় আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেননি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই অধিকাংশ আলেম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়, সুন্নাত বলেছেন। ইবনে জরীর তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন।

নামাযে আউযু বিল্লাহ শুধু প্রথম রাকাতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফেকাহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবু হানিফার মতে শুধু প্রথম রাকাতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাকাতে পড়া মোস্তাহাব। উভয় পক্ষের প্রমাণাদি তফসীরে মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন তেলাওয়াত নামাযে হোক কিংবা নামাযের বাইরে-উভয় অবস্থাতে তেলাওয়াতের পূর্বে আউযু বিল্লাহ পাঠ করা সুন্নাত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যতবারই তেলাওয়াত হবে প্রথম আউযু বিল্লাহই যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তেলাওয়াত বাদ দিয়ে কোন সাংসারিক কাজে মশগুল হলে পুনর্বার তেলাওয়াতের সময় আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়া উচিত।

কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে আউযু বিল্লাহ পড়া সুন্নাত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ পড়া উচিত (দূররে মুখতার)। তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউযু বিল্লাহ্‌র শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, কারও অধিক রাগের উদ্রেক হলে আউযু বিল্লাহ পাঠ করলে রাগ দমিত হয়ে যাওয়ার কথা হাদীসে উল্লেখ আছে। (ইবনে-কাসীর) হাদীসে আরও বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবসে ওয়াল খাবায়েসে' পাঠ করা মোস্তাহাব। (শামী)

-(দ্র. তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন)

www.amarboi.org

কুরআন মজীদের মূল 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

তরজমা

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

তাফসীর

বিসমিল্লাহ বাক্যটি তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত। প্রথম শব্দ 'বা' বর্ণ, দ্বিতীয় 'ইস্‌ম' আর তৃতীয় 'আল্লাহ'। আরবী ভাষায় 'বা' বর্ণটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে তিনটি অর্থ এখানে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ তিনটির যে কোন একটি অর্থ এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক– সংযোজন। অর্থাৎ, এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মিলানো বা সংযোগ ঘটানো। দুই–এস্তেয়ানত- অর্থাৎ কোন বস্তুর সাহায্য নেয়া। তিন–কোন বস্তু থেকে বরকত হাসিল করা। এ হিসেবে বিসমিল্লাহ শব্দের মধ্যে 'বা'-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ তিনটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নামের সাথে শুরু করছি, তাঁর নামের সাহায্য নিয়ে শুরু করছি এবং তাঁর নামের বরকত হাসিল করে শুরু করছি। পূর্ণ আয়াতের অর্থ 'আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি রহমান ও রহীম'।

'ইস্‌ম' শব্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক। সংক্ষেপে, ইস্‌ম 'নাম'কে বলা হয়। 'আল্লাহ' শব্দ সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহত্তর ও তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর অর্থবোধক। কোন কোন আলেম একে ইসমে আ-যম বলেও অভিহিত করেছেন।

এ নাম আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্যই শব্দটির দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, আল্লাহ এক; তাঁর কোন শরীক নাই। মোটকথা, 'আল্লাহ' এমন এক সত্তার নাম, যে নাম সে আল্লাহর সকল গুণাবলীকে অসাধারণভাবে প্রকাশ করে, যে আল্লাহ অদ্বিতীয় ও নজীরবিহীন।

www.amarboi.org

রহমান ও রহীমের পরিচয়

আল্লামা মাইবেদী রহমান ও রহীম শব্দদ্বয়ের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা)-এর বরাতে বলেন, উভয় নামই দয়ার অর্থবাচক। একটি আরেকটির চেয়ে অধিকতর দয়ামায়াপূর্ণ। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আল্লাহ পাক হচ্ছেন দয়ামায়াপূর্ণ, তিনি দয়ামায়া দেখানো ভালোবাসেন।' তবে উভয় নামের মধ্যে কোনটি অধিক দয়ামায়া প্রকাশক, তা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে।

সাঈদ জুরাইর বলেন, রহমান অধিকতর দয়ামায়াবাচক। কারণ, তাতে এমন রহমত ও নেয়ামতরাজির প্রতি ঈঙ্গিত বুঝানো হয়, যা মু'মিন ও কাফের, দোস্ত ও দুশমন সকলের প্রতি অবারিত ও সর্বজনীন। ওয়াকী জাররা বলেন,, 'রহীম' অধিকতর দয়ামায়াবাচক। কারণ, তাতে এমন রহমতের দিকে ইঙ্গিত আছে, যা দুনিয়াতে যেমন, তেমনি আখেরাতেও পরিব্যপ্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মুফাসসিরগণ বলেছেন, الرحمن العاطف على جميع خلقه بأن خلقهم و رزقهم. ('রহমান তিনি, যিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দয়াপরবশ; এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেন। এই মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন, ورحمتى وسعت كل شيئ 'আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যপ্ত আছে।'

আর 'রহীম'-এর ভাবার্থ হল, তিনি বিশেষ করে মু'মিনদের প্রতি দয়াবান, দুনিয়াতে তাদের হেদায়ত ও ইবাদতের তাওফিক দান এবং আখেরাতে জান্নাত ও আল্লাহর দর্শন দানের মাধ্যমে। আল্লাহ পাক বলেন, وكان بالمؤمنين رحيما. 'তিনি মু'মিনদের প্রতি রহীম,অতিশয় দয়ালু।'

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে রহমতবাচক পাঁচটি নামে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, যেমন: - رحمن- رحيم- خير الراحمين- ارحم الراحمين- ذوالرحمة

রহমান মানে যার অনুগ্রহ অফুরন্ত। রহীম মানে অপার অনুগ্রহশীল। যুর রাহমাত=অনুগ্রহ-ওয়ালা। খাইরুর রাহেমীন= সর্বোত্তম অনুগ্রহশীল। আরহামুর রাহেমীন= অনুগ্রহশীলদের মাঝে সর্বাধিক অনুগ্রহশীল। পাঁচটি

www.amarboi.org

নামই মহান আল্লাহ তাআলার। তিনি এসব গুণে গুণান্বিত। কোনো গুণই তাঁর কাছে সংকীর্ণ নয়। কারো প্রতি তাঁর রহমতের কমতি নাই। মহামহিম আল্লাহ তাআলা বলেন, وربكم ذو رحمة واسعة 'তোমাদের প্রভু অফুরন্ত ব্যাপক রহমত-ওয়ালা।' ফেরেশতাদের বক্তব্যের প্রশংসা করে বলা হয়েছে, তারা বলে: ربنا وسعت كل شيئ رحمة و علما 'ওহে আমাদের প্রভু! তুমি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্ঠন করে আছ।' আযাবের পরিচয় ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, عذابى اصيب به من أشاء 'আমার আযাবে যাকে আমার ইচ্ছা গ্রেফতার করব।' অথচ রহমতের বেলায় বলেছেন: ورحمتى وسعت كل شيئ 'আর আমার রহমত সবকিছুতে পরিব্যপ্ত, আমার রহমত সবকিছুতে পৌঁছে গেছে।'

আল্লাহর রহমতের বিশালতা

এই আয়াতের তাফসীরে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত সালমান ফারসী (রা)ও আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن لله عز وجل مائة رحمة و أنه انزل منها واحدة الى الأرض فقسمها بين خلقه فبها يتعاطفون و بها يتراحمون- وأخر تسعا و تسعين لنفسه- إن الله قابض هذه الى تلك فيكملها مائة يرحم بها عباده يوم القيامة.

আল্লাহ তাআলার একশটি রহমত আছে। সেই একশ রহমত হতে একটিমাত্র রহমত তিনি সাত আসমান ও সাত তবকা যমীনে প্রেরণ করেছেন। (অতঃপর তা আপন সৃষ্টির মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন)। এই একটি রহমতের বদৌলতে সৃষ্টিলোক পরস্পরকে ক্ষমা করে, একে অপরকে ভালোবাসে, পরস্পরে দয়া অনুগ্রহ দেখায়। বাকী নিরান্নব্বইটি রহমত তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন তিনি সৃষ্টিজগতে দেয়া একটি রহমতও নিজের কাছে ফিরিয়ে নেবেন। দেখা যাবে যে, তাতে কোনো অপূর্ণতা হয় নি, ত্রুটির ছোঁয়া লাগে নি। সেটি বাকী নিরান্নব্বইটির সাথে যোগ করবেন।

www.amarboi.org

তাতে একশ পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন শিরককারীদের মু'মিনদের থেকে আলাদা করা হবে, আর সব রহমত দেয়া হবে মু'মিনদেরকে। চিন্তা করে দেখ, মু'মিনরা মুশরিকদেরসহ এই দুনিয়ায় একশ'র মধ্য হতে পাওয়া একটি রহমত হতে নিজের অন্তরে, ধর্মীয়ভাবে ও পার্থিব জীবনে কতখানি পেয়েছে ও পাচ্ছে? এবার অনুমান কর, কাল কিয়ামতে তারা মুশরিকদের বাদ দিয়ে পুরো একশ ভাগ রহমত হতে কতখানি লাভ করবে?

'বিসমিল্লাহ্'-র অপার মহিমা

'বিসমিল্লাহ্'-র ফযিলত সম্বন্ধে মুস্তফা আলাইহিস সালাম বলেন,

من كتب بسم الله الرحمن الرحيم تعظيما لله عز و جل غفر الله له- ومن رفع قرطاسا من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم اجلالا لله عز و جل أن يداس كتب عند الله من الصديقين و خفف عن والديه و إن كانا مشركا يعنى العذاب.وقال لاَ يرد دعاء اوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সম্মানার্থে সুন্দরভাবে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ লিখবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি পায়ের নিচে পড়তে পারে এই ভয়ে মাটিতে পড়ে থাকা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ লেখা কোনো কাগজ আল্লাহর সম্মানে তুলে নেবে তাকে আল্লাহ তাআলা আপন সান্নিধ্যে সিদ্দীকিনদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। তার মা বাবা যদি আযাবের মধ্যে থাকে তাদের শাস্তি হ্রাস করবেন, যদি তারা মুশরিকও হয়। আর যে দোয়ার সময় শুরুতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়া হবে তা ফেরত দেয়া হবে না, তা কবুল করা হবে।

বলা হয়েছে, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-এর আয়াতে হরফের সংখ্যা উনিশ (১৯)। বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে তার জন্য

www.amarboi.org

দশটি সওয়াব বরাদ্দ দেয়া হবে; বা, তা, ওয়াউ আলাদা আলাদা হিসাব করে। বলা হয়েছে, দোযখের প্রহরী হলেন উনিশ জন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন عليها تسعة عشر আর بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-এর আয়াতে শব্দ সংখ্যাও ১৯। যে ব্যক্তি ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে, রাব্বুল আলামীন-এর প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে তার কাছ থেকে একজন করে প্রহরীকে বিরত রাখবেন, তার দ্বারা যে শাস্তি হবে তা থেকে তাকে নিরাপদ রাখবেন। হযরত সালমান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন তোমাদের মধ্যে কেউ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-এর অনুমতি ব্যতিরেকে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। সেই অনুমতিপত্রে লেখা থাকবে هذا كتاب من الله لفلان بن فلان ادخلوه جنة عالية قطوفها دانية. (এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুকের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সনদ, তাকে সুউচ্চ বেহেশতে দাখিল কর, যার বৃক্ষশাখাসমূহ ঝুলে ঝুলে আছে।)

কুরআন মজীদের মূল 'বিসমিল্লাহ...

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক জিনিষের মূল ভিত্তি আছে। দুনিয়ার মূল হল মক্কা। কেননা, তা থেকেই ভূপৃষ্ঠ প্রসারিত হয়েছে। আসমানের মূল গারীবা (অভিনব)। সেটি হচ্ছে সর্বোচ্চ সপ্তম আসমান। পৃথিবীর মূল আজীব (বিস্ময়), তা হল সর্বনিম্ন সপ্তম স্তর। জান্নাতসমূহের মূল হচ্ছে 'আদান' বেহেশত; সেটি জান্নাতের নাভী, তার উপরই জান্নাত নির্মিত হয়েছে। জাহান্নামের মূল জাহান্নাম। তা হচ্ছে সর্বনিম্ন দোযখ, তার ওপরে অপরাপর দোযখ নির্মাণ করা হয়েছে। সৃষ্টিকুলের মূল হচ্ছেন আদম (আ); নবীগণের মূল নূহ (আ); বনী ইসরাঈলের মূল হচ্ছেন ইয়াকুব (আ); সকল কিতাবের মূল কুরআন, আর কুরআনের মূল হল সূরা ফাতিহা। সূরা ফাতিহার মূল بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ। তুমি যদি অসুস্থ হও বা রোগাক্রান্ত হও তাহলে তুমি মূলকে (অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ'কে আঁকড়ে ধরবে, তাতে আল্লাহ তাআলার হুকুমে আরোগ্য লাভ করবে।

(তাফসীরে কাশফুল আসরারঃ আল্লামা রশীদ উদ্দীন মাইবেদী)

www.amarboi.org

রাণী বিলকিসের কাছে পত্রে 'বিসমিল্লাহ...'

বিসমিল্লাহ... কুরআন শরীফের সুরা নামল-এর একটি আয়াত বা আয়তাংশ। সাবার রাণী বিলকিসের কাছে লেখা পত্রে আল্লাহর নবী সুলায়মান (আ) 'বিসমিল্লাহ'... ব্যবহার করেন। এর পেছনে এক দীর্ঘ ঘটনা কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। আমরা এখানে তার অংশবিশেষ উল্লেখ করছি। বিস্তারিত জানার জন্যে পূর্বাপর আয়াতের অনুবাদ ও তাফসীর দ্রষ্টব্য।

মানুষ জ্বিনসহ পশুপক্ষীর উপর রাজত্ব ছিল হযরত সুলায়মান (আ)-এর। তিনি সবার ভাষা বুঝতেন। একবার সফরে গিয়ে দেখেন যে, সেনাদলের তথ্য সংগ্রাহক হুদহুদ পাখি (কাঠ-ঠোকরা) অনুপস্থিত। তিনি বললেনঃ

সুলাইমান পক্ষীদের খোজ–খবর নিলেন এবং বললেন, কি হল, হুদহুদকে দেখছি না কেন ? নাকি সে গর-হাজির ?

সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা যবেহ করব।

কিছুক্ষণ পরেই হূদহুদ এসে পড়ল এবং বলল: আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে।

আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী শোভন করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না।

নিবৃত্ত করেছে এ জন্য যে, তারা যেন আল্লাহকে সেজদা না করে, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন। যিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর।

www.amarboi.org

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা-আরশের অধিপতি।

সুলায়মান বললেন, এখন আমি দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী?

তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে থাক আর লক্ষ্য কর তারা কি জবাব দেয়।

সেই নারী (বিলকিস) বলল: হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে।

إنه من سليمان و إنه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সেই পত্র সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং তা এই: দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। অহমিকা বশে আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।

বিলকিস বলল, হে পরিষদবর্গ! আমাকে আমার সমস্যায় তোমাদের পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। -(সূরা নামল: ২৭ঃ ২০-৩২)

বিসমিল্লাহর প্রেক্ষাপট

'বিসমিল্লাহ...'-এর প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে আরো জানা যায়, জাহেলিয়াত যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীদের নামে শুরু করত। এ প্রথা রহিত করার জন্য হযরত জিব্রাঈল (আ) পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তাতে আল্লাহর নামে কুরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যথা إقرأ باسم ربك অর্থাৎ, পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে।

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, স্বয়ং রাসূলে করীমও (সা) প্রথম প্রথম প্রত্যেক কাজ باسمك اللهم বলে আরম্ভ করতেন এবং কোন কিছু লেখাতে হলেও এ কথা প্রথমে লেখাতেন। কিন্তু بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ অবতীর্ণ

www.amarboi.org

হওয়ার পর সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম বলে সব কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।

বিসমিল্লাহর ব্যবহারবিধি

কুরআন মজীদে সূরা তাওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ'...লেখা হয়। 'বিসমিল্লাহ'... সূরা ফাতিহার অংশ, না অন্যান্য সকল সূরার অংশ তা নিয়ে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রা) বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ'... সূরা নামল ব্যতীত অন্য কোন সূরার অংশ নয়। তবে এটি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত, যা প্রত্যেক সূরার প্রথমে লেখার এবং দু'টি সূরার মাঝখানে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য নাযিল হয়েছে। তাই অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটির সম্মান করাও ওয়াজিব। অযু ছাড়া এটি স্পর্শ করা জায়েয নয়। অপবিত্র অবস্থায় যথা হায়েয-নেফাসের সময়, (পবিত্র হওয়ার পূর্বে) তেলাওয়াতরূপে পাঠ করাও না-জায়েয। তবে কোন কাজকর্ম আরম্ভ করার পূর্বে (যথা,পানাহার) দোয়ারূপে পাঠ করা সবসময়ই জায়েয।

হাদীস ও কুরআনের স্থানে-স্থানে উপদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ বলে আরম্ভ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কাজ বিসমিল্লাহ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোন বরকত থাকে না।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ বলবে, বাতি নেভাতেও বিসমিল্লাহ বলবে। কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওযু করতে, যানবাহনে আরোহন করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ বলার নির্দেশ কুরআন-হাদীসে বার বার উল্লেখ হয়েছে।

(কুরতুবী, রুহুল মা'আনীর বরাতে মাআরেফুল কুরআন)

www.amarboi.org

বেহেশতী লোকদের প্রথম দোয়া

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ

উচ্চারণ সুব্‌হা'নাকা আল্লা'হুম্মা

তরজমা পবিত্র তোমার সত্তা, হে আল্লাহ!

মানুষ যা চিন্তা করে তা প্রতিফলিত হয় তার চরিত্র ও কর্মে। তার কথাবার্তায়ও সেই চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। বিশেষ করে মানুষ যখন কিছু কামনা বা প্রার্থনা করে তখন মনের সঠিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ হয় মুখ দিয়ে। উল্লেখিত দোয়াটিও সে ধরনের একটি অভিব্যক্তি, যা বেহেশতী লোকদের মুখে মুখে উচ্চারিত হবে। বেহেশতে তাদের প্রথম দোয়া হবে এটি। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার এই অভিব্যক্তির সাথে তাদের পারস্পরিক সম্ভাষণের বাক্যও হবে 'সালাম'।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আখেরাতে সব মানুষের পক্ষে এভাবে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা সম্ভবপর হবে না; বরং যারা দুনিয়ার জীবনে শুদ্ধ জীবনের অধিকারী ছিল, তাদের ভাগ্যেই জুটবে এই নেয়ামত। তাই কুরআন মজীদে এই দোয়ার পটভূমিতে আল্লাহ পাক দু'ধরনের মানুষের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। বলেছেনঃ

> নিশ্চয় যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, দুনিয়া নিয়েই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে বেখবর এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন, সে সবের বদলা হিসেবে, যা তারা অর্জন করেছিল। অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে তাদের পালনকর্তা হেদায়াত দান করবেন তাদের ঈমানের মাধ্যমে এমন সুখময় কাননকুঞ্জের প্রতি, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তাদের প্রার্থনা হলঃ 'পবিত্র তোমার সত্তা, হে আল্লাহ!–সুবহানাকা আল্লাহুম্মা। আর তাদের পারস্পরিক সম্ভাষণ হল সালাম...।'
>
> (সূরা ইউনূসঃ ১০ঃ ৭-১০)

তাসবীহর মতো হাঁটতে বসতে সবসময় এই দোয়া মুখে জারি রাখলে বেহেশতী জীবনের আবহ আমাদের মন ও চিন্তায় পরশ বুলাবে।

www.amarboi.org

জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

উচ্চারণ

রব্বি যিদ্‌নী ইল্‌মা

তরজমা

হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

প্রেক্ষাপট

এই দোয়া সূরা তোয়াহা-এর ১১৪ নং আয়াতের একটি অংশ। আল্লাহ পাক এখানে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়াটি পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা উম্মতের জন্য শিক্ষা হল, জ্ঞান আহরণের জন্য চেষ্টা ও সাধনার সাথে সাথে আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য চাইতে হবে। কেননা, তিনিই সকল জ্ঞানের আধার।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞান বিমুখ হয়ে থাকার কোন সুযোগ মুসলমানের জন্য নাই। কারণ, জ্ঞান ও পড়াশোনা মুসলমানদের রক্ত-মাংসের সাথে মিশ্রিত। তাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআনের শাব্দিক অর্থ 'পঠন'। জিব্রাঈল (আ) প্রথম যখন কুরআনের বাণী হযরতের কাছে অবতীর্ণ করেন, তখনকার প্রথম শব্দটি ছিল, 'ইকরা'- 'পড়ুন আপনার প্রভুর নামে'। ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগী সঠিকভাবে পালন করতে হলেও জ্ঞানের দরকার। এ জন্যেই জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর ওপর ফরয।

আরো লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যে জ্ঞান মহান প্রভুর নামে, সে জ্ঞানই দামী। যে জ্ঞানের সম্পর্ক আপন প্রভুর সাথে বা জীবন ও জগৎ আর এই পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশিত দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত হবে না, শেষ পরিণতির বিচারে সে জ্ঞানের কোন দাম নাই। বস্তুত সর্বাবস্থায় প্রতিটি মু'মিনের কামনা ও দোয়া হতে হবে 'হে আমার রব (আল্লাহ)! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

- (সূরা তোয়াহাঃ ১১৪)

www.amarboi.org

বিপদে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর রহমত লাভের দোয়া

إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

উচ্চারণ

ইন্না' ইলা' রব্বিনা' মুন'ক্বালিবূন

তরজমা

নিশ্চয় আমরা তো আমাদের রবের (আল্লাহ) সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তন করব।

প্রেক্ষাপট

ফেরাউন ছিল আল্লাহর নাফরমান বাদশাহ ও হযরত মূসা (আ)-এর চরম শত্রু। ফেরাউন মূসা (আ)-এর অলৌকিক নিদর্শনের মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শনের জন্য জাদুকরদের জড়ো করেছিল। জনাকীর্ণ মাঠে জাদুকররা জাদুর রশি ছেড়ে দিলে সাপের মত লাফালাফি শুরু করে। মূসা (আ) তখন হাতের লাঠিখানা মাটিতে রাখেন। সাথে সাথে লাঠি অজগর হয়ে জাদুর সাপগুলো গিলতে শুরু করে। এ দৃশ্য দেখে জাদুকররা বুঝতে পারে, মূসা (আ)-এর আনীত ধর্মই সত্য, তাদের মত জাদুর ভেল্কিবাজি নয়। তাই মূসা (আ)-এর প্রচারিত ধর্ম ও আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। ফেরাউন তখন প্রচারণার নতুন কৌশল প্রয়োগ করে। বলে: আসলে তোমরা মূসার অনুচর, জাদুর এই খেলা মূসার নাটক। তোমরা আমার দেশে অনৈক্য-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাও। আমি তোমাদের হাত-পা কেটে দিয়ে মজাটা দেখাব। জাদুকররা তখন ফেরাউনের হুমকি ও শাস্তিদানের প্রতিক্রিয়ায় বলল, আমাদের তো মৃত্যুর পর নিজেদের প্রতিপালকের নিকট এমনিতেই ফিরে যেতে হবে। কাজেই সত্যের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়াই তো উত্তম। এর মধ্যেই তো জীবনের সাফল্য নিহিত।

নিশ্চয়ই আমরা তো আমাদের রবের (আল্লাহ) সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তন করব।'

-(সূরা আরাফ: ৭: ১২৫)

www.amarboi.org

সকল ভয়ভীতি হতে মুক্তি ও আল্লাহর আশ্রয় লাভের দোয়া

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

উচ্চারণ

হাস্‌বুনাল্লাহু ওয়া নি-মাল ওয়াকীল

তরজমা

আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম-সম্পাদনকারী!

প্রেক্ষাপট

উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরী তৃতীয় সালে। মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে উহুদ প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার। যুদ্ধ শুরুর আসেই ৩০০ মুনাফিক যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের ছেড়ে ফিরে যায়। যুদ্ধে ৩০০০ কুরাইশ সৈন্যের মোকাবেলায় প্রথম দিকে মুসলমানরা জয়ী হলেও মুসলমানদের একটি ভুলের কারণে অতর্কিত আক্রমণে কুরাইশ বাহিনী জয়ী হয়। মুসললমানদের মধ্যে বহুলোক হতাহত হন। যুদ্ধশেষে মদীনায় ফিরে মুসলমানদের ঘরে যখন শোকের মাতম চলছিল, তখন মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের সম্পূর্ণ শেষ করে দেয়ার পথ খুঁজছিল। ওদিকে বিজয়ী কুরাইশ বাহিনী ফিরে এসে মদীনা আক্রমণের আশঙ্কাও প্রবল হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে নবীজির পক্ষ হতে রাতে মদীনার অলিগলিতে ঘোষণা করা হয়, যারা উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তারা যেন আগামীকাল যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। এই ঘোষণায় মুনাফিক ও ইহুদীরা চমকে উঠে ভাবে যে, মুসলমানদের ব্যাপারে আমাদের অনুমান ভুল। তাদের শক্তি মোটেও খর্ব হয়নি; বরং নতুন যুদ্ধ-অভিযানের মত শক্তি তাদের আছে।

ওদিকে কুরাইশ বাহিনীর অবস্থা ছিল, বিজয় বেশে মক্কার পথে কতদূর যাবার পর আবার ফিরে এসে মদীনা আক্রমণের চিন্তা করছিল তারা।

www.amarboi.org

মুসলমানদের মাঝে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশে লোক মারফত সে খবর প্রচারের ব্যবস্থাও করেছিল। সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে, এই পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, কে আছে যারা মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন সত্তর জন সাহাবী প্রস্তুত হলেন, যাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা গতকালের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করছিলেন। এরাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওনা হলেন। তারা মদীনা হতে হামরাউল আসদ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সেখানে নোয়াইম ইবনে মাসউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সে সংবাদ দিল যে, আবু সুফিয়ান আরো সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত-দুর্বল সাহাবায়ে কেরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ অর্থাৎ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী, কার্যসম্পাদনকারী'।

-(সূরা আ'লে ইমরানঃ ৩ঃ ১৭৩)

এরিমধ্যে আবু সুফিয়ান মত পরিবর্তন করে মক্কার পথে রওনা হয়। বস্তুত এই প্রত্যয়দীপ্ত অভিব্যক্তি ও দোয়ার বরকতে তখন মুসলমানদেরকে তিনটি নেয়ামত দান করা হয়েছিল। একটি হল, কাফেরদের মনে ভয়ের সঞ্চার ও নিজেদের নিরাপত্তা; দ্বিতীয়, হামরাউল আসাদ বাজারে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক মুনাফা এবং তৃতীয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি। উল্লেখিত উপকারিতাসমূহ তখনকার সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না; বরং পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা সহকারে যে কেউ এই দোয়া পড়বে সে এ সমস্ত বরকত লাভে সমর্থ হবে।

-তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন (সংক্ষেপিত)

www.amarboi.org

দুঃসংবাদ শুনলে বা বিপদের সম্মুখীন হলে পড়ার দোয়া

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

উচ্চারণ

ইন্না' লিল্লা'হি ওয়া ইন্না' ইলাইহি রা'জিঊ'ন

তরজমা

আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা সবাই তাঁর কাছে ফিরে যাব।

প্রেক্ষাপট

এই দোয়া মুসলিম-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে কোনো বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে বা সংবাদ শুনলে এই দোয়া অত্যন্ত উপকারী। অস্থির না হয়ে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাইলে আল্লাহ পাক বিপদ কাটিয়ে উঠার শক্তি দেন। নানা ধরনের বিপদ-আপদকে আল্লাহর তরফ হতে পরীক্ষা হিসেবে মনে করে এই দোয়া করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

> এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষয়ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের, যারা বিপদে পতিত হলে বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চিতভাবে আমরা সবাই তাঁর কাছে ফিরে যাব। এরাই সেই লোক যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।
>
> –(সূরা বাকারা: ২ঃ ১৫৬, ১৫৭)

শেষোক্ত আয়াতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, মু'মিন বান্দা যখন আল্লাহর হুকুমকে শিরোধার্য করে ও আল্লাহর দিকে রুজু হয় আর বিপদাপদ দেখা দিলে 'ইন্না লিল্লাহ...' পড়ে; তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য তিনটি সৌভাগ্য বরাদ্ধ করেন। একটি হলো ১) আল্লাহর পক্ষ হতে মাগফিরাত দান করা হয়; ২) তার উপর রহমত বর্ষিত হয়; ৩) আর তার জন্য হেদায়তের রাস্তাসমূহ সুগম হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুসিবতের সময় ইন্না লিল্লাহ...

www.amarboi.org

পড়বে আল্লাহ তাআলা তার মুসিবতের ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন, তার পরিণতি শুভ করবেন এবং তাকে এমন সৎ-উত্তারাধিকারী দান করবেন, যে তার সন্তুষ্টির কারণ হবে। -(তাফসীরে দুররে মনসূর)

ইবনে আবি হাতেম সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) হতে এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ তোমাদেরকে বলতে মু'মিনদের বুঝানো হয়েছে। وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও মানে যারা বিপদাপদে আল্লাহর হুকুমের উপর ধৈর্য ধারন করে তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দাও। আর أُوْلٰئِكَ অর্থ যারা মুসিবতের সময় ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর হুকুমের উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর صلوات বর্ষিত হয় অর্থাৎ মাগফিরাত, من ربهم و رحمة আল্লাহর পক্ষ হতে এবং রহমত। মানে তাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ আর আযাব হতে নিরাপত্তা রয়েছে। আর তারাই হচ্ছে হেদায়তপ্রাপ্ত; অর্থাৎ মুসিবতের সময় যারা ইন্নালিল্লাহ পড়ে তারাই আল্লাহর মাগফিরাত, রহমত ও হেদায়ত-প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হয়।

তাবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম (সা) ইরশাদ করেছেন: আমার উম্মতকে এমন একটি জিনিষ দেয়া হয়েছে, যা অন্য কোন উম্মতকে দেয়া হয় নি। সেটি হল তারা মুসিবতের সময় বলবে: 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।'-(তাফসীরে দুররে মনসূর)

ওয়াকী, আব্দুবনু হুমাইদ, ইবনে জরীর এবং বায়হাকী শোআবিল ঈমানে সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, এই উম্মতকে বিপদাপদের সময় বলার জন্য এমন একটি দোয়া দেয়া হয়েছে, যা আগেকার কোন নবীকে দেয়া হয় নি। অন্য নবীদের দেয়া হলে অবশ্যই হযরত ইয়াকুব (আ)-কে দেয়া হত। এবং তাহলে তিনি (ইউসুফ আ-কে হারানোর ঘটনায়) বলতেন, 'ইয়া আসাফা আলা ইউসুফা', ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।' (অথচ তিনি শুধু বলেছিলেন 'ইয়া আসাফা আলা ইউসুফা'। 'ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' বলেন নি।) বায়হাকীর ভাষা হচ্ছে 'এই উম্মত ছাড়া অন্য কোন উম্মতকে 'ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' দেয়া হয় নি; তুমি কি ইয়াকুব (আ) এর এই উক্তি শুনো নি যে, তিনি বলেছিলেন: 'ইয়া আসাফা আলা ইউসুফা'।-(তাফসীরে দুররে মনসূর)

ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও বায়হাকী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: যে ব্যক্তির স্বভাবের মধ্যে চারটি বিষয় থাকবে আল্লাহ

www.amarboi.org

তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করে দিবেন। সে ঐ ব্যক্তি যে সব ব্যাপারে নিরাপত্তার জন্য 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে; কোন বিপদাপদের সম্মুখীন হলে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' বলবে; কোন কিছু প্রাপ্ত হলে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে এবং কোন গুনাহের কাজ করে বসলে 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলবে। -(তাফসীরে দুররে মনসূর)

আহমদ, ইবনু মাজা ও বায়হাকী হুসাইন ইবনে আলী (রা) সূত্রে নবী করিম (সা) হতে বর্ণনা করেন যে, কোন মুসলমানের যদি কোন বিপদ ঘটে থাকে এবং পরে সে কথা স্মরণ করে– মাঝখানের সময় যদি দীর্ঘও হয়, আর তখন যদি সে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়ে তাহলে আল্লাহ তাআলা নতুন করে তার সওয়াব বরাদ্দ দিবেন এবং যেদিন বিপদগ্রস্ত হয়েছিল সে দিনের মতোই সওয়াব তাকে দান করবেন। -(তাফসীরে দুররে মনসূর)

তিরমিযী আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেনঃ বান্দা যদি কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হয় আর এরপর সময় অনেক দিন পার হয়ে যায় এবং আগের কথা স্মরণ করে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে, আল্লাহ তালা তার জন্য সওয়াবও নতুন করে বরাদ্দ করবেন। আর যদি কোন মুসিবত ঘটে যায় –তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, আর বান্দা তার জন্য নতুন করে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়ে তাহলে আল্লাহ তাআলাও নতুন করে সওয়াব ও প্রতিদান প্রদান করবেন।

-(তাফসীরে দুররে মনসূর)

ইবনে আবিদ্দুনিয়া সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব হতে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি চল্লিশ বছর পরও 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়বে আল্লাহ পাক তাকে সেদিনের মতো সওয়াব দান করবেন, যেদিন সে বিপদগ্রস্ত হয়েছিল।-(তাফসীরে দুররে মনসূর)

আহমদ ও বায়হাকী উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, একবার (আমার স্বামী) আবু সালমা রাসূলুল্লাহ (সা) এর খেদমত থেকে ফিরে এসে বললঃ আজ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছ থেকে এমন একটি উক্তি শুনতে পেয়েছি, যার ফলে খুবই আনন্দিত হয়েছি। হযরত (সা) বলেছেনঃ মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি বিপদগ্রস্ত হয় আর সে বিপদের সময় 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' বলে এবং তারপর বলে 'আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসিবতী ওয়া আখলিফ লী খাইরান মিনহা'–(হে আল্লাহ! আমাকে আমার

www.amarboi.org

বিপদের জন্য সওয়াব দান কর এবং পরবর্তীতে এর চেয়ে উত্তম বদলা আমাকে দান কর'।) তাহলে অবশ্যই তাকে তা দান করা হবে। উম্মে সালাম বলেন: আমি তার কাছ থেকে বাক্যটি মুখস্ত করে রাখি। পরে যখন আবু সালমা ইন্তিকাল করলেন, তখন আমি 'ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়লাম আর বললাম 'আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসিবতী ওয়া আখলিফ লী খাইরান মিনহা'-(হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের জন্য সওয়াব দান কর এবং পরবর্তীতে এর চেয়ে উত্তম বদলা আমাকে দাও'।) এরপর মনে মনে বললাম: আমার জন্য আবু সালমার চেয়ে উত্তম বদলা আর কী হতে পারে? (কিন্তু পরবর্তীতে এমন হল যে,) আল্লাহ তাআলা আমাকে আবু সালমার চেয়ে উত্তম বদলা দিলেন। তিনি হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য তার নসীব হয়েছিল।)

-(তাফসীরে দুররে মনসূর)

দায়লামী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ (সা) বাড়িতে আসলেন তখন তার বৃদ্ধাঙ্গুলে কাঁটা ফুটেছিলেন। এর জন্যে তিনি বারবার 'ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়ছিলেন আর তার ওপর হাত বুলাচ্ছিলেন। আমি তার 'ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়া শুনতে পেয়ে তার কাছে গেলাম এবং তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম যে, সামান্য একটুখানি আঁছড় লেগেছে। তখন আমি হেসে উঠলাম আর বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক। এই কাঁটার জন্যই কি আপনার এত 'ইন্নাল্লিাহ ...পড়া! হযরত হেসে ফেললেন আর আমার কাঁধে আঘাত করে বললেন। দেখ, আয়েশা! আল্লাহ তাআলা যদি কোন একটি ছোট ব্যাপারকে বড় করতে চান, তাই করেন আর যদি কোন বড় ব্যাপারকে ছোট করতে চান তাও তিনি করেন। (কাজেই সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ নেয়াই নিরাপদ।)

-(তাফসীরে দুররে মনসূর)

তাবারানী আবি উমামা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঙ্গে বের হয়েছি। পথিমধ্যে নবী করিম (সা) এর খড়মের ফিতা ছিঁড়ে গেল। তখন তিনি বললেন: 'ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'। তখন এক ব্যক্তি নবীজিকে বললেন: এই জুতার ফিতার জন্য?! রাসূল (সা) বললেন: এটিও মুসিবত। -(তাফসীরে দুররে মনসূর)

www.amarboi.org

চোখ-লাগা বা বদ-নজর থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

مَا شَاءَ اللّٰهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ

উচ্চারণ

মা' শা'আল্লাহু লা' কুওয়াতা ইল্লা' বিল্লাহ

তরজমা

আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো কোন শক্তি নাই।

প্রেক্ষাপট

বায়হাকীর শোআবুল ঈমানে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়াতক্রমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا شَاءَ اللّٰهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ বলে দেয়া হয়, তবে কোন বস্তু তার ক্ষতি করতে পারবে না। অর্থাৎ পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, কেউ যদি কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর উক্ত দোয়া পাঠ করে তাহলে তা চোখ-লাগা বা বদ-নজর থেকে নিরাপদ থাকবে। (মাআরেফুল কুরআন)।

- (সূরা কাহফ: ১৮ঃ ৩৯)

www.amarboi.org

পূণ্যবান পুত্র-সন্তান লাভের দোয়া

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

উচ্চারণ

রব্বি হাব লী মিনাস্ সা'লেহীন

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।

-(সূরা সা'ফফাত: ৩৭ঃ ১০০)

প্রেক্ষাপট

আল্লাহর নবী ইব্রাহীম (আ)-এর একটি মকবুল দোয়া। তিনি আল্লাহর দ্বীনের প্রচার করতে গিয়ে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পর যখন বার্ধক্যে উপনীত, তখন এই দোয়া পেশ করেন আল্লাহর দরবারে। সেই দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহ পাক তাকে এমন একজন পুত্র-সন্তান দান করেন, যিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে পিতার সাহায্যকারী হয়েছিলেন। শৈশবে আল্লাহর আদেশ পাওয়ার পর পুত্রকে ডেকে যখন তিনি বললেন, হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি। তখনই ছেলে বললেন: হে পিতা! আপনি যে জন্য আদিষ্ট হয়েছেন তা অতিসত্বর কার্যকর করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। এরপর ইব্রাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী দেয়ার উদ্দেশে তার গলায় ছুরি চালান; কিন্তু আল্লাহ পাক ইসমাঈলকে সরিয়ে কুরবানী হিসেবে জবাই করার জন্য একটি বেহেশতী দুম্বা পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে ইসমাঈলকে নিয়েই তিনি কাবাঘর নির্মাণ করেন। কাজেই যে দোয়ার বরকতে তিনি এমন সুসন্তান পেয়েছিলেন, তা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সুসন্তান কামনার অবলম্বন হতে পারে।

www.amarboi.org

ইমিগ্রেশনে ঢোকার আগে পড়ার দোয়া

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ

উচ্চারণ

ইন্নী যা'হিবুন ইলা' রব্বী সায়াহ্‌দীন

তরজমা

নিশ্চয় আমি আমার রবের (আল্লাহ) পথে চললাম, শীঘ্রই তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।

প্রেক্ষাপট

হযরত ইব্রাহীম (আ) নমরুদের রাজত্বে আল্লাহর তাওহীদের বাণী প্রচার করেছিলেন নানা বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে। শেষ পর্যন্ত মূর্তিপূজার বিরোধিতা ও মূর্তিভাঙ্গার দায়ে তাঁকে প্রজ্জ্বলিত বিশাল অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়। আল্লাহর হুকুমে অগ্নিকুন্ড ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য শান্ত, শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যায়। এতবড় অলৌকিক নিদর্শন দেখার পরও তার জাতি আল্লাহর উপর ঈমান আনে নি; যার ফলে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, সেই জনপদ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবেন। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি মিসর হয়ে ফিলিস্তিন গমন করেন। সেখান থেকে নবজাতক ইসমাঈলসহ বিবি হাজেরাকে রেখে আসেন আরবের বিজন মরুভূমিতে। তারই ধারাবাহিকতায় মক্কা নগরীর পত্তন হয়। ছেলে ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে তিনি কা'বাঘর প্রতিষ্ঠা ও হজ্বের প্রবর্তন করেন। এই যাত্রার শুরুতেই তিনি উপরোল্লিখিত ছোট্ট অথচ বরকতময় দোয়াটি করেছিলেন:

"নিশ্চয় আমি আমার রবের (আল্লাহ) পথে চললাম, শীঘ্রই তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন"। -(সূরা সা'ফফাত: ৩৭ঃ ৯৯)

www.amarboi.org

অত্যাচারী শাসকের জুলুম থেকে নিষ্কৃতি লাভের দোয়া

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ

রব্বি নাজ্জিনী মিনাল ক্বাওমিয যা'লিমীন

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! তুমি জালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা কর।

প্রেক্ষাপট

আল্লাহর নবী মূসা (আ) প্রথম জীবনে ফেরাউনের আক্রোশের শিকার হন। তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হলে তিনি নিঃস্ব অবস্থায় মাদায়েনের পথে রওনা হন। মাদায়েন ছিল ফেরাউনের রাজত্বের বাইরে এবং মিসর থেকে আট মঞ্জিল দূরত্বে। মূসা (আ)-এর কাছে সম্বল বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও তাঁর জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে দোয়া করেনঃ

'হে আমার প্রতিপালক! তুমি জালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা কর।'

-(সূরা কাসাসঃ ২৮ঃ ২১)

রাব্বুল আলামীন তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং হযরত শোয়াইব (আ)-এর আশ্রয়ে থাকার সুবন্দোবস্ত করেন। জালিম ও জুলুমপূর্ণ সমাজ থেকে আত্মরক্ষায় এ দোয়া বরকতপূর্ণ।

www.amarboi.org

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে সত্যনিষ্ট হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

উচ্চারণ

রব্বানা' আ'মান্না' ফাকতুবনা' মাআশ শা'হেদীন

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে ঐসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত করে নাও, যাদের জীবন তোমার দ্বীনের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

- (সূরা মায়িদা: ৫ঃ ৮৩)

প্রেক্ষাপট

আল্লাহ তাআলা তাঁর মকবুল বান্দাদের মানসিকতা ও চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে এ দোয়া শিক্ষা দেন এবং বলেন যে, রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি দেখবে যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে ঐসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত করে নাও, যাদের জীবন তোমার দ্বীনের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

www.amarboi.org

অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে মুক্তি লাভের দোয়া

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ

উচ্চারণ

রব্বি নাজ্জিনী ওয়া আহ্‌লী মিম্মা' ইয়ামালূন

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে রক্ষা কর আর আমার পরিবার-পরিজনকে, তারা যা করছে তা (পাপাচার) হতে।

প্রেক্ষাপট

উপরোক্ত দোয়াটি করেছিলেন হযরত লূত (আ) এক চরম মূহুর্তে। তার সম্প্রদায়ের ঘৃণ্য অপকর্ম, চারিত্রিক নোংরামী ও সমকামিতার অভিশাপ থেকে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন এ দোয়ার মাধ্যমে। একদিন মেহমান হিসাবে দু'জন সুদর্শন যুবক তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছে দেখে তাঁর সমাজের লোকেরা অপকর্মের জন্য তাঁর ঘর ঘেরাও করেছিল। তিনি উপায়ান্তর না দেখে বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে আমার মেয়েদের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পার। আমি তাতেও রাজি হব। তবুও মেহমানদের সামনে আমাকে বেইজ্জত কর না। তখন লম্পটরা বলেছিল, লূত! তুমি তো জান যে, তোমার মেয়েদের নিয়ে আমাদের কোন কাজ নাই। তদুপরি আমরা কি চাই তা তুমি ভাল করেই জান। এমন চরম মূহুর্তে লূত (আ) আল্লাহর কাছে উপরোক্ত ফরিয়াদ জানিয়েছিলে। (সূরা শোয়ারা: ২৬ঃ ১৬৯) ততক্ষণে আগন্তুকরা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহর নবী! আমরা আসলে ফেরেশতা। আজ রাতেই আপনার নাফরমান কওমকে ধ্বংস করার জন্য আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে এসেছি। বস্তুত এই দোয়ার দরুণ আল্লাহ তাআলা হযরত লূত (আ)-কে রক্ষা করেছিলেন এবং ফেরেশতার মাধ্যমে তার পাপাচারী জনপদকে আকাশে তুলে উল্টিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করেছিলেন। বর্তমান জর্দানের আকাবা নামক নগর সংলগ্ন সেই অভিশপ্ত জনপদ ডেড-সি বা 'মৃতসাগর' নামে কওমে লূতের পাপের ভয়াবহ পরিণতির স্বাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান।

www.amarboi.org

চরম দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় ধৈর্যশক্তি লাভের দোয়া

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

উচ্চারণ

ইন্নামা' আশকু বাছ্ছী ওয়া হুযনী ইলাল্লা'হ

তরজমা

আমি আমার দুঃসহ বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি।

প্রেক্ষাপট

চরম দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেয়া ও ধৈর্যের তাওফিক লাভের জন্য এই দোয়া অত্যন্ত উপকারী। এই দোয়া করেছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ), ছেলে ইউসুফ (আ)-কে হারিয়ে। ইউসুফ ছিলেন পিতা ইয়াকুব (আ,)-এর অতি প্রিয়। ভবিষ্যতে আল্লাহর নবী হওয়ার লক্ষণ, চারিত্রিক মাধূর্য ও আকর্ষণ শৈশব থেকেই টিকরে পড়ত ইউসুফের চরিত্রে। তাই মা-হারা এমন ছেলের প্রতি পিতার প্রাণের আকর্ষণ থাকা একান্তই স্বাভাবিক। ইউসুফের প্রতি পিতার এমন স্নেহ-মমতার কারণে ঈর্ষান্বিত ছিল সৎ ভাইয়েরা। তারা একদিন ষড়যন্ত্র করে একসাথে খেলতে যাবার মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে পরিত্যক্ত এক কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। তারপর এগার ভাই একজোট হয়ে পিতা ইয়াকুব (আ)-এর কাছে এসে মিথ্যা কাহিনী রচনা করেছিল যে, ইউসুফকে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে। ইয়াকুব (আ) যদিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ কাহিনী বানোয়াট; কিন্তু তার হাতে করার কিছু ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি আল্লাহর দিকে চেয়ে ধৈর্যের পাথর চেপে রাখেন বুকের ওপর। পুত্র শোকে তিনি দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার সেই অসীম ধৈর্যের অভিব্যক্তি ছিল এই দোয়াঃ

আমি আমার দুঃসহ বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি। -(সূরা ইউসুফ: ১২ঃ ৮৬)

www.amarboi.org

অজ্ঞতা হতে রক্ষা পওয়া এবং বিচক্ষণতা লাভের দোয়া

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

উচ্চারণ

আউযু বিল্লা'হি আন আকূনা মিনাল জা'হিলীন

তরজমা

আল্লাহর শরণ নিচ্ছি, যাতে আমি অজ্ঞদের অর্ন্তভূক্ত না হই।

প্রেক্ষাপট

হযরত মূসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাইলের নবী। তাঁর অনুসারীরা ইহুদী হিসেবে পরিচিত। ইহুদীরা ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে হঠকারী জাতি। তারা প্রতিটি কথায় ও কাজে আল্লাহর নবীর সাথে বেয়াদবি করত ও তাঁকে নানাভাবে মানসিক যন্ত্রণা দিত। একবার আমীল নামক এক ধনাঢ্য লোককে তার উত্তরাধিকার সম্পদ ভোগ করা বা তার সুন্দরী স্ত্রী কিংবা মেয়েকে বিয়ে করার কুমতলবে তার ভাতিজা গোপনে হত্যা করে আর তার লাশ ফেলে রাখে অন্য পাড়ায় নিয়ে। এ ঘটনায় তাদের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ঘটনার ফয়সালার জন্য হযরত মূসা (আ)-এর দ্বারস্থ হয়। মূসা (আ) বলেনঃ হত্যাকারী চিহ্নিত করার জন্য আল্লাহ পাক একটি গাভী জবাই করার হুকুম দিচ্ছেন। কিন্তু তারা বিষয়টিকে পেঁচাতে থাকলে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সূরা বাকারার ২ঃ ৬৮-৭৫ আয়াতে এ ঘটনার বিশদ বিবরণ রয়েছে। এহেন জটিল পরিস্থিতিতে মূসা (আ) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে দোয়া করেন এবং বলেন যে,

'মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' -(সূরা বাকারাঃ ২ঃ ৬৭)

মূর্খদের দ্বারা কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার হলে আল্লাহর পক্ষ হতে সঠিক ফয়সালা লাভের ক্ষেত্রে এ দোয়া বিশেষ উপকারী।

www.amarboi.org

দোয়ার মাধ্যমে মাতাপিতার খেদমত

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

উচ্চারণ

রব্বিরহাম হুমা' কামা' রব্বাইয়া'নী ছগীরা'

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! (আমার মা-বাবা) উভয়ের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ কর, যেভাবে (আদর ও স্নেহ-মমতা দিয়ে) তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।

প্রেক্ষাপট

সূরা বনি ইসরাঈলে মাতাপিতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের ব্যাপারে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না এবং মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের একজন বা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বল।

তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে নম্রতার মাথা নত করে দাও এবং বল: হে আমার প্রতিপালক! (আমার মা-বাবা) উভয়ের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ কর, যেভাবে (আদর ও স্নেহ-মমতা দিয়ে) তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।

-(সূরা বনি ইসরাঈল: ১৭ঃ ২৩ ও ২৪)

www.amarboi.org

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ পাক অন্তত ৬টি আদেশ করেছেন। যেমন-

১) পিতামাতার প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকা।

২) কোন ব্যাপারে তাদের প্রতি বিরক্তিসূচক উহঃ শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ না করা।

৩) তাদেরকে কোন বিষয়ে ধমক না দেয়া।

৪) তাদের সাথে আদব ও নম্রতার সাথে কথা বলা।

৫) তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম, হেয় ও বিনয়ী হিসেবে পেশ করা।

৬) তাদের জন্য সর্বাবস্থায় দোয়া করা, যাতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনে তাদের সকল মুশকিল আসান করে দেন আর আখেরাতেও রহমতের চাদরে তাদের আবৃত্ত রাখেন। সেই দোয়ার ভাষা কি হবে তাও আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দিয়েছেনঃ অর্থাৎ 'রব্বির্‌হাম হুমা' কামা' রব্বায়ানী ছগীরা'।

মাতাপিতার মৃত্যুর পরও এই দোয়ার মাধ্যমে তাদের খেদমতের হক আদায় করা যায়।

www.amarboi.org

দুষ্কৃতিকারীর অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকার দোয়া

رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

উচ্চারণ

রব্বিন' সুরনী আলাল ক্বাওমিল মুফসিদীন

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

প্রেক্ষাপট

এটি আল্লাহর নবী লূত (আ)-এর দোয়া। তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। প্রথমঃ পুংমৈথুন, দ্বিতীয়ঃ রাহাজানী, তৃতীয়ঃ প্রকাশ্য মজলিসে যৌনাচার। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের পাপটিই ছিল সবচে মারাত্মক। তাদের পূর্বে কেউ এমন অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এহেন গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকে। অথচ লূত-এর সম্প্রদায় এ জঘন্য ব্যভিচারে সীমা ছাড়িয়ে যায়।

একবার দু'জন যুবক লূত (আ)-এর ঘরে মেহমান হয়ে আসলে তাদের প্রতি লম্পট জাতির কুদৃষ্টি পড়ে এবং তাঁর ঘর ঘেরাও করে। এমন অসহায় অবস্থায় লূত (আ) আর্জি পেশ করেন।

'হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।' -(সূরা আনকাবুতঃ ২৯ঃ ৩০)

সাথে সাথে তা কবুল হয়। লূত (আ) জানতে পারেন যে, মেহমানরা আসলে মানুষ নয়; বরং ফেরেশতা। সেদিন শেষ রাতে ফেরেশতারা লূত সম্প্রদায়ের জনপদ আকাশে তুলে সম্পূর্ণ উল্টে দেন। তারা ধ্বংস ও নিপাত হয়ে যায়। জর্ডানের মৃত-সাগর তার সাক্ষী। কাজেই পাপাচারী জনগোষ্ঠির অপকর্ম হতে বাঁচার জন্য এ দোয়া অত্যন্ত বরকতপূর্ণ।

www.amarboi.org

জিন-শয়তানের অনিষ্টতা হতে মুক্তি লাভের দোয়া

أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

উচ্চারণ

আন্নি' মাস্ সানিয়াশ শাইত্বা'নু বিনুচবিউঁ ওয়া আযা'ব

তরজমা

শয়তান তো আমাকে বহু যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

প্রেক্ষাপট

হযরত আইয়ুব (আ) কঠিন পরীক্ষা ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর যে দোয়া করেছিলেন এবং যার বদৌলতে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন, তা সূরা সা'দ এ এভাবে উল্লেখ রয়েছে:

> স্মরণ কর, আমার বান্দা আইয়ুবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলল, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। (তখন আমি তাকে বললাম:) তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। (তার সাথে সাথে) ঝর্ণা নির্গত হল গোসল করার আর পান করার জন্য সুশীতল পানি। আমি তাকে দিলাম তাঁর পরিবারবর্গ ও তাদের মতো আরো অনেক, আমার পক্ষ হতে রহমতস্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।
>
> - (সূরা সাদ: ৩৮ঃ ৪১ ও ৪২)

বস্তুত জিন, শয়তানের অনিষ্ট ও কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এই দোয়া অত্যন্ত কার্যকর।

www.amarboi.org

হঠাৎ কারো পক্ষ হতে অনিষ্টতার আশংকা করলে আল্লাহর আশ্রয় লাভের দোয়া

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

উচ্চারণ

ইন্নী আউযু বির্ রহমা'নি মিন্কা ইন্ কুন্তা তাক্বিয়্যা

তরজমা

আমি তোমার কাছ থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তুমি যদি আল্লাহ-ভীরু হও।

প্রেক্ষাপট

হযরত মরিয়ম (আ) ছিলেন হযরত ঈসা (আ)-এর মা। ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়েছিল অলৌকিকভাবে। কারণ, তাঁর পিতা ছিল না। ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ) মানুষের আকৃতিতে উপস্থিত হয়েছিলেন মরিয়ম (আ)-এর কাছে। তিনি হঠাৎ একজন যুবককে নিকটে দেখতে পেয়ে তার উদ্দেশ্য অসৎ বলে আশংকা করলেন। কুরআন মজীদে দৃশ্যপটটি এভাবে চিত্রিত হয়েছে:

> এই কিতাবে মরিয়মের কথা বর্ণনা কর, যখন সে তাঁর পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানব-আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মরিয়ম তখন বলল: আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তুমি যদি আল্লাহ-ভীরু হও। -(সূরা মারইয়াম: ১৯: ১৬-১৮)

www.amarboi.org

নেককার স্ত্রী লাভের দোয়া

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

উচ্চারণ

রব্বি ইন্নী লিমা' আন্‌যালতা ইলাইয়া মিন খায়রিন্ ফক্বীর

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার কাঙাল, মুখাপেক্ষী।

প্রেক্ষাপট

হযরত মূসা (আ) বড় হয়েছিলেন ফেরাউনের ঘরে। ফেরাউন ছিল মিসরের সম্রাট। ক্ষমতার দম্ভে সে নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছিল। ফেরাউন এবং তার রাজবংশ কিবতিরা মনে করত, মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনি ইসরাঈল হল দাসজাতি। তারা তাদের সাথে দাসসুলভ আচরণ করত। যেখানে সেখানে তাদেরকে হীন-তুচ্ছ অপদস্ত করত। শহরে ঘোরাঘুরির সময় মূসা একদিন দেখতে পান, বনি ইসরাঈল বংশীয় এক ব্যক্তির সাথে জনৈক কিবতি গায়ে পড়ে ঝগড়া করছে। তার সাথে উদ্ধত আচরণ করছে। মূসা (আ) বনি ইসরাঈলীর সাহায্যে এগিয়ে গেলেন এবং রাগের বশে কিবতির গালে একটি চড় বসিয়ে দিলেন। অসাবধানতার কারণে সেই চড়ে কিবতি মারা গেল। মূসা (আ) অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইলেন। আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন। সে কথা কুরআন মজীদে বর্ণিত। এই ঘটনায় সারা মিসর তোলপাড় হয়ে গেল। প্রভুর বংশ কিবতিকে হত্যা করার স্পর্ধা কার হল। চারদিকে তল্লাশি চলতে লাগল। ঘটনার ক্লু খোঁজে পাচ্ছিল না কোথাও।

আরেক দিনের ঘটনা। বনি ইসরাঈলী সেই লোকটির সাথে আরেক কিবতির ঝগড়া লেগেছে রাস্তায়। মূসা এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, বনি

www.amarboi.org

ইসরাঈলী লোকটিই আসলে ঝগড়াটে। বললেন, তুমি দেখছি বড় ঝগড়াটে লোক। বনি ইসরাঈলী আশংকা করল, এখন যদি মূসা আমাকেও চড় লাগায় তাহলে আমার মৃত্যু নির্ঘাত। তাই আত্মরক্ষার্থে সে আগাম বলে উঠল, মূসা তুমি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও, যেভাবে সেদিন ঐ লোকটিকে হত্যা করেছ? তার এই মন্তব্যই সকল তথ্য ফাঁস করে দিল। মূহুর্তে ফেরাউনের কাছে সংবাদ চলে গেল, সেদিনের কিবতির খুনি মহামান্য ফেরাউনের পালক পুত্র মূসা ছাড়া আর কেউ নয়। রাজপ্রাসাদে নিরাপত্তা রক্ষীদের বৈঠক বসল, সিদ্ধান্ত হল, দেশে শান্তি শৃঙ্খলার পক্ষে বড় হুমকি মূসাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। বৈঠকে এক লোক ছিল, যে গোপনে ঈমান লালন করত। তিনি দ্রুত এসে মূসাকে বললেন: দ্রুত কেটে পড়েন; ফেরাউন ও তার দলবল আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করেছে।

তখনই মূসা মিসর ছেড়ে চলে আসলেন; তবে কোথায় যাবেন, সে গন্তব্য জানা নেই। তিনি একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিলেন একটি কূপের ধারে। লোকেরা পানি সংগ্রহ করছিল সেই কূপ থেকে। দেখলেন যে, দু'জন বালিকা পানির জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের পশুদেরকে আগলিয়ে রেখেছে। ভীড়ের মধ্যে লোকেরা তাদেরকে পানি ভর্তি করার সুযোগ দিচ্ছিল না। মূসা (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি অবস্থা? তারা বলল, লোকেরা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করায়ে সরে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুকে পানি পান করাতে পারব না, আর আমাদের পিতা তো বৃদ্ধ। মূসা তখন এগিয়ে গিয়ে বালিকাদ্বয়ের পশুকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি একটি গাছের ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে ফরিয়াদ জানালেন:

> হে আমার পালনকর্তা তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তাঁর মুখাপেক্ষী। -(সূরা কাসাস: ২৮ঃ ২৪)

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ দেয়, মূসা (আ)-এর সেই দোয়া কবুল হয়েছিল এবং ঐ দুই বালিকার একজনকে তাদের পিতা শোয়াইব (আ) মূসা (আ)-এর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন।

www.amarboi.org

ভুল সংশোধন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা লাভের দোয়া

سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

উচ্চারণ

সুবহা'নাকা তুব্‌তু ইলাইকা ওয়া আনা আউওয়ালুল মু'মিনীন

তরজমা

মহিমাময় অতি পবিত্র সত্তা তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।

প্রেক্ষাপট

আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ) তূর পর্বতে গিয়েছিলেন তাওরাত কিতাব আনার জন্য। তখন তিনি আবদার করেন, প্রভুহে! আমি তোমাকে সরাসরি দেখতে চাই। তখন যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা কুরআন মজীদে সূরা আরাফে উল্লেখ করা হয়েছে:

মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না, তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, পাহাড় যদি স্বস্থানে স্থির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।' যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, মহিমাময় অতি পবিত্র সত্তা তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। -(সূরা আ'রাফ: ৭ঃ ১৪৩)

নিজের ভুল শোধরানো এবং আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা লাভের জন্য এই দোয়া মু'মিন বান্দার অন্যতম অবলম্বন।

www.amarboi.org

বিপদে ধৈর্য ধারণের দোয়া

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

উচ্চারণ

রববানা' আফরিগ আলাইনা' সাবরাওঁ ওয়াতা ওয়াফ্ফানা' মুসলিমীন

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং মুসলমানরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দাও। -(সূরা আ'রাফ: ৭ঃ ১২৬)

প্রেক্ষাপট

অত্যন্ত কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর নবী মূসা (আ) এই দোয়া করেন। মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশে ফেরাউনের কাছে সত্যের আহ্বান পৌছান। তাকে এক আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার জন্য বলেন। ফেরাউন মূসা (আ)-কে উপহাস করে আর বলে, তুমি নবী হয়ে থাকলে তার পক্ষে অলৌকিক ক্ষমতা দেখাও, প্রমাণ দাও। তখন মূসা (আ) হাতের লাঠিটি ছেড়ে দিলে তা জ্যান্ত সাপের রূপ নেয়। ফেরাউন বলে, মূসা দেখছি, মস্তবড় জাদুকর। তারিখ নির্দিষ্ট করে ঘোষণা দেয়, আমার দেশের জাদুকরদের সাথে তোমার প্রকাশ্য মোকাবেলা হবে।

জাতীয় উৎসবের দিনে উন্মুক্ত ময়দানে জাদুকররা তাদের জাদুর রশিগুলো ছেড়ে দিলে সাপ হয়ে লাফালাফি শুরু করে। এর মোকাবেলায় মূসা (আ) হাতের লাঠিখানা মাটিতে ছেড়ে দেন। তখন সেই লাঠি অজগর হয়ে একে একে গিলতে থাকে জাদুকরদের সাপরূপী রশি। জাদুকররা মূসা (আ)-এর সত্যতা বুঝতে পেরে সাথে সাথে মাটিতে সিজদায় পড়ে যায়। ফেরাউন এবারও সত্যপথে আসল না; উল্টা প্রচার-কৌশল চালিয়ে বলল, এ হচ্ছে জাদুকরদের সাথে মূসার গোপন আঁতাত। 'তোমরা যদি মূসার পথ ত্যাগ না কর, সবাইকে বিপরীত দিকে হত পা কেটে মোসলা বানাব'। তখন জাদুকররা সত্যের ওপর অবিচল থাকার পরাকাষ্ঠা দেখায়। সেই মূহুর্তেই মূসা (আ) উপরোক্ত দোয়া করেন।

কাজেই চরম কঠিন মুহূর্তে বিপদ কাটিয়ে ওঠার জন্য মু'মিন বান্দারা এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করতে পারে।

www.amarboi.org

নিঃসন্তান দম্পতিদের সন্তান লাভের দোয়া

رَبِّ لاَ تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

উচ্চারণ

রব্বি লা' তাযারনী ফারদাওঁ ওয়া আন'তা খয়রুল ওয়া'রিছীন

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখিও না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী। -(সূরা আম্বিয়া': ৮৯)

প্রেক্ষাপট

আল্লাহর নবী হযরত যাকারিয়া (আ) ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর মনে সুপ্ত বাসনা ছিল একটি সন্তান যেন আল্লাহ পাক দান করেন, যে সন্তান হবে বংশের বাতি, তার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। তিনি বিভিন্নভাবে দোয়া করেন। তাঁর দোয়ার ভাষাও কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা মু'মিন বান্দাদের জন্য উল্লেখ করেছেন। তিনি উত্তরাধিকারী হিসেবে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছেন সত্য, কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলেছেন যে, আল্লাহই তো উত্তম উত্তরাধিকারী। তিনিই তো মানুষের সুনাম সুকীর্তিগুলো অব্যাহত রাখতে পারেন। তাই দোয়ায় পয়গাম্বরসুলভ ভদ্রতা দেখিয়ে বলেন, তুমিই তো উত্তম উত্তরাধিকারী। কুরআন মজীদে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর দোয়ার বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি ভয় ও আশা নিয়ে সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ডাকতেন। বস্তুত সুসন্তান লাভ এবং সুকীর্তি অব্যাহত রাখার জন্য এটি যাকারিয়া (আ)-এর যবানীতে আল্লাহ পাকের শিখিয়ে দেয়া দোয়া।

www.amarboi.org

প্রবাসী সন্তান ও আপনজনের হেফাযতের জন্য দোয়া

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ

ফাল্লা'হু খায়রুন হা'ফিযাঁও ওয়া হুয়া আরহামুর্ রা'হিমীন

তরজমা

আল্লাহই শ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

-(সূরা ইউসুফ: ১২ঃ ৬৪)

প্রেক্ষাপট

এটি হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতা ইয়াকুব (আ)-এর দোয়া। হযরত ইয়াকুব (আ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ছেলে ইসহাক (আ)-এর সন্তান। ইয়াকুব (আ)-এর ১২ সন্তানের মধ্যে ইউসুফ (আ) ছিলেন পিতার কাছে সবচে' প্রিয়। তাতে অন্য ভাইয়েরা ঈর্ষাকাতর হয়। একদিন খেলায় নেয়ার নাম করে সৎ-ভাইয়েরা ইউসুফকে একটি পরিত্যক্ত কূপে ফেলে দেয়। কিন্তু অলৌকিকভাবে একটি বাণিজ্য কাফেলা তাকে কূপ থেকে উদ্ধার করে মিসরের বাজারে নিয়ে কৃতদাস হিসেবে বিক্রি করে। পৃথিবীর সকল সুন্দরের আধার ইউসুফ মিসরের নিলামের বাজারে দাড়িপাল্লার এক পাশে স্বর্ণ আরেক পাশে ইউসুফকে ওজন-এর দামে বিক্রি হন। তাকে খরিদ করে মিসর অধিপতি আযিয। ঘটনাচক্রে আযিযের স্ত্রী জুলায়খা ক্রীতদাস ইউসুফের প্রতি আসক্ত হন। ইউসুফ তার ডাকে সাড়া না দেয়ায় জুলাইখার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কারারুদ্ধ হন। দীর্ঘ কয়েক বছর পর তিনি কারামুক্ত হন এবং প্রথমে মিসরের অর্থমন্ত্রীর পদে বরিত হন।

এদিকে ছেলে হারিয়ে ইয়াকুব (আ) পুত্রশোকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। সৎ-ভাইয়েরা ইউসুফের জীবনের এত ঘটনা-প্রবাহ সম্বন্ধে অন্ধকারে ছিল। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কেনান হতে ইউসুফের ভাইয়েরা রেশনের জন্য মিসর আসেন। ইউসুফ তাদের চিনতে পারেন; কিন্তু তারা

www.amarboi.org

তাকে চিনতে পারে নি। তিনি বলে দিলেন, আরেকবার খাদ্য সাহায্যের জন্য আসলে অবশ্যই ছোটভাই বিন ইয়ামিনকে সাথে আনতে হবে। তারা এসে পিতাকে বিষয়টি জানালে ইয়াকুব (আ) চিন্তা করলেন, না জানি নতুন কোন ষড়যন্ত্রে তারা ইউসুফ-এর মতো বিনয়ামিনকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায় কিনা। কারণ, বিনইয়ামিন ছিলেন ইউসুফ-এর সহোদর ভাই।

এদিকে দুর্ভিক্ষের চরম মূহুর্তে বিনয়ামিনকে রিলিফ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সঙ্গে পাঠানো ছাড়া উপায় ছিল না; অবশেষে ছেলেদের বিদায় দেয়ার সময় তিনি এই দোয়াটি পড়েছিলেন। কাজেই কোন কিছুর হেফাযতের ব্যাপারে আশংকা দেখা দিলে, বিশেষত প্রবাসী সন্তান ও আপনজনদের হেফাযতের জন্য এই দোয়ার পুরোপুরি বরকত লাভ করা যায়।

www.amarboi.org

মাগফিরাত ও রহমত লাভের সর্বোত্তম দোয়া

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ

রব্বিগ ফির ওয়ারহাম ওয়া আন্‌তা খায়রুর রা'হেমীন

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

প্রেক্ষাপট

পবিত্র কুরআনের সূরা মু'মিনূন (আয়াত: ১১৮)-এর এ দোয়াটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও রোগ-বালাই থেকে আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে দোয়াটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যকর। ইমাম বগভী ও সা'লাবী (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি জনৈক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কানে এই ফযিলতপূর্ণ আয়াত পাঠ করলে লোকটি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করে।

এই ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তার কানে কি পাঠ করেছ? উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার কানে সূরা মু'মিনুন-এর শেষ আয়াত পাঠ করেছি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কোন ঈমানদার ব্যক্তি এই আয়াত কোনো পাহাড়ের ওপর পাঠ করে, তবে পাহাড় তার স্থান হতে সরে যেতে পারে।

www.amarboi.org

এ আয়াতে রহমত ও মাগফিরাত শব্দদ্বয় সুনির্দিষ্ট না করে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মাগফিরাতের দোয়া যাবতীয় ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর রহমতের দোয়া সকল উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেননা, কষ্ট দূরিকরণ ও উপকার আহরণ মানব জীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

(তাফসীরে মাযহারী, মাআরেফুল কুরআন)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিতেই নিষ্পাপ ও রহমতপ্রাপ্ত ছিলেন, এতদসত্ত্বেও তাকে রহমত ও মাগফিরাত কামনার দোয়া বাৎলানো হয়েছে উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। অতএব এ ব্যাপারে সবার যত্নবান ও সতর্ক হওয়া উচিত।

-(মাআরেফুল কুরআন)

www.amarboi.org

শ্রোতাদের হেদায়ত লাভ ও নিজের প্রচেষ্টা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার দোয়া

وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

উচ্চারণ

ওয়ামা' তাওফীক্বী ইল্লা' বিল্লা'হ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব

তরজমা

আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কাজকর্ম ও চেষ্টা-সাধনার তো কোনো সামর্থ্য নাই; আমি তাঁর উপর নির্ভর করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।

-(সূরা হূদ:১১ঃ ৮৮)

প্রেক্ষাপট

হযরত শোয়াইব (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন মাদায়েনবাসীর কাছে। মাদায়েনবাসীর মধ্যে দুর্নীতি, রাহাজানী, মাপে কম দেয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা প্রভৃতি পাপের সংক্রমণ হয়েছিল। মিথ্যা মূর্তিপূজা তাদের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেখান থেকেই এসব পাপ কাজের উৎপত্তি হত। শোয়াইব (আ) তাদেরকে এসব গর্হিত কাজ থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। হযরত শোয়াইব (আ) ছিলেন খতীবুল আম্বিয়া। অর্থাৎ নবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা। তিনি অসাধারণ বাগ্মিতা ও সুললিত বয়ান দিয়ে আপন জাতিকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর স্বজাতি তাকে প্রত্যেকটি কথায় উপহাস করতে থাকে। এ অবস্থায় তিনি তাঁর এসব বক্তব্য ও প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন আর আল্লাহর কাছে সাহায্যের ফরিয়াদ জানান। শ্রোতাদের হেদায়ত লাভ ও নিজের প্রচেষ্টা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য এ দোয়াটি গুরুত্বপূর্ণ।

www.amarboi.org

একান্ত অসহায় ও বিপদগ্রস্ত হলে মুক্তি লাভের দোয়া

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

উচ্চারণ

আম্মাঁই ইয়ুজিবুল মুদতার্রা ইযা' দাআহু ওয়া ইয়াক্‌শিফুছ ছুআ

তরজমা

তিনিই তো সেই মহান সত্তা, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরিভূত করেন।

-(সূরা নামলঃ ২৭ঃ ৬২)

প্রেক্ষাপট

এই দোয়ায় উল্লেখিত 'মুদতার' বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যার কোন সাহায্যকারী, হিতকামী ও সহায় না থাকার কারণে চরম নিঃস্বতা ও অস্থিরতায় ভোগে। ইমাম কুরতুবির মতে এমন ব্যক্তিকে মুদতার বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ তাআলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। তিনি আরো বলেনঃ আল্লাহ তাআলা নিঃসহায়ের দোয়া কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। কারণ, সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দোয়া করার অপর নাম ইখলাস। আল্লাহ তাআলার কাছে ইখলাসের বড় মর্তবা। মু'মিন, কাফের, পরহেযগার, পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছ থেকেই ইখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহর রহমত অবারিত হয়। (মাআরেফুল কুরআন)

অতএব আল্লাহর খাস রহমত লাভ করার জন্য আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া এই দোয়ার সাহায্যে আমরা তাঁর কাছে আকুতি জানাতে পারি।

www.amarboi.org

সফরে আল্লাহর খাস সাহায্য লাভের দোয়া

إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

উচ্চারণ

ইন্নি' মুহা'জিরুন ইলা' রব্বী ইন্নাহু হুয়াল আযীযুল হাক্বীম

তরজমা

ইব্রাহিম বলল, আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করছি। তিনিই তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রেক্ষাপট

ক্ষমতার দম্ভে খোদায়ীর দাবিদার নমরুদের রাজত্বে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার চালাতে গিয়ে নানা নির্যাতন ভোগ করেন ইব্রাহীম (আ)। এক পর্যায়ে তাকে নিক্ষেপ করা হয় বিশাল জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে। আল্লাহর হুকুমে সে আগুন শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যায় ইব্রাহীম (আ)-এর জন্যে। ইব্রাহীম (আ) অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পান অগ্নিকুন্ড হতে। এরপরও লোকেরা তাঁর উপর ঈমান আনে নি। কেবল স্ত্রী সারা ও ভাগ্নেয় লূত ব্যতীত। ইব্রাহীম (আ)-এর স্বদেশ ছিল ইরাকের কুফার অন্তর্গত কাওসা জনপদ। অবশেষে তিনি সে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্তই কুরআন মজীদে দোয়া হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে। এই দোয়ার ফল কি হয়েছিল তা আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

লূত তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। ইব্রাহীম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। তিনিই তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

আমি ইব্রাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুবকে এবং তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুয়াত ও কিতাব এবং আমি তাঁকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম; আখেরাতেও সে নিশ্চয়ই নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল হবে। -(সূরা আনকাবুত: ২৯ঃ ২৬-২৭)

www.amarboi.org

কঠিন মুসিবতের হাত হতে উদ্ধার পাওয়ার দোয়া

رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ

রব্বি আন্নি' মাস্ সানিয়াদ্ দুররু ওয়া আন্তা আরহামুর রা'হিমীন

তরজমা

আমি দুঃখ কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

প্রেক্ষাপট

হযরত আইয়ুব (আ) ছিলেন ধৈর্যের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আল্লাহর প্রিয় নবী। পবিত্র কুরআন মজীদের ৪ টি সূরার ৮টি আয়াতে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। হযরত আইয়ুব (আ) সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়ায়াত আছে, যার অধিকাংশই কল্পকাহিনী। কুরআন মজীদ সূত্রে এতটুকুন সন্দেহাতীতভাবে জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করেছিলেন। অবশেষে আল্লাহর কাছে উপরোক্ত দোয়াটি করে রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। সেই পরীক্ষা ও অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবাই উধাও হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুবরণ বা অন্য কোন কারণে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন, এমন কি তাদের তুলনায় আরো অধিক দান করেন। কাহিনীর বাদবাকি অংশ প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশিরভাগ ঐতিহাসিক বর্ণনায় বিদ্যমান আছে। হাফেয ইবনে কাসীর কাহিনীর বিবরণ এরূপ দিয়েছেন:

আল্লাহ তাআলা হযরত আইয়ুব (আ)-কে প্রথম দিকে অগাধ ধন সম্পদ, সুরম্য দালান-কোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান

www.amarboi.org

করেছিলেন। এরপর তাকে পয়গাম্বসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসব তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং দেহে কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহ্বা ও কলিজা ব্যতীত দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি হতে মুক্ত ছিল না। তিনি সে অবস্থায়ও জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহর যিকিরে মশগুল রাখতেন এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি ভাগাড়ে অর্থাৎ আবর্জনা ফেলার জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছ যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখাশুনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ)-এর কন্যা বা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়া বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আ)। (ইবনে কাসীর)। এই অবস্থায় তাঁর সহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত মজুরি করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ এবং তাঁর সেবাযত্ন করতেন।

আইয়ুব (আ)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যজনক ছিল না। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পয়গাম্বরগণ সবচে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাদের পর অন্যান্য নেককাররা পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার মাত্রা অনুযায়ী হয়ে থাকে। দ্বীনদারীতে যে যত বেশি মজবুত, তার বিপদ ও পরীক্ষা তত কঠিন হয়। (যাতে সেই পরিমাণে আল্লাহর কাছে তার মর্তবা উচ্চ হয়)।

ইয়াযিদ ইবনে মায়সারাহ বলেনঃ আল্লাহ যখন আইয়ুব (আ)-কে অর্থকড়ি, সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি জাগতিক নেয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতে আরো বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহর কাছে আরজ করেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায় সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করছি যে, তুমি

www.amarboi.org

আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোন অন্তরায় অবশিষ্ট নাই।

বর্ণিত আছে, হযরত আইয়ুব (আ) লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনার স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হাহুতাশ, অভিযোগ করা বা অস্থিরতার কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেন নি। তাঁর সতি-সাধ্বি স্ত্রী লাইয়া একবার আরজ করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি জবাব দিলেন, আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? অর্থাৎ পয়গাম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও সবরের কারণে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না, যাতে কোথাও সবরের খেলাপ হয়ে না যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটি ব্যাপার ঘটে, যার ফলে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন। এই কারণ সম্পর্কিত বর্ণনা অনেক দীর্ঘ ও বিচিত্র এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তাই আমরা দোয়ার পরবর্তী অবস্থার দিকে মনোযোগ দেব।

ইবনে আবি হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, আইয়ুব (আ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাকে আদেশ করা হলঃ পায়ের গোড়ালী দ্বারা মটিতে আঘাত করুন। তাতে মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝর্ণা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তদ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগব্যাধি দূর হয়ে যাবে। হযরত আইয়ুব (আ) তা-ই করলেন। ঝর্ণার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত-জর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্তমাংস ও কেশ-শোভিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করে আবর্জনার স্তুপ থেকে একটু সরে গিয়ে একপাশে বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আসলেন। কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। একপাশে উপবিষ্ট আইয়ুবকে (আ) চিনতে না পেরে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি জানেন

www.amarboi.org

কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও বাঘ কি তাঁকে খেয়ে ফেলেছে? এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে আইয়ুব (আ) বললেনঃ আমিই আইয়ুব, কিন্তু তখনো স্ত্রী তাকে চিনতে না পেরে বললেনঃ আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন? আইয়ুব (আ) আবার বললেনঃ লক্ষ্য করে দেখ, আমিই আইয়ুব। আল্লাহ তাআলা আমার দোয়া কবুল করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন। (ইবনে কাসীরের বরাতে মাআরেফুল কুরআন)। ইবনে মসউদ (রা) বলেন, হযরত আইয়ুবের সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা যখন তাকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে সমসংখ্যক নতুন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একেই কুরআনে 'ওয়া মিসলুহুম মাআহুম' বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটবর্তী।

(কুরতুবির বরাতে তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন,সূরা আম্বিয়াঃ ৮৩)

বস্তুত এই সেই দোয়া, যার বরকতে আইয়ুব (আ) কঠিন পরীক্ষা থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন জীবন ও সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

www.amarboi.org

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বা অন্য সময়ে নিজের সবকিছু আল্লাহর উপর সোপর্দ করার দোয়া

وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

উচ্চারণ

ওয়া উফাউবেদু আমরী ইলাল্লা'হ ইন্নাল্লা'হা বাছীরুম বিল ইবা'দ

তরজমা

আর আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর উপর সোপর্দ করছি; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

প্রেক্ষাপট

ফেরাউন যখন মূসা (আ)-এর বিরোধিতায় চরম ধৃষ্টতা দেখাচ্ছিল এবং নাউযু বিল্লাহ মূসার খোদাকে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রী হামানকে আকাশচুম্বি অট্টালিকা বানানোর নির্দেশ দিয়ে জনসাধারণকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছিল, তখন ফেরাউনের নিজস্ব সম্প্রদায়ের যে লোকটি গোপনে ঈমান এনেছিল, তিনি মানুষকে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁর ঈমানের বিষয়টি জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাদের হাতে নির্যাতনের শিকার ও নিহত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চেয়ে এই দোয়াটি পেশ করেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তিনি পাহাড়ের দিকে চলে গেলে অবাধ্যরা তাঁর নাগাল পায় নি। পরে নীলনদে ফেরাউন ও তার লোক লস্কর ধ্বংস হলে এই মু'মিন বান্দাকেও মূসা (আ)-এর সঙ্গে শামিল করা হয়। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন) তাঁর এই দাওয়াতী মিশনের বর্ণনা রয়েছে সূরা আল মু'মিন-এ। যেমন:

ফেরাউন বলল: 'হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ, যাতে আমি পাই অবলম্বন–

www.amarboi.org

অবলম্বন আসমানে আরোহণের, যেন মূসার খোদাকে দেখতে পাই; তবে আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবে ফেরাউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ হতে এবং ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে।

আর যে ব্যক্তিটি ঈমান এনেছিল সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।

'হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখেরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।

'কেউ মন্দ কর্ম করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎকর্ম করে তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।

'হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য, আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাদেরকে ডাকছ অগ্নির দিকে।

তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নাই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ দিকে।

নিঃসন্দেহে তোমারা আমাকে এমন একজনের দিকে আহ্বান করছ, যে দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর নিকট এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

আমি তোমাদেরকে যা বলছি তা অচিরেই তোমরা স্মরণ করবে আর আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর উপর সোপর্দ করছি; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

-(সূরা আল মু'মিন: ৪০: ৩৬-৪৫)

বস্তুত নিজের ঈমান, জীবন, সহায়-সম্পদ সবকিছু আল্লাহর হেফাযতে ন্যস্ত করার জন্য এটি সুন্দর দোয়া।

www.amarboi.org

গুনাহ্ মাফ হওয়া ও দোযখ হতে মুক্তির জন্য আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দোয়া

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ:

রববানা' ইন্নানা' আ'মান্না' ফাগফির লানা' যুনূবানা' ওয়াক্বিনা' আযা'বান্না'র

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর।

প্রেক্ষাপট

এটি বেহেশেতী লোকদের দোয়া। সাধারণত লোকেরা ধন দৌলত, সন্তান-সন্ততির মোহে মত্ত থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

নারী, সন্তান, পুঞ্জিভূত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসবকিছু পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। -(সূরা আলে ইমরান: ৩ঃ ১৪)

তবে এর চেয়ে উত্তম কোনটি আল্লাহ তাআলা তা বাৎলে দিচ্ছেন:

বল, আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু হতে উৎকৃষ্টতর কোনো কিছুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য জান্নাতসমূহ রয়েছে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আর সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গীগণ এবং আল্লাহর নিকট হতে সন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

-(সূরা আলে ইমরান: ৩ঃ ১৫)

উল্লেখিত দোয়াটি হচ্ছে আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দাদের দোয়া।

www.amarboi.org

দোয়া ইউনুস: কঠিন বিপদমুক্তির দোয়া

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ

লা' ইলা'হা ইল্লা' আন্‌তা ছুব্‌হা'নাকা ইন্নি' কুন্‌তু মিনায্ যা'লিমীন

তরজমা

তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই; তুমি পবিত্র, নির্দোষ, আমিই গুনাহগার, সীমালংঘনকারী।

প্রেক্ষাপট

এটি প্রসিদ্ধ দোয়া ইউনুস। আল্লাহর নবী হযরত ইউনুস (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন বর্তমান ইরাকের মুসেল-এর অন্তর্গত নেইনাওয়া নামক জনপদের অধিবাসীদের হেদায়াতের জন্য। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থকে যে, এখনই আযাব এসে যাবে। (কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, আজাবের কিছু কিছু চিহ্নও তখন ফুঠে উঠেছিল)। তাই তারা শিরক ও কুফর থেকে দ্রুত তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চারা তাদের মা থেকে আলাদা করে দেয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আজাব সরিয়ে নেন।

এদিকে ইউনুস (আ) ভাবছিলেন যে, আজাব আসার ফলে তাঁর সম্প্রদায় বোধ'য় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসে নি এবং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ অবস্থায় ও নিরাপদে দিন গুজরান

www.amarboi.org

করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

–(তাফসীরে মাযহারী)

এর ফলে ইউনুস (আ)-এর প্রাণনাশেরও আশঙ্কা দেখা দিল। তাই তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল। নদী পার হওয়ার জন্য তিনি একটি নৌকায় আরোহন করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। মাঝিরা বলল, আরোহীদের মাঝে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে, তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে তা নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হল। তাতে ঘটনাক্রমে ইউনুস (আ)-এর নাম বের হল। পরপর তিনবার লটারিতে তাঁর নাম বেরিয়ে আসলে তিনি অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ তাআলা সবুজ সাগরের এক মাছকে নির্দেশ দিলে মাছটি সাগরের বুক চিরে দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায় (ইবনে মসউদের উক্তি) এবং ইউনুস (আ)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ তাআলা মাছকে নির্দেশ দেন, ইউনুস (আ)-এর অস্থিমাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয়ঃ কারণ, তিনি তার খাদ্য নন, বরং তার উদর কয়েক দিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা বানানো হয়েছে। -(ইবনে কাসীর)

হযরত ইউনুস (আ) বুঝতে পারলেন যে, তাঁর কথা মত আযাব নাজিল না হওয়ায় নিজে নিজে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করা উচিত ছিল। এই ভুল শোধরে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা মাছের পেটে তাঁকে অন্তরীণ করেন। এটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, বরং ছোট্ট অবুঝ শিশুকে আদব শিক্ষাদানের মত একটি ব্যাপার। যাইহোক মাছের পেটে তিনি এই দোয়াটি পাঠ করেন। কুরআন মজীদের ভাষায়ঃ

'অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আল্লাহকে ডাকলেন, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই; তুমি পবিত্র, নির্দোষ, আমিই গুনাহগার, সীমালংঘনকারী। অতঃ পর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে

www.amarboi.org

মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

-(সূরা আম্বিয়াঃ ২১ঃ ৮৭)

বস্তুত তিনদিন পর বা তার চেয়ে কমবেশি মেয়াদ শেষে মাছটি তাঁকে অক্ষত অবস্থায় কূলে নিয়ে উদগার করে। আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন যে, মু'মিন বান্দাদেরও তিনি এভাবে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। কাজেই এটি প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক মানুষের যে কোন মকসুদের জন্য মকবুল দোয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মাছের পেটে পাঠকৃত ইউনুস (আ)-এর দোয়াটি যদি কোন মুসলমান কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পাঠ করে, তবে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন।

-(মাযহারির বরাতে তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন)

হযরত সাআদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দোয়া বলে দেব না– তোমাদের দুনিয়াবী ব্যাপারে কোন সংকট দেখা দিলে বা মুসিবত আপতিত হলে, যার সাহায্যে দোয়া করলে সংকট ও বিপদ কেটে যাবে, সেটি হচ্ছে যিন্নুন (মাছওয়ালা)-এর দোয়াঃ লা' ইলা'হা ইল্লা' আন্তা ছুব্হা'নাকা ইন্নী কুন্তু মিনায্ যা'লিমীন। -(হাকেম)

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আমার ভাই ইয়ুনুসের দোয়াটি বড় আশ্চর্য ধরনের; এর প্রথমভাগে আছে 'তাহলীল' (আল্লাহর প্রভুত্বের গুণগান), দ্বিতীয়ভাগে আছে 'তসবীহ' (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা) আর তৃতীয়ভাগে আছে নিজের গুনাহের স্বীকারুক্তিঃ 'লা' ইলা'হা ইল্লা' আন্তা ছুব্হা'নাকা ইন্নি' কুন্তু মিনায্ যা'লিমীন।' যদি কোন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা কোন উপায়ান্তরহীন কিংবা সংকটাপন্ন বা ঋণগ্রস্ত লোক তা দিনে তিনবার করে পাঠ করে তাহলে তার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে।

-(দাইলামী)

www.amarboi.org

বিপদমুক্তি, যানবাহন থেকে অবতরণ ও নতুন জায়গায় পৌঁছে পড়ার দোয়া

رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

উচ্চারণ

রব্বি আন্‌যিল্‌নী মুন্‌যালাম মুবা'রকাঁও ওয়া আন্‌তা খায়রুল মুন্‌যিলীন

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও, যা হবে বরকতময়। আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।

প্রেক্ষাপট

আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আ) জীবনভর তাঁর জাতিকে আল্লাহর পথে আনার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের নাফরমানী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারা নূহ (আ)-এর উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালায়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা সিদ্ধান্ত নিলেন নূহ (আ)-এর জাতিকে ধ্বংস করে দিবেন। তিনি নূহ (আ)-কে নির্দেশ দিলেন, একটি জাহায বানাও, তাতে সব ঈমানদার ও প্রত্যেক বস্তুর এক জোড়া করে তুলে নাও। বাকীরা প্রবল প্লাবনে ধ্বংস হয়ে যাবে। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কিত বিবরণ নিম্নরূপ:

নূহ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। অতঃপর আমি তাঁর নিকট ওহী পাঠালাম যে, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশ অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর। অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও উনুন উথলে উঠবে তখন উঠিয়ে নিও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের

www.amarboi.org

ছাড়া। আর তুমি জালেমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবে না। নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে।

যখন তুমি ও তোমার সংগীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবে তখন বলবেঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। এ ছাড়া তুমি বলবেঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও, যা হবে বরকতময়। আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।

-(সূরা মু'মেনূনঃ ২৬,২৭,২৮,২৯)

এই দোয়ার বরকতে চল্লিশ দিন অবিরাম বর্ষণে মহাপ্লাবনের পর নূহ (আ)-এর নৌযান জুদি পাহাড়ে স্থিত হয়। নূহ (আ) ও মু'মিনরা নাজাত লাভ করে নতুন এক দুনিয়ায় অবতরণ করেন, পৃথিবীতে তখন কাফেরের কোনো চিহ্ন রইল না। বস্তুত যে কোন বিপদমুক্তি, যানবাহন থেকে নামার মূহূর্ত ও নতুন জায়গায় পৌছে এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য লাভ করা যায়।

www.amarboi.org

মামলা-মোকদ্দমায় অবিচার ও জুলুম থেকে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى

উচ্চারণ

রব্বানা' ইন্নানা' নাখা'ফু আঁই' ইয়াফরুত্বা আলাইনা' আও আঁই ইয়াত্বগা'

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে।

-(সূরা তা-হা: ২০ঃ ৪৫)

প্রেক্ষাপট

হযরত মূসা (আ) অলৌকিকভাবে লালিত-পালিত হয়েছিলেন চরম শত্রু মিসর অধিপতি ফেরাউনের ঘরে। বড় হয়ে এক ঘটনায় ফেরাউন ও তার সভাসদ মূসাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। টের পেয়ে তিনি মিসর ত্যাগ করে নিরুদ্দেশে চলে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁর ঠাঁই হয় মাদায়েন-এ আল্লাহর নবী হযরত শোয়াইব (আ)-এর ঘরে। হযরত শোয়াইব (আ) তাঁর এক মেয়েকে বিয়ে দেন মূসা (আ)-এর সঙ্গে। বছর কয়েক পর সস্ত্রিক মাদায়েন থেকে আসার পথে তিনি নবুয়াত লাভ করেন। তাঁকে আদেশ দেয়া হয় ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার জন্য। বলা হয়: (মূসা!) তুমি ও তোমার ভাই (হারুণ) আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অতঃপর তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বল, হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে। তখন মূসা (আ) আরয করলেন: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে। ইতিহাস বলে, মূসা (আ)-এর এই দোয়া ও পরবর্তী ঘটনায় শেষ পর্যন্ত ফেরাউন ধ্বংস ও নীলনদে তার সলিল সমাধি হয়েছিল।

www.amarboi.org

ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া

هُوَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

উচ্চারণ

হুয়া রব্বি লা' ইলা'হা ইল্লা' হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি মাতা'ব

তরজমা

তিনিই আমার প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তারই নিকট।

-(সূরা রা-দঃ ৩০)

প্রেক্ষাপট

আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করার দোয়া। কাফের মুশরিকদের নানামুখী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য নবীজিকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এই দোয়া শিখিয়ে দেন।

www.amarboi.org

আল্লাহর গোপন সাহায্য লাভের বরকতপূর্ণ দোয়া

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

উচ্চারণ

ইন্না রব্বী লাত্বীফুল লিমা' ইয়াশা'উ ইন্নাহু হুয়াল আলীমুল হাকীম

তরজমা

আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। -(সূরা ইউসুফ: ১২ঃ ১০০)

প্রেক্ষাপট

ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তৃতীয় বার কেনান থেকে মিসরে আসে ছোট ভাই বিনয়ামীনকে মুক্ত করার আশায়। আগের বার খাদ্য রিলিফ নেয়ার জন্য আসলে সহোদর ছোটভাই বিনয়ামীনকে ইউসুফ (আ) কৌশলে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। পিতা ইয়াকুব (আ) তাদেরকে এ উদ্দেশে প্রেরণ করেন। এবার তারা রিলিফের জন্য আবেদন করলে ইউসুফ (আ) সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তোমাদের কি মনে আছে ইউসুফের (হত্যার) ব্যাপারে তোমরা কি কাজটা করেছিলে? তখনই তারা বুঝতে পারে যে, প্রশ্নকর্তা নিজেই ইউসুফ। ভাইয়েরা তখন নিজেদের দোষ স্বীকার করে। কথাবার্তার পর ইউসুফ নিজের গায়ের জামাটি তাদের হাতে দিয়ে পিতামাতাকে মিসরে নিয়ে আসার জন্য বলে দেন।

ইয়াকুব (আ) দীর্ঘ বিরহের পর ইউসুফের জামাটি পেয়ে বুকে মুখে জড়ানোর সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। তারা এবার মিসরে আসলেন। ইউসুফ (আ) পিতামাতাকে নিজের পাশে সিংহাসনে বসালেন। ভাইয়েরা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। তারা সবাই ইউসুফকে সম্মানার্থ সিজদা করলেন। ইউসুফ ভাইদের ক্ষমা করে দিলেন। পিতাকে বললেন, এই হল, চাঁদ, সূর্য আর এগারটি তারা আমাকে সিজদা করার ব্যাপারে ছোট বেলায় দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আল্লাহ তাআলা তাঁর অতি সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমাদের এ পর্যায়ে এনেছেন এবং শয়তান আমাদের মাঝে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল, তা দূর করে দিয়েছেন।

আল্লাহর সূক্ষ্ম সাহায্য লাভের জন্য এই দোয়া বরকতপূর্ণ।

www.amarboi.org

হিংসুকের শত্রুতার মোকাবেলায় মনের দৃঢ়তা ও আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

উচ্চারণ

ইন্না ওয়ালিইয়াল্লা'হুল লাযী নায্যালাল কিতা'বা ওয়াহুয়া ইয়াতাওয়াল্লাছ ছা'লেহীন

তরজমা

আমার অভিভাবক তো আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই নেককার লোকদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।

প্রেক্ষাপট

মক্কায় কুরাইশ কাফেররা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরম বিরোধিতা করছিল এবং নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছিল। তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতার মোকাবেলায় তিনি ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে ইসলামের বাণীকে এগিয়ে নিয়েছেন। এর পেছনে তাঁর শক্তি ছিল আল্লাহর সাহায্য ও পৃ'পোষকতা। এই পৃ'পোষকতার চিত্র ফুটে উঠেছে উল্লেখিত দোয়ায়। এখানে 'ওলী অর্থ রক্ষাকারী, সাহায্যকারী। আর 'কিতাব' অর্থ কুরআন। 'সালেহীন' অর্থ ইবনে আব্বাস (রা)-এর ভাষায় সে সমস্ত লোক, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে সমান করে না। এতে নবী-রাসূল (আ) থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলমান সবাই শামিল আছে।

আয়াতের সারমর্ম হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, আমি তোমাদের বিরোধিতার কোনো ভয় করি না। কারণ, আমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ। শুধু আমি বা কোনো নবী-রাসূল কেন, সাধারণ নেককার মুসলমানদের জন্যও আল্লাহ সহায় ও রক্ষাকারী। আর আল্লাহ যার সাহায্যকারী হন, কোনো শত্রুর শত্রুতা তার ক্ষতিসাধন করতে পারে না। -(সূরা আরাফ: ৭ঃ ১৯৬)

www.amarboi.org

নবজাতকের আপদ বিপদ দূর হওয়া ও শয়তানের অনিষ্টতা থেকে রক্ষার দোয়া

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ

ওয়া ইন্নী উঈযুহা' বিকা ওয়া যুররিয়্যাতাহা' মিনাশ্ শাইতা'নির রাজীম

তরজমা

আমি তার ও তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের ব্যাপারে বিতাড়িত ইবলিসের ফেৎনা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

প্রেক্ষাপট

হযরত ঈসা (আ)-এর মা মরিয়ম (আ) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন নবী ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ)। মরিয়মের মায়ের নাম ছিল হান্না আর পিতার নাম ইমরান। ইমরান ছিলেন পরম ধার্মিক ও বাইতুল মুকাদ্দাসের সম্মানিত ইমাম। হান্নার এক বোন উশা বা আশা বিনতে ফাকুজ ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী। হযরত যাকারিয়া ও ইমরান-দম্পতি উভয়ে ছিলেন নিঃসন্তান। ইমরানের স্ত্রী একবার ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে মা-পাখি বাচ্চাকে আদর করতে দেখে আল্লাহর দরবারে একটি সন্তানের জন্য ফরিয়াদ জানান। তিনি মসজিদুল আকসায় গিয়েও ফরিয়াদ জানান যে, প্রভু হে! আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে একটি সন্তান দান করুন। পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য এই সন্তান কামনা করছি না। বরং তাকে আমরা আপনার পবিত্র মসজিদ বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতেই উৎসর্গ করতে চাই।

আল্লাহ তা'আলা তার বাসনা কবুল করে তার গর্ভে একটি সন্তান দান করলেন। তিনি অনুভব করলেন যে, তিনি মা হতে যাচ্ছেন; কিন্তু তিনি ও

www.amarboi.org

তার স্বামী নতুন ভাবনায় পড়ে গেলেন যে, যদি সন্তানটি ছেলে হয় তবে তো উদ্দেশ্য সফল হবে, বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদেম হিসেবে উৎসর্গ করা যাবে; কিন্তু যদি মেয়ে হয় তা হলে মানত কীভাবে পূর্ণ করা হবে? এই ভাবনায় হান্না আরো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

অবশেষে বিবি হান্না একটি মেয়ে সন্তান প্রসব করলেন। এতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো মানত করেছিলাম, আমার একটি সন্তান হলে আমি তাকে আপনার মসজিদের খেদমতে নিযুক্ত করব। এখন তো আমার একটি কন্যা-সন্তান জন্ম নিয়েছে। এখন কীভাবে আমার মানত পুরণ করব? তখন তাঁকে আল্লাহ তাআলা সান্ত্বনা প্রদান করার জন্য ইরশাদ করলেন, হে হান্না! তুমি দুঃখিত হয়োনা। আমি তোমাকে যে কন্যা-সন্তান দান করেছি কোন পুরুষ-সন্তান তার সমতুল্য হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাকে আরও জানিয়ে দিলেন যে, আন্তরিক সৎ-উদ্দেশ্য আমার নিকট গ্রহণীয়। ছেলে বা মেয়ে কোন কথা নয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এই বাণী শ্রবণ করে হান্না শান্ত হৃদয়ে বলে উঠলেন,

> "আমি এই কন্যার নাম রাখলাম 'মরিয়ম'। আমি তার ও তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের ব্যাপারে বিতাড়িত ইবলিসের ফেৎনা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।

-(সূরা আলে ইমরানঃ ৩ঃ ৩৬)

ছেলে বা মেয়ে সন্তান জন্মের পর শয়তানের যাবতীয় অনিষ্টতা ও আপদ-বিপদ থেকে রক্ষার জন্য এই দোয়া অত্যন্ত কার্যকর।

www.amarboi.org

নৌকায় বা যানবাহনে আরোহীদের জন্য অতি বরকতময় দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

উচ্চারণ

বিসমিল্লাহি মাজরে'হা ওয়ামুরসা'হা' ইন্না রব্বী লাগাফু'রুর্ রহী'ম

তরজমা

আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -(সূরা হূদ: ১১ঃ ৪১)

প্রেক্ষাপট

হযরত নূহ (আ) ছিলেন মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা ও প্রথম রাসূল। আদি পিতা আদম (আ)-এর তিনি ৮ম বা ১০ম অধঃস্তন পুরুষ। তাঁর আবাস ছিল বর্তমান ইরাক অঞ্চলে। তাঁর জাতি মূর্তিপূজা, শিরক ও নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছিল। তিনি তাদেরকে সৎপথে আসার জন্য রাত দিন অবিরাম দাওয়াত দেন। কিন্তু তাঁর দাওয়াতে তারা আল্লাহর নাফরমানীতে অধিক বাড়াবাড়ি করে। উল্টা তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে তিনি অল্লাহর পক্ষ হতে আজাবের ভয় প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তাআলা এমন প্লাবন দেবেন, যাতে তোমরা ধ্বংস ও পানিতে নিমজ্জিত হয়ে শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি ঈমানদারদের প্লাবন থেকে বাঁচানোর জন্য একটি নৌকা তৈরি করেন। তাঁর স্বজাতি নৌকা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। অবশেষে আল্লাহর প্রতিশ্রুত আযাব শুরু হয়। চুলার ভেতর হতে পানি উথলে ওঠা শুরু করে আর আকাশ ভীষণ বরিষণে পৃথিবী প্লাবিত করে। নূহ (আ) প্লাবন শুরু হলে পৃথিবীর পশুপাখি হতে এক জোড়া করে নৌকায় তোলেন আর সাথে ঈমানদারদের নেন। চল্লিশ দিন পানিতে ভাসমান থাকার পর নৌকা জুদি পাহাড়ে স্থিত হয়। নূহ (আ)-এর এক ছেলেসহ সব কাফের মুশরিক ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত নূহ (আ) নৌকায় আরোহণের সময় যে দোয়া পড়েছিলেন, তা আজো সাগর-সফরে জাহাজে বা নৌযানে আরোহীদের জন্য অতি বরকতময় দোয়া।

www.amarboi.org

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের দোয়া

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ

রব্বানা' আ'মান্না' ফাগফির লানা' ওয়ারহামনা' ওয়া আন্তা খায়রুর রা'হিমীন

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

প্রেক্ষাপট

কাফেররা যখন আখেরাতে শাস্তির সম্মুখীন হবে তখন নানা কথা বলে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে আবেদন জানাবে। আল্লাহ পাক তাদের আবেদন নাকচ করে দিয়ে বলবেন, দুনিয়াতে আমার কিছু বান্দা ছিল, যারা আমার কাছে একটি দোয়া করত; অথচ তোমরা তাদের নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করতে। তাতে বুঝা যায়, এই দোয়াটি আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। কাজেই আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য দোয়াটি আমাদের বেশি বেশি পাঠ করা উচিত।

-(সূরা আল-মু'মিনূন: ২৩ঃ ১০৯)

www.amarboi.org

আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ লাভ এবং সবকিছুর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দোয়া

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

উচ্চারণ

রববানা' আ'তিনা মিল লাদুন্কা রাহমাতাঁও ওয়া হাইয়িই লানা' মিন আমরিনা' রশাদা

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।

প্রেক্ষাপট

হযরত ঈসা (আ)-এর পর রোম সাম্রাজ্যের অধীন বর্তমান তুরস্ক অঞ্চলের প্রতাপশালী শাসক ছিল 'দাকিয়ানুস'। তখনকার সত্যধর্ম ছিল হযরত ঈসা (আ) প্রবর্তিত খ্রিস্টধর্ম আর দাকিয়ানুস ছিল মূর্তিপূজারী ও জালিম। শিরক ও মূর্তিপূজায় আচ্ছন্ন সেই সমাজে সাতজন যুবক আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন রাজকীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য কিংবা সভাসদ। তাদের ধর্মবিশ্বাসের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে বাদশাহ মূর্তিপূজায় ফিরে আসার জন্য তাদের উপর চাপ দেয়; এর অন্যথা ছিল তাদের প্রাণদন্ড। চরম অসহায়ত্বের মধ্যেও তারা মূর্তিপূজা মেনে নিতে রাজি হন নি; বরং শিরক থেকে বাঁচার জন্য লোকালয় ছেড়ে পালিয়ে যান। পথিমধ্যে এক রাখাল তাদের সাথী হয়। রাখালের কুকুর তাদের অনুসরণ করে পেছনে চলতে থাকে। রাত এলে তারা পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নেন আর কুকুরটি গুহার প্রবেশমুখে বসে পড়ে। ক্লান্ত শরীরে তারা গুহায় গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যান। ঘুম ভাঙলে অনুভব করেন যে, প্রচন্ড ক্ষুধা লেগেছে।

www.amarboi.org

তারা এক সাথীকে নিজেদের সাথে থাকা কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে খাবার আনতে শহরে পাঠায়। দাকিয়ানুসের রোষানলের ভয়ে সন্তর্পনে রুটির দোকানে মুদ্রাটি বের করলে গোপন তথ্য ফাঁশ হয়ে যায়। দোকানী অবাক হয়ে দেখে, এই মুদ্রা তো তিনশ বছর আগের। দাকিয়ানুসের আমলের। সেই যুগে ঈমানদার সাত যুবক নিরুদ্দেশ হওয়ার কাহিনী তখনো লোকমুখে প্রচলিত ছিল। এখন শিরক ও মূর্তিপূজার অবসান হয়ে ঈমানদার শাসক ক্ষমতায়। আগন্তুক যুবকের ঘটনার রেশ ধরে এতদিনকার নিখোঁজ রহস্য জানাজানি হল। প্রমাণিত হল, তিনশ বছরের অধিককাল ঘুমিয়ে থাকার পরও আবার জীবিত হওয়া সম্ভব। কাজেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ এবং পরকাল সত্য। তখনকার বাদশাহ লোকজন নিয়ে পাহাড়ের গুহায় যুবকদের খোঁজ নেন। আল্লাহর হুকুমে যুবকরা পুনরায় মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে বাদশাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। এই ঘটনা কুরআন মজীদের সূরা কাহফ-এ (আয়াতঃ ৯-২৫) সবিস্তারে উল্লেখ আছে। যুবকরা প্রথম দিকে জালিম বাদশাহর হাত থেকে ঈমান বাঁচানোর জন্য যখন বেরিয়ে পড়েছিলেন, তখন তারা উপরোক্ত দোয়া করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ

'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।'

-(সূরা কাহফঃ ১৮ঃ ১০)

www.amarboi.org

ভুল শোধরানো ও আরো উত্তম পুরস্কার লাভের দোয়া

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ

উচ্চারণ

আসা' রব্বুনা' আঁই য়ুব্‌দিলানা' খায়রাম্ মিন্‌হা' ইন্না' ইলা' রব্বিনা' রা'গিবূন

তরজমা

আশাকরি আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দিবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম।

প্রেক্ষাপট

সূরা কলমে আগেকার দিনের একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। ঘটনাটি একটি বাগানকে কেন্দ্র করে। বাগানটি ছিল বনি ইসরাঈল বংশের একজন নেককার লোকের। তার নিয়ম ছিল, বাগানের ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকির মিসকিনদের দিয়ে দিতেন। গাছের নিচে যেগুলো পড়ত সেগুলোও ফকির-মিসকিনদের কুড়িয়ে নেয়ার জন্য রেখে দিতেন। ফলে ফসল কাটার সময় বিপুল সংখ্যক ফকির-মিসকিন সেখানে জড়ো হত। লোকটি মারা যাওয়ার পর তার ছেলেরা পিতার সে নিয়ম মানতে রাযি হল না; তারা কৃপণতার বশবর্তী হয়ে ফকির-মিসকিনদের ঝামেলা এড়ানোর জন্য রাতের আঁধারে ফসল তোলার পরিকল্পনা করল। তাদের এক ভাই এমন কাজ করতে নিষেধ করেছিল; কিন্তু তারা তার কথায় সায় দেয় নি। শেষ পর্যন্ত তাদের এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। বাগানটি রাতে লু-হাওয়ার আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। প্রত্যুষে তারা সেখানে গিয়ে দেখে, বাগানটি বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। তখনই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং তওবা করে। আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করে উত্তম বদলা দেন। কুরআন মজীদে এ ঘটনার বিবরণ এভাবে এসেছে:

আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদের, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা ভোররাতে বাগানের ফল আহরণ করবে,

www.amarboi.org

এবং তারা ইনশাআল্লাহ্ বলে নি।

অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সে বাগানে এক বিপর্যয় হানা দিল–যখন তারা নিদ্রিত ছিল।

ফলে তা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।

প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল,

'তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল-সকাল বাগানে চল।'

অতঃপর তারা চলল, নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে,

আজ যেন তোমাদের নিকট কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করতে না পারে।

অতঃপর তারা অভাবগ্রস্তদের বিরত রাখতে পারবে–এই বিশ্বাস নিয়ে ভোরবেলা বাগানে যাত্রা করল।

এরপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল 'আমরা তো পথ ভুলে গেছি।

বরং আমরা তো কপালপোড়া।'

তাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি বলল, 'আমি কি তোমাদের বলি নি? এখনো তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?'

তখন তারা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো সীমালংঘন করে ফেলেছি।'

অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল।

তারা বলল, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো সীমালংঘন করে ফেলেছি। আশাকরি, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দিবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম।

-(সূরা কালাম: ৬৮ঃ ১৭-৩২)

বস্তুত কোন ভুল হয়ে গেলে তা শোধরানো ও পুনরায় আল্লাহর সাহায্য লাভের আশা করার ক্ষেত্রে এ দোয়া বরকতপূর্ণ।

www.amarboi.org

নেক সন্তান লাভের দোয়া

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

উচ্চারণ

রব্বি হাব লী মিল লাদুন্কা যুররিয়্যাতান ত্বাইয়িবাতান ইন্নাকা সামিউদ্দোয়া

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ-বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

প্রেক্ষাপট

হযরত ঈসা (আ)-এর মা ছিলেন মরিয়ম (আ)। মরিয়ম (আ) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তার মা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে আল-আকসা মসজিদের খেদমতের জন্য ওয়াকফ করে দেন। কিন্তু নবজাতকের লালন-পালনের দায়িত কে নেবে তা নিয়ে মসজিদের ইমাম ও খাদেমদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তারা প্রত্যেকে মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয়ার দাবিদার হয়। শেষ পর্যন্ত বিশেষ লটারির মাধ্যমে বিষয়টির ফয়সালা হয় এবং আল্লাহর নবী যাকারিয়া (আ) তার লালন-পালনের দায়িত্ব পান। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান এবং সম্পর্কে মরিয়মের খালু। যাকারিয়া (আ) তাকে মেহরাবে (হুজরায়) একাকি রেখে কাজে-কর্মে যেতেন। ফিরে এসে দেখতেন যে, বিনা মওসুমে মরিয়মের জন্য হরেক রকমের ফলমূল ও খাবার আনা হয়েছে। একদিন জিজ্ঞাসা করলেন: মরিয়ম! এগুলো তোমার জন্য কোত্থেকে এসেছে? মরিয়ম জবাব দিল, এসব আল্লাহর কাছ থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বে-হিসাব রিযিক দান করেন। আল্লাহর কুদরতের এ দৃশ্য দেখে আর শিশু মরিয়মের জবাব শুনে যাকারিয়া (আ)-এর মনের একটি সুপ্ত আশা জেগে উঠল। তিনি ভাবলেন, যে আল্লাহ আপন কুদরতে বিনা মওসুমে মরিয়মের জন্য ফলমূলের ব্যবস্থা করতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই বৃদ্ধ বয়সে একটি সন্তানের আকাঙ্খা পূরণ করে আমাদের মনে সান্ত্বনা দিতে পারেন। সেই মনোবল নিয়ে সেখানেই তিনি উপরোক্ত দোয়াটি আল্লাহর দরবারে পেশ করেন এবং সাথে সাথে তা কবুল হয়। সে দোয়ার বরকতে তাঁর ঘরে জন্ম নেন আল্লাহর নবী ইয়াহয়া (আ)। -(দ্র. সূরা আলে ইমরান: ৩ঃ ৩৬-৪০)

www.amarboi.org

সামাজিক পাপাচার-জনিত দুর্যোগ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

উচ্চারণ

রব্বানাফ্তাহ্ বাইনানা' ওয়া বাইনা ক্বাওমিনা' বিল হাক্কি ওয়া আন্তা খায়রুল ফা'তিহীন

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

-(সূরা আল-আ'রাফ:৭ঃ ৮৯)

প্রেক্ষাপট

হযরত শোয়াইব (আ) ছিলেন আল্লাহর নবী। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন মাদায়েনবাসীর কাছে। মাদায়েনবাসীর মধ্যে সবচে বেশি যে পাপের সংক্রমণ হয়েছিল তা ছিল দুর্নীতি, রাহাজানী, মাপে কম দেয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা। মিথ্যা মূর্তিপূজা তাদের মন-মস্তিষ্ককে এসব পাপ কাজের জন্য আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। শোয়াইব (আ) তাদেরকে এসব গর্হিত কাজ থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। তারা উল্টো হুমকি দিয়েছিল, হে শোয়াইব! হয় তুমি তোমার অনুসারীদের নিয়ে আমাদের ধর্মে ফিরে এস, নচেৎ তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করব। তিনি তখন আল্লাহর দরবারে উপরোক্ত দোয়াটি করেন। (সূরা আল-আ'রাফ:৭ঃ৮৯) ফল হল, আসমান থেকে অগ্নি-বৃষ্টি এবং প্রচন্ড ভূমিকম্পে তারা ধ্বংস হয়ে গেল। মূসা (আ)-এর প্রথম জীবনে ফেরাউনের পাকড়াও থেকে পালিয়ে আসা এবং শোয়াইব (আ)-এর এক মেয়েকে বিয়ে করা ও ১০ বছর মেষ চরানোর কাহিনী কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত অবাধ্য জাতির সাথে তার তর্কের বিবরণ রয়েছে সূরা আরাফের ৮৫-৯২ আয়াতে। বর্তমান জর্ডানের রাজধানী আম্মান থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে হযরত শোয়াইব (আ)-এর মাজার অবস্থিত।

www.amarboi.org

অন্তরে আল্লাহর নূর লাভের দোয়া

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ

রব্বানা' আত্‌মিম লানা' নূরানা' ওয়াগফির লানা' ইন্নাকা আলা' কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত কর এবং আমাদের ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

প্রেক্ষাপট

এটি ঐসব মু'মিন বান্দার দোয়া, যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট হবেন। এই সন্তুষ্টির বরকতে তারা আল্লাহর পক্ষ হতে নূর লাভ করবেন। আর কিয়ামতের দিন এই সন্তুষ্টি ও নূর তারাই প্রাপ্ত হবেন, যারা দুনিয়াতে নিজের গুনাহ-খাতার জন্য খালেস নিয়তে তওবা করবেন। সেই নূর লাভ করার জন্য দুনিয়াতেও আল্লাহর কাছে দোয়া করার তাগাদা দেয়া হয়েছে। পুরো আয়াতের তরজমা সামনে রাখলে বিষয়টি আমাদের কাছে সহজে বোধগম্য হবে।

> হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর-আন্তরিক তওবা; আশা করা যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ নবী এবং তাঁর মু'মিন সংগীদেরকে লজ্জিত করবেন না, তাদের নূর তাদের সামনে ডান দিকে ছুটাছুটি করবে। তাঁরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'
>
> -(সূরা আত-তাহরীম: ৬৬ঃ ৮)

www.amarboi.org

আয়াতে উল্লেখিত তওবা নাসূহা বা আন্তরিক তওবার ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, তওবা কি? তিনি বললেন, ছয়টি বিষয়ের একত্র সমাবেশ হলে তওবা হবে।

১) অতীত মন্দকর্মের জন্য অনুতাপ।

২) যেসব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম তরক করা হয়েছে সেগুলো কাযা করা।

৩) কারো ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা ফেরত দেয়া।

৪) কাউকে হাতে বা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।

৫) ভবিষ্যতে সেই গুনাহের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হওয়া এবং

৬) নিজেকে যেমন আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে দেখা।

–(মাযহারীর বরাতে মাআরেফুল কুরআন, পৃ.৫৬২)

অন্তরের নূর সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মত দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গুনাহ ও মুনাফেকির ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। অতঃপর পাপাচার ও কুফরির তীব্রতার সাথে সাথে সেই কাল দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কাল হয়ে যায়। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে বলতেন, এসো কিছুক্ষণ একত্রে বসি এবং দ্বীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। -(মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ৫৯৮)

www.amarboi.org

আল্লাহর পক্ষ হতে গায়েবী ইলম লাভের দোয়া

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

উচ্চারণ

সুব্‌হা'নাকা লা' ইলমা লানা' ইল্লা' মা' আল্লামতানা' ইন্নাকা আন্তাল আলীমুল হাকীম

তরজমা

পবিত্র তোমার সত্তা, প্রভুহে আমাদের কোনো জ্ঞান নাই, তুমি আমাদের যেটুকু শিক্ষা দিয়েছ ঐটুকু ব্যতীত। তুমিই সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

প্রেক্ষাপট

সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষকে প্রেরণ করার অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করেন ফেরেশতাদের মাঝে। বললেনঃ আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা নিযুক্ত করতে চাই। ফেরেশতারা তখন বললেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি কি এমন সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে পাঠাতে চাও, যারা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। অথচ আমরা তোমার পবিত্রতার গুণগান করি ও তোমার মহিমা ঘোষণা করি। আল্লাহ পাক বলেন, আমি যা জানি তা তোমরা জান না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আদমকে সকল কিছুর জ্ঞান শিখিয়ে দেন এবং ফেরেশতাদের সামনে পেশ করেন আর বলেন যে, দেখি তোমরা এসব বস্তুর নাম-পরিচয় বল। ফেরেশতারা অক্ষমতা প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে আদম (আ) সবকিছুর নাম-পরিচয় বলে দেন ফেরেশতাদের সামনে। আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদের বলি নি যে, আমি জানি, যা তোমরা জান না। ফেরেশতারা পরাজয় স্বীকার করে নেয় এবং আল্লাহর নির্দেশে আদম (আ)-এর সামনে সিজদায় অবনত হয়। তারা সমবেত কণ্ঠে স্বীকার করে

'পবিত্র তোমার সত্তা, প্রভুহে আমাদের কোনো জ্ঞান নাই, তুমি আমাদের যেটুকু শিক্ষা দিয়েছ ঐটুকু ব্যতীত। তুমিই সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

-(সূরা বাকারাঃ ২ঃ ৩২)

বস্তুত খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান লাভের জন্য এ দোয়া সুফলদায়ক।

www.amarboi.org

দুনিয়া ও আখেরাতে সৎলোকদের সঙ্গ লাভের জন্য দোয়া

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

উচ্চারণ

রববানা' আ'মান্না' বিমা' আন্‌যালতা ওয়াত্তাবা-নার রাসূলা ফাক্‌তুব্‌না' মাআশ শা'হিদী'ন

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এই রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভূক্ত কর।

প্রেক্ষাপট

হযরত ঈসা (আ) ছিলেন বনি ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত নবী। বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক তাকে অস্বীকার করে। তবে একদল লোক তাকে সাহায্য করেছিল। ইতিহাসে তারা হাওয়ারী বা সাহায্যকারী হিসেবে পরিচিত। ঈসা (আ) যখন তাদের মাঝে গিয়ে বললেন, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে, তখন তারা অন্তর থেকে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন, তা কুরআন মজীদে তাদের দোয়া হিসেবে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন।

-(দ্র. সূরা আলে ইমরানঃ ৩ঃ ৫৩)

কাজেই যারা সত্যের পথে অবিচল থাকতে চায় তাদের জন্য এই দোয়ার মধ্যে বিরাট শক্তি নিহিত রয়েছে।

www.amarboi.org

দুনিয়া ও আখেরাতে যাবতীয় কল্যাণ লাভের দোয়া

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ

রববানা' আ'তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ'খিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা' আযা'বান্না'র

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।

প্রেক্ষাপট

কুরআন মজীদে সূরা বাকারায় এই দোয়ার তালিম দেয়া হয়েছে পবিত্র হজ্ব পালনের শেষভাগে মুযদালিফায় অবস্থানের আলোচনা প্রসঙ্গে। হজ্বের মতো কষ্টকর ও বিশ্বজনীন ইবাদত সমাপনের পর আল্লাহর কাছে বান্দা কি চাইবে, কোন জিনিষটি তার দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের জন্য উপকারী হবে, তা নির্দিষ্ট করে বাতলানো হয় নি; বরং দুনিয়াতে যত রকমের সুখ-শান্তি হতে পারে বা পরকালে বেহেশতের যত নেয়ামত নসীব হওয়া সম্ভব, তার সবকিছুই এই ছোট্ট দোয়ার মধ্যে শামিল। অনেকে মনে করে, দ্বীনদার হতে হলে দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে। কেউ কেউ ভাবেন যে, দুনিয়াকে ভোগ করেই জীবনে সফলকাম হওয়া যাবে। উভয় প্রান্তিক চিন্তার বিপরীতে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও প্রকৃত ইসলামের সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে এই ছোট্ট আয়াত ও মোনাজাতে। আল্লাহ পাক বলেন:

> তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে দান কর; অথচ তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নাই। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।
>
> -(সূরা বাকারা: ২ঃ ২০০,২০১)

www.amarboi.org

সন্ত্রাসী বা দুষ্ট শক্তির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার দোয়া

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

উচ্চারণ

ইন্নি' উয্তু বিরব্বী ওয়া রব্বিকুম মিন কুল্লি মুতাকাবিবরিল লা' ইউমিনু বিয়াউমিল হিসা'ব

তরজমা

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হয়েছি।

প্রেক্ষাপট

মূসা (আ) ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁর সময়ের জালিম শাসক ছিল ফেরাউন। একচ্ছত্র ক্ষমতায় তার স্পর্ধা এতখানি বেড়ে গিয়েছিল যে, সে নিজেকে খোদা বলে দাবি করত। যারা তাকে অমান্য করে মহান আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করত, তাদের উপর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাত। সে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল মন্ত্রী হামানকে সঙ্গে নিয়ে। প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল যে, মূসা (আ)-কে সে হত্যা করবে। কুরআন মজীদ তার এই ঘোষণার কথা এভাবে উল্লেখ করেছে:

ফেরাউন বলল: তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও। আর সে তার পালনকর্তাকে ডাকুক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

মূসা বলল: যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হয়েছি।

-(সূরা আল-মু'মিন: ৪০ঃ ২৬-২৭)

www.amarboi.org

কপট চরিত্র হতে মুক্তি ও আল্লাহর ভালোবাসা লাভের দোয়া

حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

উচ্চারণ

হাসবুনাল্লা'হু সায়ুতীনাল্লা'হু মিন্ ফাদ্‌লিহী ওয়ারাসুলুহু ইন্না' ইলাল্লা'হি রা'গিবূন

তরজমা

আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের দিবেন নিজ করুণা হতে এবং অচিরেই তাঁর রাসূলও; আমরা আল্লাহরই প্রতি অনুরক্ত।

প্রেক্ষাপট

সূরা তওবার ৫৫-৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের দ্বিমুখী চরিত্রের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এরা ভেতরে ভেতরে কাফের, যদিও প্রকাশ্যে আপনার কাছে ঈমানদার হিসেবে প্রকাশ করে। এই কপটতা থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে, মনে প্রাণে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ শিরোধার্য করা এবং সে ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। তাদের জন্য আল্লাহ পাক এই দোয়াটি শিখিয়ে দিয়েছেন। আশা করা যায়, যারা খালেছ নিয়তে এই দোয়া পড়বে তাদের অন্তর মুনাফেকী থেকে মুক্ত হবে এবং অন্তরে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হবে।

-(দ্র.সূরা তওবা: ৯ঃ ৫৯)

www.amarboi.org

শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিকার

هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

উচ্চারণ

হুওয়াল আউয়ালু ওয়াল আ'খিরু ওয়ায যা'হেরু ওয়াল বা'ত্বেনু ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইয়িন আলীম

তরজমা

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই প্রকাশিত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

-(সূরা আল-হাদীদঃ ৫৭ঃ ৩)

প্রেক্ষাপট

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ কোনো সময় যদি তোমার অন্তরে আল্লাহ তাআলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দেয়, তাহলে উল্লেখিত আয়াতখানি আস্তে করে পাঠ করে নাও।

-(ইবনে কাসীর-এর বরাতে মাআরেফুল কুরআনঃ পৃ.১৩৩২)

www.amarboi.org

অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

উচ্চারণ

রব্বি ইন্নী যালামতু নাফছি ফাগ্‌ফিরলী ফাগাফারা লাহু ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহীম

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন; তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রেক্ষাপট

হযরত মূসা (আ)-এর যমানায় একদিন এক কিবতির সাথে বনি ইসরাঈলের এক লোকের ঝগড়া হয়েছিল। কিবতি ছিল ফেরাউনের বংশীয়। সে অন্যায়ভাবে বনি ইসরাঈলের লোকটির ওপর জুলুম করছিল। গন্ডগোল থামাতে মূসা (আ) কিবতি লোকটিকে এমন এক চড় লাগালেন, যাতে লোকটি সাথে সাথে মরে গেল; অথচ লোকটিকে হত্যা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। লোকটি যদিও কিবতি ও অত্যাচারী ছিল; তথাপি এভাবে লোকটি মারা যাওয়াকে মূসা (আ) তাঁর রেসালতের পদমর্যাদার বরখেলাফ মনে করলেন। তাই তিনি পয়গাম্বরসুলভ মহত্বের বিচারে এ কাজটিকে নিজের জন্য গুনাহ সাব্যস্ত করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাআলাও তাঁর অনিচ্ছাকৃত ভুল মাফ করে দেন। (দ্র. সূরা আল-কাসাস্: ২৮ঃ ১৬)

বস্তুত কেউ যদি অনিচ্ছায় কোন ভুল বা গুনাহ করে বসে, সে হযরত মূসা (আ)-এর ভাষায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারে এবং আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক সে গুনাহ মাফ করে দিবেন। কারণ, আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে, আল্লাহ মূসা (আ)-এর সে গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাঁর স্বভাবই হচ্ছে তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

www.amarboi.org

যে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহর আশ্রয় পাওয়ার দোয়া

حَسْبِيَ اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

উচ্চারণ

হাসবিয়াল্লা'হু লা' ইলা'হা ইল্লা' হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া রব্বুল আরশিল আযীম

তরজমা

আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তাঁর উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

প্রেক্ষাপট

সূরা তওবার শেষ আয়াতের অংশ। হযরত উবাই ইবনে কা'বের মতে সূরা তওবার শেষ দুই আয়াতই হচ্ছে কুরআন মজীদের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত। এরপর আর কোন আয়াত নাযিল হয় নি এবং এ অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন। হযরত ইবনে আব্বাসও (রা) এই মত পোষণ করেন। (মাআরিফুল কুরআন)

সূরা তওবায় কাফের মুশরিক ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের দীর্ঘ আলোচনার পর মু'মিনদের প্রতি রাসূলে পাকের অফুরান দয়া ও মায়া-মমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরে রাসূলে পাককে বলা হয়েছে, আপনার শত চেষ্টার পরও যদি তারা সৎপথে না আসে তাহলে আপনি বলে দিন: 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তাঁর উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।' –(সূরা আত্-তাওবা: ৯ঃ ১২৯)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এই বাক্যটি সাতবার পাঠ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতের যেসব বিষয় নিয়ে সে পেরেশানীতে আছে, তা সমাধা করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট হবেন।

-(আবুদ্দারদা (রা) সূত্রে ইবনুস সানী হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন)

www.amarboi.org

নিজের ও সঙ্গী-সাথীদের গুনাহ হতে মুক্তি লাভের দোয়া

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ

রবিবগ ফিরলী ওয়ালি আখি' ওয়া আদখিলনা' ফি' রহমাতিকা ওয়া আনতা আরহামুর র'হিমীন

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। –(সূরা আল–আরাফ: ৭ঃ ১৫১)

প্রেক্ষাপট

হযরত মূসা (আ)-এর সাথে ফেরাউনের জীবনের বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতা নানা বিস্ময়ে ভরা। ফেরাউনরা ছিল শাসক শ্রেণী। বনি ইসরাঈলকে তারা দাস হিসাবে খাটাত। শোষণ-নির্যাতন চালাত। মূসা (আ) তাদেরকে এক রাতে কর্মস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে জড়ো করেন। তারা ফিলিস্তিনের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় দেখে, পেছন থেকে বিশাল লোক-লস্কর নিয়ে ফেরাউন তাদের ধরার জন্য ধেয়ে আসছে। সামনে নীল নদ। যাবার-বাঁচার উপায় নাই। মূসা (আ) হাতের লাঠি দিয়ে সাগরের পানিতে আঘাত করলেন। পানি ভাগ হয়ে বনি ইসরাঈলের পার হওয়ার জন্য ১২টি রাস্তা হয়ে গেল। তাদের ধাওয়া করতে গিয়ে সাগরের মাঝখানের রাস্তা পার হবার আগেই দু'দিক থেকে পানি এসে নীলনদে ফেরউনকে লোক লস্করসহ ডুবিয়ে ফেলল।

www.amarboi.org

বনি ইসরাঈল এখন নতুন দেশে নিরাপদ। মূসা (আ) গেলেন তাদের জন্য আল্লাহর বিধান তাওরাত আনতে তূর পর্বতে। তাওরাত নিয়ে এসে দেখেন, বনি ইসরাঈল গরুর বাছুর পূজায় মশগুল। তিনি তাঁর ভাই ও প্রতিনিধি হরুন (আ)-এর উপর ভীষণভাবে চটে গেলেন। তাঁর চুল ধরে টানতে লাগলেন, বনি ইসরাঈলকে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ কেন দিলেন সে রাগের বশে। হারুণ (আ)-এর কৈফিয়তসহ পুরো ঘটনা সূরা আরাফে ১৫০ ও ১৫১ আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। কথা শুনে মূসা (আ)-এর মেজায শান্ত হয় এবং তিনি নিজের ও নিজের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর দরবারে নিচের দোয়াটি পেশ করেন। বিপদকালে সঙ্গীসাথীসহ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার ক্ষেত্রে এই দোয়া কার্যকর।

www.amarboi.org

যে দোয়ার ফলে বাবা আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ)-এর গুনাহ মাফ হয়েছিল

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

উচ্চারণ

রব্বানা' যলামনা' আন্‌ফুসানা' ওয়াইল্লাম তাগফির লানা' ওয়া তারহামনা' লানাকূনান্না মিনাল খা'সিরীন

তরজমা:

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হব।

প্রেক্ষাপট

আল্লাহ তাআলা প্রথম মানব আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেন পৃথিবীতে আপন খলিফা হিসেবে। তবে তাদের জীবনের শেষ গন্তব্য কোথায় হওয়া চাই তা বাস্তবে দেখিয়ে দেয়া আর জীবনের শুরুতে পরীক্ষা নেয়ার জন্য প্রেরণ করেন বেহেশতে। পরীক্ষার বিষয় ছিল একটি নিষেধাজ্ঞা। একটি বৃক্ষ দেখিয়ে বলা হয়, তোমরা বেহেশতের সব ফলমূল খাও, সবকিছু ভোগ কর; কিন্তু এই গাছের কাছেও যেও না। তাহলে নিজের প্রতি অন্যায়কারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু শয়তান নানা যুক্তিতে তাদের প্ররোচনা দেয় এবং তাদেরকে সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ায়। তখন তাদের শরীর থেকে জান্নাতী পোশাক খসে পড়ে এবং তারা অনুতপ্ত হয়ে বুঝতে পারেন, আমরা বড় ভুল করে ফেলেছি। নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। তখনই নিম্নের এই দোয়াটি পেশ করেন আল্লাহর দরবারে।

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হব।' –(সূরা আ-রাফ: ২৩)

তখন দয়াময় আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেন। এখনো যে কোনো গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য আদম সন্তানের বড় অবলম্বন এই দোয়া। সকাল সন্ধ্যা ও নামাযের পর এই দোয়ার ফযিলত অনেক বেশি।

www.amarboi.org

যুদ্ধ ও আপদকালীন মনের দৃঢ়তা ও আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

উচ্চারণ

রব্বানা' আফরিগ আলাইনা' চব্‌রাঁও ওয়া ছাব্বিত আক্বদা'মানা' ওয়ানচুরনা' আলাল ক্বাওমিল কা'ফিরীন

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর।

প্রেক্ষাপট

আগেকার দিনে বনি ইসরাঈল বংশের মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকের প্রাণকাড়া দোয়া। এ দোয়ার মাধ্যমে তারা যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্য ও বিজয় লাভ করেছিল। তখন বনি ইসরাঈলের নবী ছিলেন হযরত শামঈল (আ)। ধর্মীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে দুনিয়াবী রাজত্বও থাকত বনি ইসরাঈলের কাছে। তাদের কাছে একটি বরকতপূর্ণ সিন্দুক থাকত, তাতে তওরাতের বাণী লেখা ফলক এবং মূসা (আ) ও নবীগণের ব্যবহৃত কিছু পরিত্যক্ত বস্তুসামগ্রী সংরক্ষিত থাকত। বনি ইসরাঈলরা যুদ্ধের সময় সিন্দুকটি সামনে রাখত। আল্লাহ তাআলা সেই সিন্দুকের বদৌলতে তাদেরকে যুদ্ধে বিজয়ী করতেন। কিন্তু বনি ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় লোকদের অপকর্মের কারণে আমালেকা সম্প্রদায়ের কাফেররা তাদের উপর বিজয়ী হয় আর 'তাবুত' নামক সিন্দুকটি ছিনিয়ে নেয় আমালেকার রাজা জালুত। আল্লাহ পাকের যখন আবার দয়া হল হযরত শামঈল (আ)-কে বনি ইসরাঈলের নবী করে পাঠালেন। আর তালুতকে তাদের শাসক নিযুক্ত করলেন। বনি ইসরাঈল তালুত শাসক হওয়ার পক্ষে প্রমাণ চাইল। প্রমাণ স্বরূপ বলা হল, তিনি তাবুতের অধিকারী হবেন।

আল্লাহ তাআলা যখন সিন্দুকটি বনি ইসরাঈলের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন পরিস্থিতি দাঁড়াল, জালুতের কাফের বাহিনী যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ দেখা দেয়। এতে ক্রমাগত তাদের পাঁচটি শহর ও জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে তারা

www.amarboi.org

অতিষ্ঠ হয়ে দু'টি গরুর পিঠে সিন্দুকটি উঠিয়ে দিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে হাঁকিয়ে দেয়। এদিকে ফেরেশতারা গরুগুলো তাড়া করে এনে ঈমানদার বাদশাহ তালুত-এর দরজায় পৌঁছে দেন। বনি ইসরাঈল এ নিদর্শন দেখে 'তালুত'-এর রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করল এবং 'তালুত' জালুতের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলেন। পূর্বের যুদ্ধে কাফের জালুত বাহিনীর হাতে পরাজয় বরণ ও 'তাবুত' নামক সেই বরকতপূর্ণ সিন্দুকটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পেছনে বনি ইসরাঈলের কতিপয় অতিলোভী দুষ্কৃতিকারী লোকের অপকর্ম দায়ী ছিল। তাই আল্লাহ পাক এই যুদ্ধে তাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তখন মৌসুম ছিল প্রচন্ড গরম। কুরআন মজীদের ভাষায় পরীক্ষাটি ছিল-

> অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল তখন বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সে নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। তবে যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর স্বল্পসংখ্যক ছাড়া তারা সে নদী হতে পানি পান করল। অতঃপর তালূত ও তার সঙ্গী ঈমানদারা যখন নদী অতিক্রম করল তখন তারা বলল, জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি আজ আমাদের নাই। কিন্তু যাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর সঙ্গে তাদের সাক্ষাত ঘটবে তারা বলল, 'আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভুত করেছে।' আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।
>
> তারা যখন যুদ্ধের জন্য জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন তারা বলল: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর'।
>
> সুতরাং তারা আল্লাহর হুকুমে তাদের (জালূত বাহিনীকে) পরাভূত করল; দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আল্লাহ তাকে (দাউদকে) রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন...। – (সূরা বাক্বারা: ২ঃ ২৪৯-২৫১)

বস্তুত এত বড় পরীক্ষা ও যুদ্ধ বিজয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করল ও বিজয় এনে দিয়েছিল তা ছিল উপরোক্ত দোয়া ও আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য।

www.amarboi.org

স্ত্রী ও সন্তানরা যাতে নয়নমণিতুল্য হয়, তার জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

উচ্চারণ

রব্বানা হাব্‌লানা' মিন আযওয়া'জিনা' ওয়া যুররিয়্যাতিনা' কুর্‌রতা আ-য়ুনিও ওয়াজ্‌ আলনা' লিল্‌ মুত্তাক্বীনা ইমা'মা'

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যাদের দেখলে চোখ জুড়ায় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য কর।

প্রেক্ষাপট

কুরআন মজীদে এই দোয়াটি কোন ব্যক্তি বা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় নি, বরং এটি সকল মু'মিনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা, তাতে নিজের সন্তান-সন্ততি ও স্বামী-স্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয়েছে যে, তাদেরকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বছরীর তাফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মুসলমানের জন্য এটিই চোখের শীতলতা। তাছাড়া সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকেও চোখের শীতলতা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। চোখের শীতলতা মানে, দেখলে চোখ জুড়ায় এমন। দোয়ার শেষাংশে 'আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দাও' বলতে নেতৃত্ব কামনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং বলা হয়েছে তাকওয়া ও আমলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অগ্রণী কর, আমাদেরকে দেখে যেন অন্য লোকেরা উৎসাহিত হয়।

–(দ্র. সূরা আল–ফুরক্বানঃ ২৫ঃ ৭৪)

www.amarboi.org

বিপদকালে গায়েবী সাহায্য লাভের জন্য দোয়া

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

উচ্চারণ

কুল লাঁই ইউচীবানা' ইল্লা' মা' কাতাবাল্লাহু লানা' হুয়া মওলা'না' ওয়া আলাল্লাহি ফাল্ ইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন

তরজমা

বল, আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হবে না; তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।

প্রেক্ষাপট

তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরী নবম সনে রজব মাসে। রোম-সম্রাট আবার সিরিয়া সীমান্তে সৈন্য মোতায়ন করেছে এ খবর পেয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেন। গ্রীষ্মকাল, প্রচন্ড গরম। দেশে খাদ্যাভাব। ফসল সবেমাত্র পাকতে শুরু করেছে। দূরত্ব অনেক। মোকাবেলা ছিল বিশাল বাহিনীর সংগে। তবুও মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়। তবে নানা অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকে মুনাফিকরা।

মুনাফিকরা নানা টালবাহানা শুরু করে। তাদের ধারণা ছিল, বিশাল রোমান বাহিনীর মোকাবেলা করতে গেলে এবারে রক্ষা নাই। মুসলসমানরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দেশেও খাদ্যাভাব, প্রচন্ড তাপদাহ। মুসলমানরা তাদের

www.amarboi.org

এসব প্রচারণার জবাবে ইস্পাত-কঠিন প্রত্যয়ে বলে, 'আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্ধারিত রেখেছেন তাই হবে, আমাদের উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুম পালনে যত্নবান হওয়া'। ফল হয়, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ভীত হয়ে পড়েন। কারণ, তিনি শুনতে পান যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং নিজেই বাহিনী নিয়ে আসছেন। গত বছর মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্যের মোকাবেলায় দুই লাখ রোমান বাহিনী তছনছ হয়েছিল। এবার না জানি কি হয়!

যথাসময়ে মুসলিম বাহিনী তাবুকে পৌঁছে। কিন্তু শত্রু সেনাদের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। জানা গেল সবদিক ভেবে রোম সম্রাট সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়াই উত্তম মনে করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে দশ দিন অবস্থান করেন। সীমান্ত অঞ্চলে শাসন-শৃংখলা সুসংহত করেন। এরপর মদীনায় ফিরে আসেন।

–(দ্র. সূরা আল–আরাফ: ৭ঃ ১৫১)

www.amarboi.org

যানবাহনে আরোহণের দোয়া

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

উচ্চারণ

ছুবহা'নাল লাযী ছাখ্খারা লানা' হা'যা' ওয়ামা' কুন্না' লাহু মুক্বরিনীন ওয়া ইন্না' ইলা' রব্বিনা' লামুন্‌ক্বালিবূন

তরজমা

পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, এবং আমরা এদের বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।

-(সূরা যুখরুফ: ১৩,১৪)

প্রেক্ষাপট

যানবাহনে আরোহণের জন্য আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া দোয়া এটি। সূরা যুখরুফে আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি যে অগণিত নেয়ামত দান করেছেন, তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন যে,

আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠকে বিছানায় পরিণত করেছেন, তাতে চলাচলের জন্য রাস্তা করে দিয়েছেন, যাতে গন্তব্যে পৌঁছতে পার। তিনি তোমাদের জন্য পরিমিত বৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন, তদ্বারা মৃত জনপদকে জীবিত করেছেন। তিনি সবকিছু জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেন এবং নৌকা-জাহায ও চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের যানবাহনে পরিণত করেন; যাতে তোমরা তাদের পিঠের উপর আরোহণ কর। অতঃপর তোমাদের পালনকর্তার নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর এবং বল যে, পবিত্র তিনি, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।

-(সূরা যুখরুফ: ৪৩ঃ ১০-১৪)

www.amarboi.org

বুকের সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য গর্ভবতী মায়ের দোয়া

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণ

রবিব ইন্নি' নাযারতু লাকা মা' ফী বাতনী মোহার্ররান ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আন্তাস সামীউল আলীম

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে, তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে তা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

প্রেক্ষাপট

হযরত ঈসা (আ)-এর মা ছিলেন হযরত মরিয়ম। আর মরিয়ম (আ)-এর মায়ের নাম ছিল হান্না আর পিতার নাম ইমরান। ইমরান ছিলেন পরম ধার্মিক ও বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদের সম্মানিত ইমাম। তাঁর স্ত্রী হান্না ছিলেন নিঃসন্তান। হান্না একবার ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে মা পাখি বাচ্চাকে আদর করতে দেখে আল্লাহর দরবারে একটি সন্তানের জন্য ফরিয়াদ জানান। তিনি মসজিদুল আকসায় গিয়েও ফরিয়াদ জানান যে, প্রভু হে! আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে একটি সন্তান দান করুন। পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য এই সন্তান কামনা করছি না। বরং তাকে আমরা আপনার পবিত্র মসজিদুল আকসার খেদমতেই উৎসর্গ করতে চাই।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাসনা কবুল করে তাঁর গর্ভে একটি সন্তান দান করেন। কাজেই গর্ভবতী মহিলারা সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য এই দোয়া করতে পারেন। –(দ্র. সূরা আল-ইমরান: ৩ঃ ৩৫)

www.amarboi.org

জিন ও শয়তানের অনিষ্টতা হতে রক্ষা এবং অনিদ্রা দূর হওয়ার দোয়া

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ০ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ০

উচ্চারণ

রব্বি আউযু বিকা মিন্ হামাযা'তিশ শায়া'ত্বীন; ওয়া আউযু বিকা রব্বি আঁই ইয়াহদুরূন

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচণা হতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে।

প্রেক্ষাপট

শয়তানের প্ররোচণা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটা একটা সুদূর প্রসারী অর্থবহ দোয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে এই দোয়া (সূরা আল-মু'মিনূনঃ ২৩ঃ ৯৭, ৯৮) পড়ার আদেশ করেছেন। যাতে গোস্বার অবস্থায় মানুষ যখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচণা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও এ দোয়াটি পরীক্ষিত। (মাআরেফুল কুরআন) সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শয়তান সবকাজে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে এবং সব কাজে অন্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে

www.amarboi.org

থাকে। এই প্ররোচণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য দোয়াটি শেখানো হয়েছে। হযরত খালেদ (রা)-এর রাত্রিকালে নিদ্রা আসত না। রাসূসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিম্নবর্ণিত দোয়াটি পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِن غَضَبِ اللّٰهِ وَ عِقَابِهِ وَ مِن شَرِّ عِبَادِهِ وَمِن هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اَن يَّحْضُرُونَ.

আউযু বিকালিমা'তিল্লা'হিত তা'ম্মাতি মিন গযবিল্লাহি ওয়া ইক্বাবিহী ওয়ামিন্ শাররি ইবা'দিহী ওয়ামিন হামাযাতিশ্ শায়া'তিনি ওয়া আঁই ইয়াহ্দুরুন

-(মাআরেফুল কুরআন, পৃ. ৯২২)

www.amarboi.org

জায়নামাযে দাঁড়িয়ে পড়ার দোয়া

إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

উচ্চারণ

ইন্নি' ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী ফাতারাছ ছামা'ওয়া'তি ওয়াল আরদা হানীফাঁও ওয়ামা' আনা মিনাল মুশরিক্বীন

তরজমা

আমি আমার মুখ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই। -(সূরা আন্আমঃ ৬ঃ ৭৯)

প্রেক্ষাপট

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কওম, স্বজন ও তাঁর পিতা দু'ধরনের শিরকে লিপ্ত ছিল। একদিকে তারা মূর্তিপূজা করত, অন্যদিকে নক্ষত্ররাজির পূজা-অর্চনা করত। ইব্রাহীম (আ) এ দু'টি প্রশ্নেই পিতা ও স্বজাতির সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম পিতা আযরকে বললেন, আপনি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে করেন? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনি এবং আপনার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।

-(সূরা আনআমঃ ৬ঃ ৭৪)

ইব্রাহীম (আ)-এর দ্বিতীয় প্রচারাভিযান ছিল তারকারাজির উপাসনা-অর্চনার শিরক থেকে মানুষকে উদ্ধার করা। এর জন্য তিনি একটি প্রচার-কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁর এই দাওয়াতী অভিযানের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক তাঁর অতুলনীয় মর্যাদার কথা তুলে ধরেন এভাবে-

এভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থার গূঢ়তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করাই, যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়।

-(সূরা আনআমঃ ৬ঃ ৭৫)

www.amarboi.org

ইব্রাহীম (আ)-এর প্রচার অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল একটি অভিনব বিতর্কের আকারে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

> অতঃপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল, তখন সে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বলল, এটিই আমার প্রতিপালক-খোদা। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল: যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না। -(সূরা আনআম: ৬ঃ ৭৬)

অর্থাৎ এক রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হল, তখন ইব্রাহীম (আ) নক্ষত্রপূজারিদের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাদের শুনিয়ে বললেন: এ নক্ষত্র আমার প্রতিপালক। তার কথার উদ্দেশ্য ছিল, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেব। কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে ইব্রাহীম (আ) জাতিকে যুক্তিতে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন: আমি অস্তগামী বস্তুসমূহ ভালোবাসি না। আর যে বস্তু খোদা বা উপাস্য হবে, তার তো সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র হওয়া উচিত। আর তা কিছুতেই অস্ত যেতে পারে না।

তিনি আরেক রাতে দেখেন যে, তাঁর কওম চাঁদের পূজা করছে, তখন তিনি চন্দ্র পূজারীদের মাঝে উপস্থিত হলেন এবং ঝলমল চাঁদ দেখিয়ে স্বজাতিকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন ও বললেন:

> অতঃপর সে যখন চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখতে পেল তখন বলল, এটি আমার প্রতিপালক-খোদা। যখন তা অস্তমিত হল তখন বলল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ না দেখালে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হব। -(সূরা আনআম: ৬ঃ ৭৭)

অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এটি আমার পালনকর্তা। তবে এর স্বরূপও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ফুটে উঠবে। সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল তখন তিনি বললেন: যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথপ্রদর্শন না করতেন, তবে আমিও তোমাদের মত পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষত্রটিও আরাধনার যোগ্য নয়।

www.amarboi.org

এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোন শক্তি, যার পক্ষ হতে আমাকে সর্বক্ষণ পথপ্রদর্শন করা হয়। এরপর একদিন সূর্যোদয়ের সময় স্বজাতিকে সূর্যের পূজা করতে দেখে তাদের শুনিয়ে একইভাবে বললেনঃ

> অতঃপর সে যখন সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, এটিই আমার প্রতিপালক, এটি সর্ববৃহৎ। যখন তাও অস্তমিত হল, তখন সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর তার সাথে আমার কোনো সংস্রব নাই। -(সূরা আনআমঃ ৬ঃ ৭৮)

অর্থাৎ তোমাদের ধারনা অনুযায়ী সূর্য আমার প্রতিপালক এবং বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতিসত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। সেমতে সূর্যও যথাসময়ে অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেনঃ 'হে জাতি আমি তোমাদের এসব মুশরিকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। কেননা, তোমরা আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছ।

অতঃপর এই স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কোনটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতিমূহুর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। বরং সেই সত্তা আমাদের সবার পালনকর্তা, যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে হটিয়ে 'ওয়াহদাহু লা শরীক আল্লাহ'র দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই।

এই দোয়া বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহর তওহীদের স্বীকৃতি। তাই নামাযের আগে জায়নামাযে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জাগ্রত অনভূতি নিয়ে পাঠ করতে হয় এই দোয়া। তারপরেই শুরু হয় নামায বা আল্লাহর সান্নিধ্যে বান্দার আত্মনিবেদন। যে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহর সমীপে দরখাস্ত করা যায় এই দোয়ার মাধ্যমে।

www.amarboi.org

গুনাহ্ মার্জনা, বিপদমুক্তি ও দুশমনের উপর বিজয় লাভের দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ○

উচ্চারণ

রব্বানাগ ফির লানা' যুনূবানা' ওয়া ইস্‌রা'ফানা' ফী আমরিনা' ওয়া সাব্বিত আক্বদা'মানা' ওয়ান্‌চুরনা' আলাল কাওমিল কা'ফিরীন

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

প্রেক্ষাপট

উপরোক্ত দোয়াটি নবী-রাসূল (আ) ও যুগে যুগে যারা সৎপথের অনুসারী ছিলেন, তাদের কঠিন বিপদকালীন দোয়া। সূরা আলে ইমরানে এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

আর কত নবী যুদ্ধ করেছেন, তাদের সাথে বহু আল্লাহ-ওয়ালা ছিল। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপত্তি ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয় নি, দুর্বল হয় নি এবং নত হয় নি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।

এই কথা ব্যতীত তাদের অন্য কোনো কথা ছিল না যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। –(সূরা আলে-ইমরান: ৩ঃ ১৪৬-১৪৭)

www.amarboi.org

জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভের দোয়া

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

উচ্চারণ

রব্বানাছরিফ আন্না' আযা'বা জাহান্নাম ইন্না আযা'বাহা' কা'না গারা'মা'। ইন্নাহা' ছা'আত মুছতাক্বাররাওঁ ওয়া মুক্বা'মা'

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, এর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। নিশ্চয়ই এটি অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসাবে নিকৃষ্ট।

প্রেক্ষাপট

সূরা আল-ফুরকানের শেষ রুকুতে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। তাতে উল্লেখ করেছেন যে, তারা আমার কাছে দোয়া করেঃ

> হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, এর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। নিশ্চয়ই এটি অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসাবে নিকৃষ্ট।
>
> –(সূরা আল–ফুরক্বানঃ ২৫ঃ ৬৫,৬৬)

কাজেই দোয়াটি জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তিলাভের জন্য বিশেষভাবে উপকারী।

www.amarboi.org

নতুন বাড়িতে প্রবেশ, নতুন কোন কাজ শুরু করা ও সাফল্যজনকভাবে তা শেষ করার তাওফিক লাভের দোয়া

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا○

উচ্চারণ

রব্বি আদ্‌খিল্‌নী মুদ্‌খালা ছিদ্‌কিঁও ওয়া আখরিজনী মুখরাজা ছিদ্‌কিন্‌ ওয়াজ্‌ আল্লী মিল লাদুন্‌কা ছুলত্বা'নান্‌ নাচীরা'।

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে বের করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার নিকট হতে আমাকে দান করো সাহায্যকারী শক্তি।

–(সূরা বনী-ইসরাঈল: ১৭ঃ ৮০)

প্রেক্ষাপট

হিজরতের সময় আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দোয়াটি শিক্ষা দেন। এ দোয়ার মাধ্যমে তিনি যেন কামনা করেন যে, মক্কা থেকে বহির্গমন এবং মদীনায় পৌঁছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক। এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশ্চাদ্ধাবনকারী কাফেরদের কবল থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে রাখেন এবং মদীনাকে বাহ্যিক ও অন্তর্গত উভয় দিক দিয়েই তাঁর ও মুসলমানদের জন্য উপযোগী করেন। এ কারণেই কোনো কোনো আলেম বলেন, এই দোয়াটি যে কোনো কাজ আরম্ভ করার শুরুতে প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা উচিত। প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দোয়াটি উপকারী। কাতাদাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, শত্রুদের চক্রান্তজালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালাতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই তিনি আল্লাহর নিকট বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবুল হয় এবং এর সুফল সবার দৃষ্টিগোচর হয়। –(মাআরেফুল কুরআন)

www.amarboi.org

ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরকালে উত্তম প্রতিদান লাভের দোয়া

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ○

উচ্চারণ

রব্বিব্‌নি লী ইন্দাকা বাইতান্ ফিল জান্নাতি ওয়ানাজ্জিনী মিন্ ফিরআউনা ওয়া আমালিহী ওয়া নাজ্জিনী মিনাল ক্বওমিয যা'লিমীন

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার কর জালিম সম্প্রদায় হতে।

–(সূরা আত্-তাহ্‌রীমঃ ৬৬ঃ ১১)

প্রেক্ষাপট

এই দোয়াটি ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আসিয়ার জীবনের সর্বশেষ দোয়া। ফেরাউন ছিল প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট, যে নিজেকে খোদা বলে দাবি করত। তার সময়ে আল্লাহর নবী ছিলেন হযরত মূসা (আ)। মূসা (আ) ফেরাউনকে আল্লাহর পথে আসার আহ্বান জানান; কিন্তু সে নাফরমানীতে সীমা ছাড়িয়ে যায়, সে মূসা (আ)-কে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করে। শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের জাদুকরদের সঙ্গে মোকাবেলা হয়। প্রকাশ্য ময়দানে জাদুকরদের ছেড়ে দেয়া রশিগুলো যখন লাফালাফি করছে বলে দেখাচ্ছিল তখন মূসা (আ) তাঁর হাতের লাঠিখানা মাটিতে রাখেন। সাথে সাথে তা জ্যান্ত অজগর হয়ে জাদুর সাপ তথা রশিগুলো গিলে ফেলতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে জাদুকররা সত্যকে বুঝতে পারে। তখনই তারা ঈমান এনে আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এ ঘটনার পর ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া বিনতে মুযাহিম মূসা (আ) ও আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর ঈমানের কথা ফাঁশ করে দেন।

www.amarboi.org

ফেরাউন সত্যকে মেনে নেয়ার পরিবর্তে ক্রুদ্ধ হয়ে একদিকে জাদুকরদের উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালায়, অন্যদিকে স্ত্রী আছিয়ার ওপরও অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায়। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, ফেরাউন তাঁর চার হাত পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর পাথর চেপে দেয়, যাতে তিনি নড়াচড়া পর্যন্ত করতে না পারেন। এই অবস্থায় হযরত আছিয়া আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানান,

'হে আমার পালনকর্তা! আপনি নিজের একান্ত সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন।' তখন আল্লাহ ঐ নির্যাতিত অবস্থায় দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের সেই মনোরম গৃহটি দেখিয়ে দেন, যা তাঁর প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক জান্নাতে তাঁর জন্য নির্মাণ করে রেখেছেন। আর জান্নাতের সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে ফেরাউনের নির্যাতন সহ্য করা তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, নির্যাতনের এক পর্যায়ে ফেরাউন একটি পাথর উপর থেকে তাঁর ওপর ফেলে দেয়ার মনস্থ করলে তিনি এই দোয়া করেন। তখন আল্লাহ পাক হযরত আছিয়ার দোয়া কবুল করে তার রূহ কবজ করে নেন আর পাথরটি তার নিষ্প্রাণ দেহের ওপর পতিত হয়।

এই অতুলনীয় দোয়াটি প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর চূড়ান্ত প্রত্যাশা হওয়া উচিত। কারণ, পবিত্র কুরআনের সর্বত্র আল্লাহ পাক বলেছেন যে, আমি জান্নাতকে মু'মিন নর-নারীর জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি।

-(মাআরেফুল কুরআন)

www.amarboi.org

কঠিন কাজ সহজ হওয়া, মুখের জড়তা দূর করা এবং জালিমের সামনে সত্য কথা বলার সাহসের দোয়া

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ○ يَفْقَهُوا قَوْلِي ○

উচ্চারণ

রব্বিশ রাহ্‌লী সদ্‌রি ওয়াইয়াস সিরলী আমরী ওয়াহ্‌লুল ওক্বদাতাম্ মিল লিসা'নী ইয়াফ্‌ক্বাহু ক্বওলী

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। এবং আমার কাজকে সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও; যাতে ওরা আমার কথা বুঝতে পারে।

–(সূরা ত্বাহাঃ ২৫, ২৬, ২৭, ২৮)

প্রেক্ষাপট

এটি হযরত মূসা (আ)-এর দোয়া। তিনি যখন নবুয়াত ও রেসালাত লাভ করেন এবং তখনকার সম্রাট ফেরাউনকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়, তখন সে দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে তিনি তিনটি দোয়া পেশ করেন এবং তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। তাঁর প্রথম দোয়া ছিল, আমার বক্ষকে প্রসারিত করে দাও। বক্ষ প্রসারণের অর্থ হল, যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সঠিক চিন্তা, সঠিক বুঝ ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। দ্বিতীয় দোয়া ছিল, আমার কাজ সহজ করে দাও। অর্থাৎ নবুয়াতের গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ফেরাউন ও তার সভাসদদের কাছে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার জন্য যাচ্ছি, তাতে আমাকে সাহায্য কর, আমার কাজটি সহজ করে দাও। তৃতীয় দোয়া ছিল, আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও।

www.amarboi.org

ছোট বেলায় একটি জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে নেয়ার কারণে মূসা (আ)-এর জিহ্বা ঝলসে গিয়েছিল এবং তার ফলে তাঁর মুখে তোতলামী ছিল। এই জড়তা ও তোতলামীর অতীত কাহিনী ছিল, ফেরাউন তার রাজত্বে বনি ইসরাইল বংশের ঘরে কোন ছেলে সন্তান জন্ম নিলে তাকে হত্যার আদেশ দিয়েছিল। কারণ, জ্যোতিষীরা তাকে বলেছিল যে, শীঘ্রই বনি ইসরাঈল বংশে এমন একটি সন্তানের জন্ম হবে, যার হাতে আপনার রাজত্বের পতন ঘটবে। তাই সরকারী হুকুম পালনে পুলিশ-কোতোয়ালরা প্রতিনিয়ত বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালাত।

মূসা (আ)-এর সন্তান-সম্ভবা মা দুশ্চিন্তায় ছিলেন যে, সন্তান যদি ছেলে হয় তাহলে কি করি, কোতোয়ালদের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা করি। তিনি বুদ্ধি করে একটি তাবুত (সিন্দুক) তৈরি করেন। রাতে সন্তানকে নিজের কাছে রেখে ভোরবেলা সেই তাবুতে শোয়ায়ে পার্শ্ববর্তী নদীতে ভাসিয়ে দিতেন আর রশি বাঁধা থাকত বাড়ির কোনো একটি খুঁটিতে। এভাবে দিন যায়, মূসা হৃষ্টপুষ্ট হতে থাকেন, রাতে মায়ের বুকের দুধ পান করে আর দিনে নদীর বুকে ভেসে ভেসে। একদিনের ঘটনা, মা ভোরবেলা ছেলেকে তাবুতে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার সময় ভুলে রশিটি খুঁটি থেকে ছুটে যায়। তাবুত চলে যায় মাঝ দরিয়ায়। মূসার মা তখন কেঁপে উঠে উৎকণ্ঠায়। মেয়ে অর্থাৎ মূসার বোনকে পাঠায় তাবুত ভাসতে ভাসতে কোনো তীরে ভিড়েছে কিনা দেখার জন্য। মেয়ে কোনো সন্ধান দিতে পারে নি সারা দিনমান। তখন মায়ের বুক ফাটা বোবা কান্নায় সব তথ্য ফাঁশ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

ওদিকে নদীতে ফেরাউনের রাজঘাটে গোসল করছিল ফেরাউন পত্নী আছিয়া। দেখলেন যে, একটি তাবুত ভেসে ভেসে দোলনার মত আসছে। তার মধ্যে ফুটফুটে একটি বাচ্চা। বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ঘরে নিয়ে যায় আছিয়া। ফেরাউনকে বলে, এই বাচ্চা আমাদের ঘরে লালন-পালন হবে। বনি ইসরাঈলের ঘরে পালিত হলে অবাধ্য হওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল এ বাচ্চা কোনো মহিলার দুধ পান করে না। কারো স্তন মুখেও নেয় না। কত ধাত্রী দেখা হল, কারো স্তনবোটা মুখে নিল না। উপোসে এই ছেলে বুঝি মারা যাবে। আছিয়ার উদ্বেগের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এ খবর চলে যায় অন্দর মহলের বাইরে লোকালয়ে।

পরদিনও মূসার বোন সন্তর্পনে ঘুরছিল সেই তাবুত আর ছোট্ট ভাইটির কোথাও খবর পায় কিনা। রাজপ্রাসাদের ঘটনাটি তার কানে আসাতে দ্রুত

www.amarboi.org

গিয়ে দেখে মূসা এখানে। বলল, আমি আপনাদের এক ধাত্রী মহিলার সংবাদ দিতে পারি, যে মহিলার দুধ সব বাচ্চারা খায়। বলা হল, পরীক্ষামূলক দেখা যাক, কথা সত্য কিনা। মূসার জননী মাকে আনা হল ধাত্রী হিসেবে। এবার ঠিকই শিশু মূসা মায়ের বুকে মুখ লুকে দুধ পান করল প্রাণভরে। আল্লাহর অলৌকিক ব্যবস্থাপনায় শান্ত হল মায়ের মন, কেটে গেল ফেরাউন পত্নীর উৎকণ্ঠা। আর গোপন থাকল সবকিছু।

মূসা এখন দুধ ছেড়ে দিয়েছে। আদুরে শিশু মাতিয়ে রাখে সারা প্রাসাদ। একদিন নিষ্ঠুর ফেরাউনের মনেও স্নেহ জাগে শিশু মূসার প্রতি। টেনে একটি চুমো এঁকে দিতে চাইল মূসার গালে। অমনি মূসা চড় বসিয়ে দিল আল্লাহর নাফরমানের চোয়ালে। শিশুর চড়ে সে কি প্রচন্ড জ্বাল-পোড়া। ফেরাউনের আশংকা জাগল, আমি বুঝি দুধকলা দিয়ে জানের শত্রুকে লালন করছি। বলল, এখনই একে হত্যা কর। আছিয়া এগিয়ে এসে বাধা দেয়। বলে, এ অবুঝ শিশু কি ওসব বুঝে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল পরীক্ষা নেয়া হবে, মূসা কি জেনে বুঝে চড়টি বসিয়েছে, নাকি অবুঝ শিশুর খেয়ালী আচরণ ছিল। যদি প্রমাণ হয় যে, বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সে একাজ করেছে তাহলে রক্ষা নাই। ঠিক হল দু'টি পাত্রের একটিতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হবে, আরেকটিতে রাখা হবে আলোকিত মণিমুক্তা। একটি লালে লাল, আরেকটি অত লাল না হলেও অতিশয় মূল্যবান। দেখব শিশু লালটি ধরে, টুকটুক লাল আগ্নেয় কয়লা, নাকি মূল্যবান মণিরত্নের দিকে হাত বাড়ায়। মূসা (আ) চাইলেন, মণিরত্নটি হাত বাড়িয়ে নেবে। সর্বনাশ। ঐ মূহুর্তে জিব্রাঈল (আ) আবির্ভূত হলেন। অদৃশ্যে মূসার হাতখানা তিনি জ্বলন্ত অঙ্গারের পাত্রে রাখলেন। অমনি অবুঝ শিশুর মত জ্বলজ্বলে অঙ্গারটি মুখে পুরে নিল মূসা। তাতে পুড়ে গেল মূসার জিহ্বা। প্রমাণ হল, মূসা বুঝি না বুঝে ফেরাউনের গালের ওপর চড়টি বসিয়েছিল। আগুনের সেই পোড়া থেকে মূসার জিহ্বায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়, যা তার পরিণত বয়সেও রয়ে গিয়েছিল। এই দোয়ায় তিনি সেই জড়তা হতে মুক্তি দানের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানান। আর তাঁর সেই ফরিয়াদ অল্লাহ পাক কবুল করেন।

বস্তুত এই দোয়া কঠিন কাজ সহজ করা, মুখের জড়তা দূর করা এবং জালিমদের সামনে সত্য কথা বলার সাহসের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

www.amarboi.org

জালিম ও কাফেরদের কবল থেকে মুক্তি লাভের দোয়া

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

উচ্চারণ: আলাল্লাহি তাওয়াক্কালনা' রব্বানা' লা' তাজ্আলনা' ফিতনাতাল লিল ক্বাওমিয্ যা'লিমীন। ওয়ানাজ্জিনা' বিরাহমাতিকা মিনাল ক্বাওমিল কা'ফিরীন।

তরজমা

আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না। এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায়ের কবল হতে রক্ষা কর। –(সূরা ইউনুস: ১০ঃ ৮৫, ৮৬)

প্রেক্ষাপট

মূসা (আ)-এর সঙ্গে ফেরাউনের সরাসির সংঘাতের একটি ঘটনা। মূসা (আ) নিজে নবী হওয়ার পক্ষে অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর পর ফেরাউনের উচিত ছিল মূসা (আ)-এর সত্যতা মেনে নেয়া; কিন্তু সে বলল, মূসা বড় জাদুকর। আমার রাজ্যের জাদুকরদের দিয়ে আমি মূসাকে পরাজিত করব। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকাশ্য মাঠে জনসমাবেশে জাদুকররা জাদুর রশি ছেড়ে দিলে সেগুলো সাপ হয়ে ছুটাছুটি শুরু করে। আর যখন মূসা (আ) হাতের লাঠিখানা মাটিতে রাখলেন, তখন তা অজগর হয়ে জাদুর সাপগুলো গিলে ফেলতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে জাদুকররা বুঝতে পারে, মূসা যে খোদার কথা বলছেন তিনিই সত্য প্রভু। তখনই তারা আল্লাহর উদ্দেশে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু ফেরাউন প্রচার-কৌশল পাল্টে ঘোষণা করে, জাদুকররা আসলে মূসার শাগরেদ। পুরো ব্যাপারটি সাজানো নাটক। এ জন্যে কঠোর শাস্তি দেয় জাদুকরদের। বিস্ময়কর ব্যাপার হল, এতো বড় অলৌকিক ঘটনা দেখার পরও ফেরাউনের শাস্তির ভয়ে অধিকাংশ লোক মূসাকে মেনে নেয় নি, তবে কতিপয় যুবক মূসা (আ)-এর সত্যতা স্বীকার করে এবং ফেরাউনের অত্যাচারের মোকাবেলায় ইস্পাত-কঠিন অবিচলতা প্রদর্শন করে। মূসা (আ) তাদেরকে আল্লাহর উপর ভরসা করার পরামর্শ দেন। তখন তারা আল্লাহর দরবারে উপরোক্ত ফরিয়াদ পেশ করেন।

www.amarboi.org

বিপদ থেকে মুক্তি লাভের পর কৃতজ্ঞতার দোয়া

فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ○

উচ্চারণ

ফাত্বিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি আন্তা ওয়ালিইয়ী ফিদ্ দুনিয়া' ওয়াল আ'খিরাহ তাওয়াফ্ফানী মুসলিমাঁও ওয়া আল্হিক্বনী বিস্সা'লিহীন।

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে নেককার লোকদের মধ্যে শামিল কর।

–(সূরা ইউসুফ: ১২ঃ ১০১)

প্রেক্ষাপট

অনেক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে কৃতদাস হিসেবে মিসরের বাজারে বিক্রি হওয়া ইউসুফ দেশটির খাদ্যমন্ত্রী হন। তখন ইউসুফের পিতামাতাসহ এগারজন সৎভাই মিসরে আসে। ভাইয়েরা নিজেদের দোষ স্বীকার করে এখন অনুতপ্ত। ইউসুফ (আ) তাদের ক্ষমা করে দিলেন। তারা সবাই ইউসুফের সম্মুখে সিজদায় অবনত হল। ইউসুফ (আ) পুরো ঘটনা মূল্যায়ন করার পর আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এই বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা-জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছ। 'হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে নেককার লোকদের মধ্যে শামিল কর'।

বিপদমুক্তি বা কোনো বড় নেয়ামত লাভ করার পর এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর শোকর আদায় করা হলে উভয় জগতে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ হবে।

www.amarboi.org

অত্যাচারী সরকার ও সমাজ থেকে উদ্ধার এবং ঐশী সাহায্য লাভের দোয়া

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ০

উচ্চারণ

রব্বানা' আখরিজ্না' মিন হা'যিহিল্ ক্বারয়াতিয্ যা'লিমি আহলুহা' ওয়াজ্আল্ লানা' মিল্ লাদুন্কা ওয়ালিয়্যাঁও' ওয়াজ্আল লানা' মিল্লাদুন্কা নাছি'রা'

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ– যার অধিবাসীরা জালিম, ওদের থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় কর।

প্রেক্ষাপট

ইমাম ইবনে কাছীর উপরোক্ত দোয়া বা আয়াতের তাফসীরে বলেছেন: হিজরতের পরেও মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যারা দৈহিক দুর্বলতা ও আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাফেররাও তাদের হিজরত করতে বাধা দিচ্ছিল আর বিভিন্নভাবে নির্যাতন করছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারা এই অবস্থায় ঈমানের ওপর অটল থাকা এবং আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যকারী পাঠানোর জন্য ফরিয়াদ জানান। তাদের এই দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেন। মুসলমানরা জিহাদের মাধ্যমে তাদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। কাজেই এই দোয়া সর্বকালের সব স্থানের মজলুম মানুষের দোয়া। এই দোয়ায় সাড়া দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং সাড়া কেন দেবে না, তার কৈফিয়ত চেয়েছেন। কাজেই আশা করা যায়, আল্লাহ পাক নিজেই এই দোয়ার আহ্বানে সাড়া দিবেন। -(দ্র. সূরা আন-নিসা: ৪: ৭৫)

www.amarboi.org

যে আয়াতে জান্নাতের ঠিকানা লেখা

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

উচ্চারণঃ শাহিদাল্লা'হু আন্নাহু লা' ইলা'হা ইল্লা' হুয়া ওয়াল মালা'ইকাতু ওয়া উলুল্ ইলমি ক্বা'ইমাম' বিল ক্বিছত্বি লা' ইলা'হা ইল্লা' হুয়াল আযীযুল হাকীম।

তরজমাঃ আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি পরামশালী, প্রজ্ঞাময়।

–(সূরা আল-ইমরানঃ ৩ঃ ১৮)

প্রেক্ষাপট

একবার দু'জন বিশিষ্ট ইহুদী মদীনায় এসে শেষ নবীর অবস্থান খোঁজ করে। তারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় পাওয়ার পর কয়েকটি প্রশ্ন করে। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোনটি? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতটি তেলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান। মুসনদে আহমদে উদ্ধৃত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে এ আয়াত পাঠ করার পর বললেনঃ হে পরওয়ারদেগার আমিও এর সাক্ষ্যদাতা।

এ আয়াতের বিশেষ ফযিলত সম্বন্ধে ইমাম বগভী নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা আলে ইমরানের শেষ দুই আয়াত, شَهِدَ اللّٰهُ আয়াত শেষ পর্যন্ত এবং قُلِ اللّٰهُمَّ আয়াত بغير حساب পর্যন্ত পাঠ করে, আমি তার ঠিকানা জান্নাতে করে দেব, আমার সকাশে স্থান দেব, দৈনিক সত্তর বার তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেব, তার সত্তরটি প্রয়োজন মিটাব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে জয়ী করব।

-(মাআরেফুল কুরআন)

www.amarboi.org

বদ নজরের চিকিৎসা

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ ٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ٥

উচ্চারণ

ওয়া ইন্ ইয়াকা'দুল লাযীনা কাফারু ল ইউজলিকূনাকা বিআবছা'রিহীম লাম্মা' ছামিউয যিকরা ওয়া য়াকূলু'না ইন্নাহু লামাজ্নূন ওয়ামা' হুয়া ইল্লা যিকরুল লিল আ'লামীন

তরজমা

কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন ওরা যেন ওদের তীক্ষ্নদৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে এবং বলে, এ তো একজন পাগল। অথচ এই কুরআন বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়। -(সূরা কালাম: ৬৮ঃ ৫১, ৫২)

প্রেক্ষাপট

ইমাম বগভী প্রমুখ তফসীরবিদ উপরোক্ত আয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মক্কায় জনৈক ব্যক্তি নজর লাগানোর কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সে উট ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারকে নজর লাগালে তৎক্ষণাৎ সেটি মারা যেত। মক্কার কাফেররা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্যে সব ধরনের চেষ্টা করত। তারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নজর লাগানোর উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সব শক্তি প্রয়োগ করে নজর লাগানোর চেষ্টা করল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরের হেফাযত করলেন। ফলে তাঁর কোন ক্ষতি হল না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ আয়াতে এই নজর লাগার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, নজর লাগা একটি বাস্তব সত্য। ছহীহ্ হাদীসসমূহে এর সত্যতা সমর্থিত হয়েছে। আরবেও এটা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন: নজর লাগা ব্যক্তির গায়ে وإن يكاد الذين থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফু দিলে নজর লাগার অশুভ প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। -(মাযহারীর বরাতে মাআরিফুল কুরআন)

www.amarboi.org

আল্লাহর খাস রহমত লাভ ও হারানো জিনিষ খুঁজে পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ○ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ○

উচ্চারণ

রব্বানা' লা' তুযিগ্ কুলূবানা' বা-দা-ইয হাদাইতানা' ওয়া হাবলানা' মিল্ লাদুন্কা রাহমাতান ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হা'ব, রব্বানা' ইন্নাকা জামিউন্ না'সি লিইয়াউমিল্ লা' রাইবা ফীহ্ ইন্নাল্লা'হা লা' ইয়ুখলিফুল্ মীআ'দ্

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রর্দশনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনের দিকে ধাবিত করো না এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। নিশ্চয়ই তুমি সব কিছুর দাতা।

প্রেক্ষাপট

মানুষের চিন্তা ও মন সুস্থ ও সঠিক রাখার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে সাহায্য চাওয়ার দোয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এমন কোন অন্তর নেই, যা আল্লাহ তাআলার দুই অঙ্গুলীর মাঝখানে নয়। তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, তাকে সৎপথে কায়েম রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন, সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

তিনি ইচ্ছাময়, ক্ষমতাময়। যা ইচ্ছা তাই করেন। কাজেই যারা ধর্মের পথে অবিচলভাবে কায়েম থাকতে চায়, তারা সর্বদা অধিকতর দৃঢ়চিত্ততা প্রদানের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই অনুরূপ দোয়া করতেন। এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ একটি দোয়া বর্ণিত হয়েছেঃ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ অর্থাৎ, হে অন্তরসমূহ আবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ।

-(দ্র. সূরা আলে-ইমরানঃ ৩ঃ ৮,৯ মাযহারী, মাআরেফুল কুরআন, পৃ. ১৬৩)

www.amarboi.org

কাফেরদের ধ্বংস কামনা ও মু'মিনদের নিরাপত্তার জন্য নূহ (আ)-এর দোয়া

رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ০ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَ لاَ يَلِدُ إِلاَّ فَاجِراً كَفَّارا ০ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَارًا০

উচ্চারণ

রব্বি লা' তাযার আলাল আরদি মিনাল কা'ফিরীনা দাইয়া'রা, ইন্নাকা ইন্ তাযারহুম ইউদিল্লু ইবাদকা ওয়ালা' ইয়ালিদু ইল্লা' ফা'জেরান কাফফা'রা', রব্বিগ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিমান দাখালা বাইতিয়া মু'মিনাঁও ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা'তি ওয়ালা তাযিদিয যা'লিমীনা ইল্লা' তাবা'রা'

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীতে বসবাসকারী কাউকে অব্যাহতি দিও না। যদি অব্যাহতি দাও তবে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফের জন্ম দিতে থাকবে। হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে; আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।

প্রেক্ষাপট

আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (পা.)-কে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ হায়াত দিয়েছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালনার চিন্তা-ভাবনা এবং পয়গাম্বরসুলভ চিন্তা ও উৎসাহ উদ্দীপনা

www.amarboi.org

এতদূর দান করেছিলেন যে, সারাজীবন তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিকে তাওহীদ ও সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বজাতির পক্ষ হতে তিনি কঠিন নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হন, তাকে পাথর মারা হত, এমন কি তিনি অনেক সময় রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুশ হলে পরে দোয়া করতেনঃ আয় আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা অজ্ঞ মূর্খ, তারা জানে না, বোঝে না। তিনি এক প্রজন্মের পরে দ্বিতীয় প্রজন্মকে, তৎপর তৃতীয় প্রজন্মকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হয়ত তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দির পর শতাব্দি প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ জানালেন- 'হে পরওয়ারদেগার! আমি আমার জাতিকে দিনরাত দাওয়াত দিয়েছি; কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্যপথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।'

-(সূরা নূহঃ ৭১ঃ ৫,৬)

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ হতে নূহ (আ)-কে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, যে কমসংখ্যক লোক ঈমান এনেছে, তাদের বাইরে যারা আছে, তারা আর কেউ ঈমান আনবে না এবং তাদের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এরূপ পরিস্থিতিতেই নূহ (আ) তার কওমের ধ্বংস কামনা করে দোয়া করেছিলেন এবং সে দোয়া কবুল হয়েছিল। তিনি আর্জি পেশ করেনঃ

> হে আমার প্রতিপালক! এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীতে বসবাসকারী কাউকে অব্যাহতি দিও না। যদি অব্যাহতি দাও তবে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফের জন্ম দিতে থাকবে। হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে; আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।

-(সূরা নূহঃ ৭১ঃ ২৬-২৮)

কোন জালিম ও জুলুমপূর্ণ দেশে চরম অবস্থায় উপনীত হলে এই দোয়ার মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহ তাআলার সাহায্য চাইতে পারেন।

www.amarboi.org

সত্যের পথে অবিচল থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ○

উচ্চারণ

ইন্নি' তাওয়াক্কালতু আলাল্লা'হি রব্বি ওয়া রব্বিকুম মা' মিন্ দা'ব্বাতিন ইল্লা' হুয়া আ'খিজুম্ বিনা'ছিয়াতিহা' ইন্না রব্বি আলা' ছিরা'ত্বিম্ মুছতাক্বীম

তরজমা

আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নাই, যা তার পূর্ণ আয়ত্বাধীন নয়; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন।

প্রেক্ষাপট

হযরত হূদ (আ) ছিলেন আল্লাহর সম্মানিত পয়গাম্বর। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক দুই হাজার সাল আগে ইয়ামেনের হাজারামাউত অঞ্চলে 'আদ' জাতির কাছে। নূহ (আ)-এর পরে আদ জাতিই সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা শুরু করে। তারা ছিল বড় অবাধ্য, শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ। তারা মূর্তিপূজা করত, সাথে আরো অনেক অপকর্ম। হূদ (আ) তাদেরকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে সৎপথে আসার বারবার আহ্বান জানান। কিন্তু তার ফল হয় উল্টা। তারা আরো বেশি পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং সাফ বলে দেয়: হে হূদ! তোমার কথায় আমরা আমাদের দেবদেবিদের পূজা-অর্চনা বর্জন করব না; বরং আমাদের সন্দেহ হচ্ছে আমাদের দেবদেবিদের নিন্দাবাদের কারণে তোমার মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে গেছে। তাই তুমি এমন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছ।

www.amarboi.org

তাদের জবাবে হূদ (আ) একটি বলিষ্ট বক্তব্য রাখেন। উপরোক্ত দোয়াটি সে বক্তব্যের অংশ। বক্তব্যে তিনি বলেন,

> তোমরা যদি আমার কথা না মান, তবে শোনো, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাস্যের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর আক্রমণের চেষ্টা করে দেখ, আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। এতবড় কথা আমি এ জন্য বলছি যে, আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নাই, যে তার পূর্ণ আয়ত্বাধীন নয়; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন।
>
> -(সূরা হূদঃ ১১ঃ ৫৬)

পরিশেষে আল্লাহ তাদের দাবি অনুযায়ী হূদ (আ)-এর পক্ষে অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে পর্বতের সটান পাথরের মাঝখান থেকে একটি উষ্ট্রী বের করেন। তবে সাবধান করে দেন যে, এটি আল্লাহর উট। কেউ এর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কূপ থেকে পানি পান করতে একে কেউ বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু অবাধ্য আদ জাতি উটটি জবাই করে। এর পরিণতিতে আল্লাহর গজবে আদ সম্প্রদায় পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

www.amarboi.org

শিশু কথা বলার মত হলে যে দোয়া শেখাতে হবে

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ○

উচ্চারণ

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্‌ লাযী লাম ইয়াত্তাখিয্‌ ওয়ালাদাঁও ওয়ালাম ইয়াকুঁল্লাহু' শারীকুন ফিল্‌ মুলকি ওয়ালাম ইয়াকুঁল্লাহু' ওয়ালিয়্যুম্‌ মিনায্‌ যুল্লি ওয়াকাব্বিরহু তাকবীরা'

তরজমাঃ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, তার সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না; যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। -(সূরা বনী ইসরাঈলঃ ১৭ঃ ১১১)

প্রেক্ষাপট

মুসলমানের ঘর আলোকিত করে যখন কোন শিশু জন্ম নেয়, তখন প্রথম কর্তব্য তাঁর ডান কানে আযান আর বামে কানে একামত দেয়া। এর পেছনে হেকমত হল, শিশু এতদিন ছিল মায়ের উদরে আরেক জগতে। জন্মের পর এসেছে নতুন এক জগতে। শীত-গ্রীষ্ম, আলো-বাতাস, কথাবার্তায় চালিত এই জগতে এসে মানব শিশুর প্রথম যে ইন্দ্রিয়টি সক্রিয় হয়, তা হল কান। প্রশ্ন হল, নতুন জগতে তার কানে প্রথম কোন শব্দ বা বাক্যটি প্রবেশ করবে বা করা উচিত? নিশ্চয়ই সৃষ্টিজগতের সবচে সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী, বক্তব্য ও শব্দগুলোই তার শোনা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে একজন আদর্শ মানুষ রূপে নিজকে গড়তে পারে। নিঃসন্দেহে বিশ্বজগতের সবচে সুন্দর, সত্য, সঠিক, বলিষ্ঠ ও চিরন্তন বাক্য হচ্ছে আযান ও ইকামতের বাক্যসমূহ।

www.amarboi.org

তারপর মানব শিশু আস্তে আস্তে বড় হয়। কয়দিন পর কথা বলতে শেখে। এবার তার মুখে কোন কথাটি তুলে দেয়া উচিত? হযরত আনাস (রা) বলেন, আব্দুল মুত্তালিবের পরিবারে যখন কোন শিশু কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উল্লেখিত আয়াতখানি শিখিয়ে দিতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেনঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তাঁর হাতে আবদ্ধ ছিল। তিনি একজন দুর্দশাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করার সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তেমার এই দুর্দশা কেন? লোকটি আরয করলঃ রোগব্যাধি ও দারিদ্রের কারণে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দেই। এগুলো পাঠ করলে তোমার রোগব্যাধি ও অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এইঃ

وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ○

এর কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার সেদিকে গমন করলে লোকটিকে সুখি দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আরয করলঃ যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে আমি নিয়মিত সেগুলো পাঠ করি।

-(মাযহারী-এর বরাতে মাআরেফুল কুরআনঃ পৃ.৭৯৫)

মুয়ায ইবনে আনাস (রা) সূত্রে আহমদ ও তাবারানীর রেওয়াত অনুযায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতকে ইজ্জতের আয়াত নামে আখ্যায়িত করেছেন।

www.amarboi.org

যে আয়াত পাঠ করে দোয়া করলে দোয়া অবশ্যই কবুল হয়

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ○

উচ্চারণ

আল্লা'হুম্মা ফা'ত্বিরাছ ছামা'ওয়া'তি ওয়াল আরদি আ'লিমাল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাতি আন্তা তাহকুমু বাইনা ইবা'দিকা ফীমা' কা'নূ' ফীহি ইয়াখ্তালিফু'ন

তরজমা

হে আল্লাহ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তুমি তাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দাও। -(সূরা যুমারঃ ৩৯ঃ ৪৬)

প্রেক্ষাপট

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলামঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায কিসের দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বলেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেনঃ

أَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ إِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادَكَ فِيْمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

www.amarboi.org

আল্লাহুম্মা রব্বা জিব্রাঈলা ওয়া মীকাঈলা ওয়া ইসরাফীলা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ আন্তা তাহকুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন। ইহ্দিনী লিমাখ তুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিকা ইন্নাকা তাহ্দী মান তাশাউ ইলা সিরাতিম মুসতাক্বীম।

"ইয়া আল্লাহ! হে জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফিল-এর প্রভু! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তুমি তাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দাও। সত্যের ব্যাপারে যা নিয়ে মতবিরোধ করা হয়, তাতে তুমি তোমার আদেশে আমাকে পথ দেখাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর"।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) বলেন, আমি কুরআন পাকের এমন এক আয়াত জানি, যা পাঠ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ...

(কুরতুবীর বরাতে মাআরেফুল কুরআনঃ পৃ. ১১৮১)

www.amarboi.org

সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধির দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ○

উচ্চারণ

রব্বানাগ্‌ফির লানা' ওয়ালি ইখ্‌ওয়া'নিনাল লাযি'না সাবাকূনা' বিল ই'মা'নি ওয়ালা' তাজআল ফি কুলূবিনা' গিল্লাল লিল লাযীনা আ'মানু' রব্বানা ইন্নাকা রউফুর রহীম

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

-(সূরা আল-হাশরঃ ৫৯ঃ ১০)

প্রেক্ষাপট

এটি ঈমানের দাবিতে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারী মুহাজির ও মদীনার অধিবাসী আনসারদের প্রিয় দোয়া। এই দোয়ায় আল্লাহ তাআলা সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। তাতে মুহাজির, আনসার ও পূর্ববর্তী সকল মু'মিন মুসলমানের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করাকে ঈমানদারের ভূষণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য

www.amarboi.org

ও ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান হওয়ার যোগ্য হতে পারে না। এ কারণে হযরত মুসআব ইবনে সা'দ (রা) বলেছেন, উম্মতের সকল মুসলমান তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁদের মধ্যে দুই শ্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার। এখন রয়ে গেছে তৃতীয় শ্রেণীটি। অর্থাৎ যারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা পোষণ করে। অতএব তোমরা যদি উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে কোনমতে গণ্য হতে চাও, তাহলে এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

-(মাআরেফুল কুরআন, পৃ. ১৩৫৪)

পূর্ববর্তী ওলামা ও বুযর্গান, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে আমরা ঈমানের মহাসম্পদ পেয়েছি, তাদের জন্য দোয়াও আয়াতের ভাবার্থের মধ্যে শামিল রয়েছে।

www.amarboi.org

খাওয়ার পর শোকর এবং গায়েবী রিযক লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ○

উচ্চারণ

আল্লাহুম্মা রব্বানা' আন্‌যিল আলাইনা' মা'ইদাতাম' মিনাস সামা'য়ি তাকূনু লানা' ঈদাল লিআউয়ালিনা' ওয়াআ'খিরিনা' ওয়া আয়াতাম্ মিন্‌কা ওয়ারযুক্‌না' ওয়া আন্তা খয়রুর রা'যিক্বীন

তরজমা

হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর, এটা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য হবে আনন্দোৎসব স্বরূপ এবং তোমার নিকট হতে নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান কর; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। -(সূরা আল-মায়িদাঃ ৫ঃ ১১৪)

প্রেক্ষাপট

হযরত ঈসা (আ)-এর উম্মত বনি ইসরাঈল স্বভাবে ছিল অবাধ্য। তারা আল্লাহ ও তার রসূলের কাছে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করত না। এক পর্যায়ে তারা বলেছিল, হে মরিয়মপুত্র ঈসা! আপনার পালনকর্তা কি এমন করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতাকে পরীক্ষা কর না, অনর্থক অলৌকিক নিদর্শনের জন্য দাবি উত্থাপন কর না। কিন্তু তারা সেই পরামর্শ

www.amarboi.org

গ্রাহ্য করে নি, বরং তারা বলল যে, আমরা সেই খাঞ্চা হতে খেতে চাই। তাতে আমাদের মন পরিতৃপ্ত হবে। আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে থাকব। শেষ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর দরবারে দোয়া পেশ করেন এবং সেই দোয়ার ফলে আসমান থেকে মান্না-সালওয়া নাযিল হতে থাকে। তবে তাদেরকে বলে দেয়া হয় যে, এই নিদর্শন দেখার পরও যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের কাউকে দেব না। এটিই হযরত ঈসা (আ)-এর সেই দোয়া, যার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক আসমান থেকে তরতাজা খাবার পাঠাতেন।

www.amarboi.org

দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের বিরোধিতার মুখে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ০ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ০

উচ্চারণ

রব্বানা' আলাইকা তাওয়াক্কালনা' ওয়া ইলাইকা আনাব্না' ওয়া ইলাইকাল মাছি'র, রব্বানা' লা' তাজ্আল্না' ফিত্নাতাল লিল্লাযীনা কাফারু ওয়াগফির লানা' রব্বানা' ইন্নাকা আন্তাল আযীযুল হাকীম

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর; তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

-(সূরা মুমতাহিনা: ৬০ঃ ৪,৫)

প্রেক্ষাপট

আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহীম (আ) তাওহীদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে যখন মূর্তিপূজক স্বজাতির বিরোধিতার মুখে পড়লেন তখন আল্লাহ সাহায্য কামনা করে এই দোয়া করেছিলেন। উক্ত দোয়ায় আল্লাহর পথে আহ্বানকারী প্রত্যেক মুসলমানকে দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আ)-এর আদর্শ ও সুন্নাত অনুসরণ করার জোর তাগাদা দেয়া হয়েছে। আর সেই

www.amarboi.org

আদর্শ ও সুন্নাতের মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহর দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে স্ত্রী সন্তান, আত্মীয়-পরিজন এমন কি পিতামাতাও যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কিংবা সরাসরি বাধা দেয় তবুও আল্লাহর ইচ্ছাকেই সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দিতে হবে। তার আনুগত্যকে অন্য সকল সম্পর্ক, ভালোবাসা ও আনুগত্যের ওপর স্থান দিতে হবে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মানুষের এমন কোন আনুগত্য বৈধ নয়, যাতে আল্লাহর হুকুম লংঘিত হয়।

www.amarboi.org

মন থেকে মুসলমানদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ মুছে যাওয়ার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

উচ্চারণ

আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী হাদা'না' লিহাযা ওয়ামা' কুন্না' লিনাহ্‌তাদিয়া লাউলা' আন হাদা'নাল্লাহু লাক্বাদ্ জা'আত রুসুলু রব্বিনা' বিল হাক্কি ওয়ানূদূ আন্ তিলকুমুল জান্নাতু উ'রিছতুমূহা' বিমা' কুন্তুম তা-মালূন

তরজমা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনো পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী এনেছিল আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।

-(সূরা আল-আরাফ: ৭ঃ ৪৩)

প্রেক্ষাপট

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, মু'মিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারো প্রতি কারো মনোকষ্ট থাকে কিংবা কারো কাছে কারো পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌঁছে পরস্পরের প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার

www.amarboi.org

করে নেবে।। এভাবে হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পূতঃপবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জান্নাতীদের দ্বিতীয় অবস্থা হবে, জান্নাতে পৌছে তারা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। বস্তুত এই দোয়া জান্নাতী লোকদের। জান্নাতের ভাগী হওয়ার জন্য এই দোয়া বরকতময়।

www.amarboi.org

সন্তান-সন্তুতি নামাযী হওয়া এবং পূর্বপুরুষদের মাগফিরাত কামনার দোয়া

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ٥

উচ্চারণ

রব্বিজআলনী মুকীমাস সালা'তি ওয়ামিন যুররিয়্যাতী রব্বানা' ওয়াতাক্বাব্বাল দুআ'। রব্বানাগ্ ফিরলী ওয়ালি ওয়া'লিদাইয়্যা ওয়ালিল্ মু'মিনীনা ইয়াউমা ইয়াকূমুল হিছা'ব

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর।

হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা কর।

-(সূরা ইব্রাহীম: ১৪ঃ ৪০,৪১)

প্রেক্ষাপট

মক্কা শরীফে অবস্থিত কা'বাঘরের প্রথম নির্মাতা ছিলেন হযরত আদম (আ)। তখন থেকে তিনি ও তার সন্তানরা এ ঘরের তওয়াফ করতেন। হযরত নূহ (আ)-এর তুফানের সময় কা'বাঘর তুলে নেয়া হয়, তবে তার ভিত্তি সেখানেই ছিল। ইব্রাহীম (আ)-কে ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ) সে ভিত্তিভূমি দেখিয়ে দেন। তিনি তার ওপর কা'বাঘর পূণঃনির্মাণ করেন।

এর আগের ইতিহাস অনেক ঘটনাবহুল। প্রবল প্রতাপশালী নমরুদের রাজত্বে মূর্তিপূজার বিরোধিতা করতে গিয়ে ইব্রাহীম (আ) অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত

www.amarboi.org

হন। আল্লাহর হুকুমে অগ্নিকুন্ড তাঁর জন্য শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যায়। এতবড় অলৌকিক নিদর্শন দেখার পরও মূর্তিপূজকরা ঈমান আনে নি, শেষ পর্যন্ত তিনি ইরাক হতে মিসর হয়ে হিজরত করে ফিলিস্তিনে চলে যান। সেখানে তাঁর দাসী ও পরে দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার ঘরে বৃদ্ধ বয়সে শিশু ইসমাঈলের জন্ম হয়। দুই বিবির মাঝে পারিবারিক কলহের জেরে আল্লাহর হুকুমে তিনি বিবি হাজেরা ও শিশু ইসমাঈলকে রেখে আসেন জনমানবশূন্য তরুলতাহীন আরব ভূখন্ড মক্কায়। বিজন প্রান্তরে অসহায় শিশু ও তাঁর মাকে ছেড়ে ইব্রাহীম (আ)-এর চলে যাওয়ার সময়টি ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। কারণ, তাদেরকে দেখার বা তাদের থাকা খাওয়ার কোনো এন্তেজাম তখন ছিল না। সেই কঠিন মূহুর্তেই ইব্রাহীম (আ) আল্লাহর দরবারে কয়েকটি ফরিয়াদ জানান। এর মধ্যে প্রতিটি মু'মিনের মনের আকুতির প্রতিধ্বনি রয়েছে এবং প্রত্যেকটিই মকবুল দোয়া। যেমন,

হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বাস করার জন্য রাখলাম চাষাবাদহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এই উদ্দেশ্যে যে, ওরা যেন নামায কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলফলাদি দ্বারা ওদের রিযিকের ব্যবস্থা করো, যাতে ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

-(সূরা ইব্রাহীমঃ ১৪ঃ ৩৭)

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর।

হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা কর।

-(সূরা ইব্রাহীমঃ ১৪ঃ ৪০,৪১)

www.amarboi.org

কোন নেয়ামত বা সাফল্য লাভের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দোয়া

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ○

উচ্চারণ

রব্বি আওযি-নী আন আশ্‌কুরা নি-মাতাকাল্লাতী আন্‌আম্‌তা আলাইয়া ওয়াআলা' ওয়া'লিদাইয়া ওয়া আন আ-মালা ছা'লিহান তারদা'হু ওয়া আদ্‌খিল্‌নী বিরাহমাতিকা ফী ইবা'দিকাছ ছা'লিহীন

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের মধ্যে শামিল কর।

-(সূরা নামলঃ ২৭ঃ ১৯)

প্রেক্ষাপট

হযরত সুলাইমান (আ)-কে আল্লাহ তাআলা বিশাল রাজত্ব দান করেছিলেন। মানুষ ছাড়াও জ্বিন-পরি, পশু-পাখির ওপরও তার রাজত্ব চলত। তিনি একবার বিশাল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাচ্ছিলেন। দূরে মাঠে পিঁপড়ার রাণী পিঁপড়ার দলকে সতর্ক করে যে, তোমরা দ্রুত গর্তে ঢুকে পড়। সুলায়মান ও তাঁর সেনাবাহিনী যেন অজান্তে তোমাদের পায়ে দলিত ও পিষ্ট না করে। দূর থেকে পিঁপড়ার এ বক্তব্য তাঁর কানে ভেসে আসে। তখনই তিনি পিপিলিকার ভাষা বোঝার যে জ্ঞান আল্লাহ পাক দিয়েছেন এবং সবকিছুর ওপর রাজত্ব দিয়েছেন তার শোকরিয়া আদায় করেন দোয়ার ভাষায়। অতএব আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত হলে যেকোন বান্দার এই দোয়াটি করা উচিত। কেননা, উল্লেখিত আয়াত ও দোয়া দ্বারা একথা পরিষ্কার যে, সৎকর্ম শুধু সম্পাদন করাই যথেষ্ট নয়; তা কবুল হওয়াই একান্ত জরুরী। আল্লাহর নবী-ওলীগণের কাছে শেষোক্ত বিষয়টিই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

www.amarboi.org

শুভকর্ম ও ইবাদত সুসম্পন্ন করার পর কবুল হওয়ার জন্য দোয়া

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

উচ্চারণ

রব্বানা' তাক্বাব্বাল মিন্না' ইন্নাকা আন্তাস্ সামীউল আলীম। রব্বানা' ওয়াজআল্না' মুসলিমাইনি লাকা ওয়া মিন যুররিয়্যাতিনা উম্মাতাম্ মুসলিমাতাল্লাকা ওয়াআরিনা' মানা'সিকানা' ওয়াতুব আলাইনা' ইন্নাকা আন্তাত্তাউয়াবুর্ রহীম।

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজটুকুন গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত বানাও। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রেক্ষাপট

হযরত ইব্রাহীম (আ) মক্কা নগরীকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য প্রথমে শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মা হাজেরাকে রেখে আসেন তখনকার দিনের মক্কার বিজন প্রান্তরে। নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে শিশু ইসমাঈল বড় হন এবং বিয়ে করে সাংসারিক জীবন যাপন করতে থাকেন। এর মধ্যে একবার ইব্রাহীম (আ) কেনান তথা বর্তমান ফিলিস্তিন থেকে বেড়াতে আসেন মক্কায়। দেখলেন, পুত্র ইসমাঈল যমযম কূপের নিকটে একটি বড় গাছের নীচে বসে তীর মেরামত করছেন। পিতাকে দেখে

www.amarboi.org

তিনি দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর পিতা ছেলের সাথে বা ছেলে পিতার সাথে সাক্ষাৎ হ'লে যেমন করে থাকে তারা উভয়ে তাই করলেন। সাক্ষাতে ইবরাহীম (আ) বললেন, 'হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, আপনার প্রভু আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করুন। তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? ইসমাঈল বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ইব্রাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ এখানে আমাকে একটি ঘর নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। একথা বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইঙ্গিত করলেন। এরপর পিতাপুত্র মিলে কা'বাঘরের দেয়াল তোলার কাজে লেগে গেলেন। ইসমাঈল (আ) পাথর আনতেন, আর ইবরাহীম (আ) নির্মাণ কাজ করতেন। পরিশেষে যখন দেওয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আ) মাক্বামে ইব্রাহীম নামক পাথরটি আনলেন এবং যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম (আ) তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল (আ) তাকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তাঁরা উভয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজটুকুন কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'।

বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম (আ) কাবাঘর নির্মাণ করার পর দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর ঘর জিয়ারত করার জন্য আহ্বান জানান। আবু কুবাইস পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে, বর্ণনান্তরে সাফা পাহাড় বা মাকামে ইব্রাহীমে দাঁড়িয়ে তিনি এর ঘোষণা- আযান দেন, সে আযান দুনিয়ার আনাচে কানাচে পৌঁছে যায়। যেসব আদম সন্তান তখনও রূহের জগতে, মায়ের গর্ভে বা বাপের ঔরসে ছিল তারাও শুনতে পায়। সে আহ্বানে যারা সাড়া দিয়েছিল, তাদের জীবনে হজ্ব নসীব হবে; এমনকি যিনি যতবার সাড়া দিয়েছিল তিনি ততবার আল্লাহর ঘরে হাজেরি দিতে পারবেন। এ পর্যায়ে ইব্রাহীম (আ) আল্লাহর কাছ থেকে হজের বিধিবিধান ও নিয়মকানুন শিখে নেন আর এ শিক্ষা যথার্থ হওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে উপরোক্ত দোয়াটি করেন। কাজেই হজ্ব ও ওমরা পালনকারীদের জন্য এ দোয়ার মধ্যে বিরাট সৌভাগ্য নিহিত আছে।

-(বাক্বারাঃ ২ঃ ১২৭-১২৮)

আল্লাহ পাকের দরবারে যে কোনো নেক আমল ও ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য এটি অত্যন্ত সুন্দর, সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ দোয়া ও ইবাদত।

www.amarboi.org

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও নেক সন্তান লাভের দোয়া

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

উচ্চারণ

রব্বি আওযি-নী আন আশ্‌কুরা নে-মাতাকাল্লাতী আনআম্‌তা আলাইয়া ওয়া আলা' ওয়া'লিদাইয়া ওয়া আন আ-মালা ছা'লেহান তারদ্বা'হু ওয়া আছলিহ লী ফী যুররিয়্যাতী ইন্নী তুব্‌তু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল মুছলিমীন।

তরজমা

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত।

-(সূরা আহক্বাফ: ৪৬ঃ ১৫)

প্রেক্ষাপট

মুফাসসিরগণ বলেন, এই দোয়াটি ছিল হযরত আবু বকর (রা)-এর অত্যন্ত প্রিয় দোয়া। তিনি ৯০ জন দাস মুক্ত করে শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেন। যাতে আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে ঐ সৎকর্মটি কবুল করে নেন। হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন পুরুষদের মধ্যে প্রথম মুসলমান। সাহাবাদের মধ্যে আল্লাহ পাক তাঁকেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, তাঁর

www.amarboi.org

পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান হয়ে যান। নিশ্চয়ই এ ছিল এক বড় নেয়ামত। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কোন নেয়ামতপ্রাপ্ত হলে শোকরিয়া স্বরূপ এই দোয়াটি করা, যাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ বান্দার প্রতি অবারিত রাখেন। আল্লাহ পাক বলেছেন, তোমরা যদি আমার শোকর আদায় কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো অধিক হারে দেব আর যদি আমার নেয়ামতের না-শোকরি কর তাহলে জেনে নাও যে, আমার আযাব অত্যন্ত কঠিন।

www.amarboi.org

ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার ও সুসন্তানের জন্য দোয়া

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ○

উচ্চারণ

রব্বানা' ইন্নী আসকান্তু মিন্ যুররিয়্যাতি বিওয়া'দিন গইরে যী যারইন ইন্দা বাইতিকাল মুহাররম, রব্বানা' লিয়ুক্বিমুছ ছালা'তা ফাজ্আল আফ্ইদাতাম্ মিনান নাসি তাহবী ইলাইহিম ওয়ারযুক্বহুম মিনাছ ছামারা'তি লাআল্লাহুম ইয়াশকুরুন

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বাস করার জন্য রাখলাম চাষাবাদহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এই উদ্দেশ্যে যে, ওরা যেন নামায কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলফলাদি দ্বারা ওদের রিযিকের ব্যবস্থা করো, যাতে ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

-(সূরা ইব্রাহীমঃ ১৪ঃ ৩৭)

প্রেক্ষাপট

তৎকালীন খোদাদ্রোহী পরাশক্তি নমরুদ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল আল্লাহর নবী ইবরাহিম (আ)-কে। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে অগ্নিকুন্ড ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য শীতল ও আরামদায়ক হয়েছিল। এতবড় অলৌকিক ঘটনা দেখার পরও নমরুদের শাসনাধীন জনগণ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে নি। ফলে ইব্রাহীম (আ) বাবেল শহর (ইরাক) থেকে হিজরত করেন। তিনি সস্ত্রিক মিসর হয়ে

www.amarboi.org

কেনানে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন প্রথম সন্তান ইসমাঈল। কিন্তু শুরু হয় নতুন পরীক্ষা, পারিবারিক কলহ। আল্লাহর হুকুমে তিনি শিশুসন্তান ইসমাঈল ও তাঁর মা হাজেরাকে মক্কার বিজন পাহাড়ী উপত্যকায় নিঃসঙ্গভাবে রেখে আসেন। ভবিষ্যতে সেখানে আল্লাহর ঘর পূণঃনির্মাণ ও তাওহীদী সভ্যতা গড়ে তোলাই ছিল এই কঠিন পদক্ষেপের লক্ষ্য।

এ ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক আরেক পরীক্ষা। এক থলে খেজুর ও এক মশক পানিসহ তাদের বিজনভূমিতে রেখে যখন ইবরাহীম (আ) একাকী ফিরে আসছিলেন, তখন বেদনা-বিস্মিত স্ত্রী হাজেরা ব্যাকুলভাবে তাঁর পিছে পিছে আসতে লাগলেন। আর স্বামীকে এভাবে রেখে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কিন্তু বুকে বেদনার পাষাণ বাঁধা ইবরাহীমের মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছিল না। তখন হাজেরা বললেন, আপনি কি আল্লাহর হুকুমে আমাদেরকে এভাবে ফেলে যাচ্ছেন? ইবরাহীম বললেন, হ্যাঁ। তখন অটল বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে হাজেরা বলে উঠলেন 'তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না'। মা হাজেরা ফিরে এলেন প্রাণপ্রিয় সন্তানের কাছে। ইবরাহীম (আ) স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে যখন পাহাড়ের আড়াল হলেন তখন আল্লাহর দরবারে পেশ করলেন বুকফাটা ফরিয়াদ, এই দোয়া।

> হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার পরিবারের কিছু সদস্যকে তোমার মর্যাদামন্ডিত গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি। প্রভু হে! যাতে তারা নামায কায়েম করে। অতএব কিছু লোকের অন্তরকে তুমি এদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফলফলাদি দ্বারা রুযী দান কর। আশা করা যায় যে, তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। -(সূরা ইব্রাহীম: ১৪ঃ ৩৭)

ইব্রাহীম (আ)-এর এই দোয়ার বরকতে মক্কার জমীনে চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও খাদ্য ও পানীয়ের কোনো অভাব কোনকালে হয় নি। বর্তমানেও লক্ষ লক্ষ হাজী ও ওমরা পালনকারীর খাদ্য সরবরাহে কোনরূপ ঘাটতি হয় না।

নতুন বাড়িঘর তৈরি করা বা নতুন ব্যবসা শুরু করলে খালেস নিয়তে এ দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা শান্তি ও প্রাচুর্যে ভরে দেবেন।

www.amarboi.org

অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে শত্রুর ধ্বংস কামনা করে দোয়া

رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ○

উচ্চারণ

রব্বানা' ইন্নাকা আ-তাইতা ফিরআউনা ওয়ামালাআহু যীনাতাঁও ওয়া আমওয়ালান ফিল্ হায়াতিদ্দুন্য়া রব্বানা' লিয়ুদিল্লু আন্ সাবীলিকা, রব্বানাত্বমিস আলা' আমওয়া'লিহিম ওয়াশ্দুদ্ আলা' কুলূবিহিম ফালা ইউমিনূ হাত্তা' ইয়ারাউল আযাবাল আলীম।

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছ, যা দ্বারা হে আমাদের প্রতিপালক! ওরা মানুষকে তোমার পথ হতে বিভ্রান্ত করে। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের সম্পদ বিনষ্ট কর, ওদের হৃদয় কঠিন করে দাও, ওরা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। -(সূরা ইউনুসঃ ১০ঃ ৮৮)

প্রেক্ষাপট

মিসরে ফেরাউন ও তার সভাসদদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছানোর জন্য মূসা (আ)-এঁর আপ্রাণ চেষ্টার চূড়ান্ত পর্যায়ের কথা। কোন যুক্তি বা অলৌকিক নিদর্শনকে সে বিশ্বাস করে নি; মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে নতুন অপপ্রচার চালায় এবং বনি ইসরাঈলের ওপর অত্যাচারের মাত্রা তীব্রতর করে। দেশবাপী

www.amarboi.org

নিধনযজ্ঞকে আইনে পরিণত করে। জরুরী আইনের আওতায় বনি ইসরাঈলীদের ঘরে ছেলেশিশু জন্ম নিলে তাকে হত্যা করা হয়। মোটকথা, ফেরাউন ও ক্ষমতার অংশীদার সভাসদদের সৎপথে ফিরে আসার সব পথ যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে উপরোক্ত ফরিয়াদটি পেশ করেন।

অতএব যারা জালিমের কবলে নির্যাতনের চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে তারা এই দোয়ার আশ্রয় নিয়ে মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে সাহায্য চাইতে পারেন।

www.amarboi.org

অতীত জীবনের ভুল শোধরানো, গুনাহের মার্জনা এবং ভবিষ্যতের সকল জটিল সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া ও দুশমনের ওপর জয়ী হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ০ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا . رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

উচ্চারণ

রব্বানা' লা' তুয়া'খিজ্না' ইন্ নাসীয়না' আও আখ্ত্বা-না' রব্বানা' ওয়ালা' তাহমিল আলাইনা' ইস্রান্ কামা' হামালতাহু আলাল্লাযীনা মিন' ক্বাব্লিনা' রব্বানা' ওয়ালা' তুহাম্মিল্না' মা' লা' ত্বা'ক্বাতা লানা' বিহি ওয়াফু আন্না' ওয়াগফির লানা' ওয়ারহামনা' আন্তা মওলা'না' ফান্ছুরনা' আলাল্ ক্বাওমিল কা'ফিরীন

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি; তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরু দায়িত্ব অর্পন করেছিলে, আমাদের উপর সেরূপ দায়িত্ব অর্পন করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

-(সূরা আল-বাক্বারা: ২ঃ ২৮৬)

www.amarboi.org

প্রেক্ষাপট

উল্লেখিত দোয়া মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে হৃদয়কাড়া একটি মোনাজাত এবং তা সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের অংশ। সহীহ হাদীসসমূহে আয়াত দু'টির বিশেষ ফযিলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ রাতের বেলা আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট।

ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভান্ডার হতে নাযিল করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এশার নামাযের পর আয়াত দু'টি তেলাওয়াত করলে তা তাহাজ্জুদ নামাজের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুস্তাদরাক হাকেম ও বায়হাকির রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা এ দু'টি আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভান্ডার হতে আমাকে এ দু'টি আয়াত দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা দাও।

উল্লেখিত আয়াত দু'টির শেষভাগের অংশটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি আল্লাহ তাআলার শিখিয়ে দেয়া মোনাজাত। বলা যায়, আল্লাহ পাকের দরবারে দরখাস্ত পেশ করার প্রেসক্রাইব্ড প্রোফর্মা। কোনো সাহায্য সংস্থার নির্ধারিত ফরম পুরন করলে যেমন বরাদ্দ পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, তেমনি এই দোয়ার মধ্যেও কবুলিয়তের বিরাট আশাবাদ রয়েছে। কারণ, এর মধ্যে যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়া, সত্যের ওপর অবিচলতা, মকসুদ পূর্ণ হওয়া এবং কাফির ও দুশমনদের ওপর বিজয় লাভের আশ্বাস রয়েছে।

www.amarboi.org

আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পন এবং আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া

إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ০

لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ০

উচ্চারণ

ইন্না ছালা'তী ওয়ানুছুকী ওয়া মাহ্য়া'য়া ওয়ামামা'তী লিল্লা'হি রব্বিল আ'লামীন। লা' শারীকা লাহু ওয়াবিযা'লিকা উমিরতু ওয়াআনা আউয়ালুল মুসলিমীন।

তরজমা

আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্য, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এর জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। (আল্লাহর আনুগত্যে আমি প্রথম কাতারে আছি)।

-(সূরা আন্‌আম: ৬ঃ ১৬৩)

প্রেক্ষাপট

সূরা আনআমের শেষ দিকের একটি আয়াত। এ আয়াতে ঈমান ও ইসলামের মূল চেতনা অর্থাৎ নিজের ইবাদত-বন্দেগী ও গোটা জীবন আল্লাহর জন্য সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার চেতনা ব্যক্ত হয়েছে। এই ঈমানী চেতনাকে ঘোষণা আকারে ব্যক্ত করার জন্য আল্লাহ পাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহর জন্য সবকিছু সঁপে দেয়া, সমগ্র জীবন আল্লাহর রাস্তায় অবিচল রাখা ও আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের এই চেতনাই মু'মিন জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। একারণেই নিজের সমস্ত কিছু আল্লাহর রাহে কুরবান করার প্রমাণ স্বরূপ যখন কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালোনো হয়, তখন এই আয়াতটি দোয়া আকারে পাঠ করা হয়।

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল ও সর্বাবস্থায় ইখলাসের উপর টিকে থাকার ক্ষেত্রে এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কাছ থেকে তাওফিক লাভ করা যায়।

www.amarboi.org

নিঃসন্তান দম্পতিদের সন্তান লাভের দোয়া

رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ○ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ○ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○

উচ্চারণ

রব্বি ইন্নী ওয়াহানাল আজমু মিন্নী ওয়াশতায়ালার রা-ছু শাইবাঁ ওয়ালাম আকুম বিদুআ'ইকা রব্বী শাক্বিয়্যা'। ওয়াইন্নী খিফ্তুল মাওয়ালিয়া মিঁও ওয়ারা'য়ী ওয়াকা'নাতিম রা-তী আ'ক্বিরা, ফাহাব লী মিল্লাদুন্কা ওয়ালিয়্যা'। ইয়ারিছুনী ওয়া ইয়ারিছু মিন আ'লে ইয়াকূবা ওয়াজআলহু রব্বি রদিয়্যা'।

তরজমা

হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হই নাই।

আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সর্ম্পকে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী;

যে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে করো সন্তোষভাজন।

-(সূরা মরিয়াম: ৪,৫,৬)

www.amarboi.org

প্রেক্ষাপট

হযরত যাকারিয়া (আ) ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর স্ত্রীও তখন বার্ধক্যে। তিনি লালন-পালন করছিলেন মসজিদুল আকসার জন্য ওয়াকফ করে দেয়া শিশু মরিয়মকে। তিনি সম্পর্কে মরিয়মের খালু ছিলেন। মরিয়মকে একলা হুজরায় রেখে বাইরে যেতেন। ফিরে এসে দেখতেন তরতাজা ফলমূল মরিয়মের সামনে, তাও বে-মওসুমে। তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মরিয়ম এসব ফলমূল তোমার কাছে আসে কীভাবে, কোত্থেকে? মরিয়ম জবাব দেয়, এগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে। যাকারিয়া (আ) সে স্থানেই হাত তোলেন আল্লাহর দরবারে। মনের সবটুকু আবেগ ঢেলে ফরিয়াদ জানান বৃদ্ধ বয়সে একটি সন্তানের জন্য। মনের সব কথা খুলে বলেন এ দোয়ায়। বলেন, কেন তিনি সন্তান চান। মৃত্যুর পর যেন কোন উত্তরাধিকারী থাকে, বংশের বাতি জ্বলে। স্ত্রীও তো বার্ধক্যে, বন্ধ্যা। কাজেই দুনিয়াবী হিসেবে সন্তান হবার কথা নয়। তবুও একান্ত আল্লাহর কাছ থেকে তিনি চান এই সন্তান। সে যেন ইয়াকুবের বংশের অর্থাৎ নবুয়াতের উত্তরাধিকার বহন করে, কোন দুনিয়াবী স্বার্থে নয়। আর সন্তান যেন এমন হয়, যার প্রতি তুমি সন্তুষ্ট।

আল্লাহ তাআলা বান্দার সবকিছু জানেন, তবুও দোয়ার সময় সবকথা খুলে বলা আল্লাহ পছন্দ করেন। হযরত যাকারিয়া (আ) সে নিয়মই এখানে অনুসরণ করেন। দ্বিতীয়ত অতি করুণ ও নরম সুরে তিনি দোয়া করেন। কেননা, দোয়া হতে হবে এমন নরম সুরে, যা আল্লাহর রহমতের সাগরে জোয়ার সৃষ্টি করবে।

যাকারিয়া (আ)-এর এই দোয়া কবুল হয়। ইয়াহয়া (আ)-এর জন্ম হয়। তাঁর সেই আকুতি আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং নিঃসন্তান দম্পতিরা সে ধরনের আকুতি নিয়ে দোয়া করলে ইনশাল্লাহ অচিরেই সন্তান লাভ করবেন।

www.amarboi.org

ধন-দৌলত, ইজ্জত-সম্মান লাভ এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ○

উচ্চারণ

কুলিল্লাহুম্মা মা'লিকাল্ মুলকি তু-তিল্ মুল্কা মান্ তাশা'উ ওয়াতান্ যিউল মুল্কা মিম্মান তাশা'উ ওয়া তু ইয্যু মান্ তাশা'উ ওয়াতুযিল্লু মান্ তাশা'উ বিয়াদিকাল্ খাইর ইন্নাকা আলা' কুল্লি শাইয়িন ক্বদি'র।

তু-লিজুল লাইলা ফিন্নাহা'রি ওয়াতুলিজুন্ নাহা'রা ফিল্লাইলি ওয়া তুখরিজুল্ হাইয়্যা মিনাল্ মাইয়িতি ওয়া তুখরিজুল মাইয়িতা মিনাল্ হাইয়ে ওয়াতারযুকু মান তাশা'উ বিগাইরি হিছা'ব্।

তরজমা

হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দান কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

www.amarboi.org

তুমিই রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও আর দিনকে প্রবেশ করাও রাতের ভেতর। তুমিই মৃতকে জীবিত-এর ভেতর থেকে বের করে আন, জীবিতকে বের কর মৃত-এর ভেতর থেকে। এবং তুমি যাকে ইচ্ছা বে-হিসাব রিযিক দান কর।

-(সূরা আলে-ইমরানঃ ৩ঃ ২৬,২৭)

প্রেক্ষাপট

সূরা আলে ইমরানের এই দু'টি আয়াতে মোনাজাত ও দোয়ার ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে জাতিসমূহের উত্থান পতন ও সাম্রাজ্যের পট-পরিবর্তনে আল্লাহ তাআলার অপ্রতিহত শক্তি সামর্থ্যের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য বিজয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী পূর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে জগতের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ, জাতিসমূহের উত্থান-পতন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং কওমে নূহ, আদ, সামূদ প্রভৃতি অবাধ্য জাতিগুলোর ধ্বংসকাহিনী সম্পর্কে উদাসীন ও মূর্খ শত্রুদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এরা বাহ্যিক শান-শওকতের পূজা করে। এরা জানে না, জগতের সমস্ত শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার করায়ত্বে। সম্মান ও অপমান তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি দরিদ্র ও পথের ভিখারীকে রাজ-সিংহাসন ও মুকুটের অধিকারী করতে পারেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটদের হাত থেকে রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। আর যাকে ইচ্ছা বেহিসাব ধনদৌলত দিতে পারেন। আল্লাহ পাক এ কথাগুলো বান্দাদের শিখিয়ে দিয়ে বান্দাদেরকে তারই বরাতে দোয়া করতে বলছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম ''ইসমে আজম' যার সাহায্যে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়, তা এই আয়াতের মধ্যে রয়েছেঃ কুলিল্লাহুম্মা মা'লিকাল্ মুলকি..।

-(হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে তাবারানী বর্ণনা করেছেন)

www.amarboi.org

আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দোয়া

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ○ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ○

উচ্চারণ

রব্বানা' ওয়াছি-তা কুল্লা শাইয়িন রহমাতাঁও ওয়া ইল্‌মা, ফাগফির লিল্লাযি'না তা'বু ওয়াত্তাবাউ ছাবীলাকা ওয়াক্বিহিম আযা'বাল জাহীম। রব্বানা' ওয়া আদ্‌খিলহুম জান্না'তি আদনিনিল্লাতী ওয়াআদতাহুম ওয়ামান ছলাহা মিন আ'বা'ইহিম ওয়া আযওয়া'জিহিম ওয়া যুররিয়্যা'তিহিম ইন্নাকা আন্তাল আযীযুল হাকীম। ওয়াকিহীমুস সাইয়িআ'তি ওয়ামান তাক্বিস সাইয়িআ'তি ইয়াউমাইযিন ফাক্বাদ্ রহিমতাহু ওয়া যা'লিকা হুয়াল ফওযুল আযীম।

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যপ্ত। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথে চলে তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী, সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। তুমি তো

www.amarboi.org

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এবং তুমি তাদেরকে অমঙ্গল হতে রক্ষা কর। সেদিন তুমি যাকে অমঙ্গল হতে রক্ষা করবে, তাকে তো অনুগ্রহই করবে; এটাই তো মহাসাফল্য।

-(সূরা আল-মু'মিনঃ ৪০ঃ ৭,৮,৯)

প্রেক্ষাপট

এই দোয়া আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের। তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে, আরশ বহনকারী ফেরেশতা বর্তমানে চারজন এবং কেয়ামতের দিন আটজন হয়ে যাবেন। আরশের চারপাশে কত ফেরেশতা আছে তার সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই জানেন। তাদেরকে 'কাররুবী বলা হয়। তাঁরা সবাই আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল ফেরেশতা। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ ফেরেশতাগণ মু'মিনদের জন্যে, বিশেষত যারা গুনাহ থেকে তওবা করে এবং শরীয়তের পথে চলে, তাদের জন্য বিভিন্নভাবে দোয়া করেন। তাঁরা এই বিশেষ দোয়া করেন আল্লাহ তাআলার আদেশের কারণে। নচেৎ তাদের স্বভাব ও অভ্যাসই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নেক-বান্দাদের জন্য দোয়ায় মশগুল থাকা।

এ কারণেই হযরত মুতরিফ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মু'মিনদের সর্বাধিক হিতাকাংক্ষী আল্লাহর ফেরেশতাগণ। মু'মিনদের জন্য তাঁরা দোয়া করেন যে, তাদেরকে ক্ষমা করা হোক, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করা হোক। এর সঙ্গে তাঁরা এ দোয়াও করেন যে, তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নি ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা মাগফিরাতের যোগ্য, অর্থাৎ যারা ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও এদের সাথেই জান্নাতে দাখিল করুন।

এ থেকে জানা গেল যে, মুক্তির জন্য ঈমান শর্ত। ঈমানের পর অন্যান্য সৎকর্মে মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নি ও সন্তানগণ নিম্নস্তরের হলেও আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাদের পূর্বপুরুষগণকেও জান্নাতে তাদের স্তরেই স্থান দেবেন, যাতে তাদের আনন্দ ও সন্তুষ্টি পূর্ণ হয়।

www.amarboi.org

কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'আলহাকনা বিহিম যুররিয়্যাতাহুম'। হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেন, মু'মিন জান্নাতে পৌঁছে তার পিতা, পুত্র, ভাই প্রমূখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যে, তারা কোথায়? তাকে বলা হবে, তারা তোমার মত আমল করে নি, (তাই তারা এখানে পৌঁছতে পারবে না)। মু'মিন বলবে, আমি যে আমল করেছি, তা কেবল নিজের জন্যই করি নি-তাদের জন্যও করেছি। এরপর তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করার আদেশ হবে।

-(ইবনে কাসীরের বরাতে মাআরেফুল কুরআন, পৃ. ১১৮৬)

ফেরেশতাদের দোয়া সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন: যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য উপরোক্ত ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করে।

-(ইবনে কাসীরের বরাতে মাআরেফুল কুরআন, পৃ-১১৮৬)

ফেরেশতাদের এই দোয়া পাঠের মাধ্যমে আমরাও আল্লাহর সেই অফুরান রহমত লাভের আশা করতে পারি।

www.amarboi.org

উপযুক্ত সন্তান ও বংশধর লাভের ব্যাপক দোয়া

اَلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ○ وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ○ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ○ وَالَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ○ وَالَّذِى أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِى خَطِيئَتِى يَوْمَ الدِّينِ ○ رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ○وَاجْعَلْ لِى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الآخِرِينَ ○ وَاجْعَلْنِى مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ○

উচ্চারণ

আল্লাযী খালাক্বানী ফাহুয়া ইয়াহদীন। ওয়াল্লাযী হুয়া ইউত্বঈমুনী ওয়া ইয়াসক্বীন। ওয়াইযা' মারিদতু ফাহুয়া ইয়াশফীন। ওয়াল্লাযী ইউমীতুনী সুম্মা য়ুহয়ীন। ওয়াল্লাযী আত্বমাউ আঁই ইয়াগফিরা লী খাত্বীআতী ইয়াউমাদ্দীন। রব্বি হাব লী হুক্বমাঁও ওয়া আল্হিক্বনী বিস্ সা'লেহীন। ওয়াজ্আল্ লী লিসা'না সিদ্ক্বিন্ ফিল্ আ'খিরীন। ওয়াজআল্নী মিঁউ ওয়ারসাতি, জান্নাতিন্ নায়ীম।

তরজমা

সেই মহান সত্তা, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য্য ও পানীয়। এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন; এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন। এবং আমি আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করে দিবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের মাঝে শামিল কর। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যনিষ্ট সুখ্যাতির অধিকারী কর এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর।

-(সূরা শোআরাঃ ২৬ঃ ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫)

www.amarboi.org

প্রেক্ষাপট

হযরত ইব্রাহীম (আ) ছিলেন বিশেষভাবে মর্যাদাবান পয়গাম্বর। তাঁর নাম পবিত্র কুরআনের ২৫টি সূরায় ৬৯ বার এসেছে এবং তাকে মহানবী (সাঃ)-এর মতোই আদর্শ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন পবিত্র কাবাঘরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর জগৎবাসীর ইমামত লাভ করেন। তিনি তাঁর গোত্রের মধ্যে একমাত্র একত্ববাদী ছিলেন। কিন্তু তিনি একাই অসীম সাহসিকতার সাথে শির্ক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামেন। তিনি তাঁর পিতা ও স্বজাতিকে মূর্তিপূজার অপকারিতা সম্পর্কে নানাভাবে বুঝান। বলেন যে, যেগুলো তোমাদের লাভ বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না, কীভাবে সেগুলোকে খোদা বলে পূজা কর? এর জবাবে তার জাতি বলছিল যে, আমাদের পূর্বপুরুষ যে ধর্মকর্ম পালন করে আসছে, তার ওপরই আমরা অবিচল থাকব। এর জবাবে ইব্রাহীম (আ) বলিষ্ঠ ভাষায় তাওহীদের বাণী ও আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরে বলেনঃ

> সেই মহান সত্তা, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়। এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন; এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করে দিবেন।

ইব্রাহীম (আ,) আল্লাহর এই পরিচয় তুলে ধরে তাঁর দরবারে মিনতি সহকারে দোয়া করেনঃ

> হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের মাঝে শামিল কর। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ সুখ্যাতির অধিকারী কর এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অর্ন্তভূক্ত কর।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই দোয়া কবুল হয়েছিল। যার ফলে মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মাবলম্বীরা নিজেদেরকে ইব্রাহীম (আ)-এর অনুসারী বলে দাবি করে, যদিও কুরআন মজীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী একমাত্র মুসলমানরাই হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সত্যিকার অনুসারী। কাজেই এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে একান্তভাবে নিবেদিত হওয়া এবং পরবর্তীকালে স্থায়ী সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জনে আল্লাহর সাহায্য লাভের আশা করা যায়।

www.amarboi.org

জীবন ও জগৎ নিয়ে গবেষণায় সাফল্য এবং জীবনের সঠিক পথ ও গন্তব্য নির্ণয়ের দোয়া

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ○ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ○ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ○ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ○

উচ্চারণ

রব্বানা' মা' খালাক্বতা হা'যা' বা'ত্বিলান, সুবহা'নাকা ফাক্বিনা' আযাবান্না'র।

রব্বানা' ইন্নাকা মান্ তুদ্‌খিলিন্না'রা ফাক্বাদ্ আখ্‌যাইতাহু ওয়ামা' লিয্ যা'লিমীনা মিন্ আন্‌সা'র।

রব্বানা' ইন্নানা' সামি-না' মুনা'দিয়াই্ য়ুনা'দী লিল্ ঈমা'নি আন আ'মিনূ বিরাব্বিকুম ফাআ'মান্না, রব্বানা' ফাগফির্ লানা' যুনূবানা' ওয়া কাফ্‌ফির্ আন্না' সাইয়িআ'তিনা' ওয়াতাওয়াফ্‌ফানা' মাআল্ আব্‌রা'র।

রব্বানা' ওয়া আ'তিনা মা' ওয়াআদতানা' আলা রুসুলিকা ওয়ালা' তুখযিনা ইয়াউমাল ক্বিয়ামতি ইন্নাকা লা' তুখলিফুল মীআদ।

তরজমা

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব (সৃষ্টিজগতের সবকিছু) নিরর্থক সৃষ্টি কর নি, তুমি অতি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে দোযখের শাস্তি

www.amarboi.org

হতে বাঁচাও। হে আমাদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে তো সবসময়ের জন্য অপমানিত করলে এবং জালিমদের জন্য তো কোন সাহায্যকারী নাই।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবানকারীকে ঈমানের দিকে এই মর্মে আহ্বান করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সহগামী করে মৃত্যু দিও।

হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

-(সূরা আলে-ইমরানঃ ৩ঃ ১৯১,১৯২,১৯৩,১৯৪)

প্রেক্ষাপট

বিশাল সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা এবং আল্লাহর মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া এক মহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। মানুষকে একথা চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের জন্য। এটাই হল মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। যারা সুস্থ চিন্তার অধিকারী, তারা অকপটে স্বীকার করে যে, এই বিশ্বসৃষ্টি নিরর্থক নয়, বরং এগুলো সবই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত ও হেকমতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই চেতনা ও উপলব্ধি নিয়ে তারা প্রার্থনা করে, প্রভুহে আমাদের জীবনের শেষ পরিণতি শুভ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব হতে নাজাত দাও।

বস্তুত জীবনের সঠিক পথ ও গন্তব্য নির্ণয়ে এই দোয়ার বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

www.amarboi.org

সূরা ফাতিহার ফযিলত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ○

উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আল্‌হামদু লিল্লা'হি রব্বিল আ'লামীন। আর রহমা'নির রহীম। মা'লিকি ইয়াউমিদ্দীন। ইয়্যা'কা না-বুদু ওয়া ইয়্যা'কা নাস্‌তায়ীন। ইহদিনাস সিরা'ত্বাল মুস্‌তাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্‌ দোল্লীন। আমীন।

তরজমা

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।
সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। যিনি অতিশয় মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর– সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। প্রভু হে! এ দোয়া কবুল কর।
(সূরা ফাতিহা)

www.amarboi.org

আল্লামা মাইবেদী সূরা ফাতেহার তাৎপর্য সামনে নিয়ে এর তরজমা করেছেন এভাবে-

> সেই মহান সত্তার নামে শুরু করছি, যিনি বিশ্বপালক, মার্জনা দিয়ে দুশমনের প্রতিপালনকারী। মেহেরবানী দিয়ে বন্ধুকে ক্ষমাকারী।
>
> উত্তম প্রশংসা ও যথাযথ গুণগান আল্লাহর জন্যই। যিনি জগতবাসীর প্রভু ও তাদের রক্ষক। যিনি অফুরন্ত দয়ালু, মেহেরবান। পূণরুত্থান দিবসের প্রভু এবং হিসাব ও প্রতিদান দিবসের বাদশাহ। আমরা তোমারই ইবাদত করি। আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই। তুমি আমাদের পথপ্রদর্শন কর, সোজা ও সঠিক পথে, তাদের পথে, যাদেরকে তোমার অনুগ্রহ দান করেছ ও সৌভাগ্যবান করেছ। ইহুদীদের পথ নয়; কারণ, তাদের প্রতি রয়েছে তোমার ক্রোধ। খ্রিস্টানদের পথও নয়, যারা তোমার পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। প্রভু হে! কবুল কর।

প্রেক্ষাপট

সূরা ফাতেহা সমগ্র কুরআনের ভূমিকা ও সারমর্ম। ইসলামের শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামায। নামাযেরও প্রাণ হচ্ছে সূরা ফাতেহা। এ জন্যে প্রত্যেক নামাযে, এমন কি প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করতেই হবে। নচেৎ নামায শুদ্ধ হবে না। তাই এ সূরার অপর নাম 'সালাত'-নামায। জীবনকে সূরা ফাতেহাময় করার জন্যই এই ব্যবস্থা। এথেকে অনুমান করা যায় সূরা ফাতেহার গুরুত্ব কত অপরিসীম।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহামমি আল্লাহ বলেন, নামাযকে আমি আমার ও আমার বান্দার মাঝে দুইভাগ করে নিয়েছি। তাতে অর্ধেক আমার, আর অর্ধেক আমার বান্দার। আর আমার বান্দাকে তা'ই দেয়া হবে, যা সে চায়। অতএব বান্দা যখন বলে, الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার তারিফ করেছে। আর যখন বান্দা বলে, الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার যথার্থ প্রশংসা ও গুণগান করেছে। বান্দা যখন বলে ملك يوم الدين আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দা আমাকে মহানত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনায় সম্মানিত করেছে। সে যখন বলে اياك

www.amarboi.org

نعبد و اياك نستعين আমি তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই, তখন আল্লাহ বলেন, এটি আমার ও আমার বান্দার মাঝখানের বিষয়; আর আমার কাছে সে যা চায়, তাই তাকে দেওয়া হবে। সে যখন বলে

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّينَ○

তখন আল্লাহ বলেন, এই অংশ আমার বান্দার এবং আমার বান্দা যা চায়, তাই তাকে দেওয়া হবে।
-মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযীনাসায়ী ও ইবনু মাজায় বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে রাহওয়াই হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, সূরা ফাতিহা আল্লাহর আরশের নিচের ধান্ডার হতে নাযিল করা হয়েছে।

ফযিলত

হাফস ইবনে আসেম আবু সাইদ ইবনে মুআল্লা হতে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ছিলেন আর আমি নামায পড়ছিলাম। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি নামায শেষ করে হযরতের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমি যখন তোমাকে ডাকলাম তখন সাড়া দিতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি আল্লাহর এই বাণী শুনো নি যে, তিনি বলেছেন 'হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমদেরকে তোমদের জীবন রক্ষাকারী বিষয়ে ডাকেন। আমি অবশ্যই মসজিদ থেকে বের হবার আগে কুরআনের সবচে বড় সূরাটি তোমাকে শিখাব। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। তিনি যখন মসজিদের দরজার কাছে গেলেন, আমি হযরতকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই এই কথা বলেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল

www.amarboi.org

আলামীন। এটিই পুনরাবৃত্তির সাত আয়াত আর মহান কুরআন, যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে।

আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তাআলা তাওরাতে বা ইঞ্জিলে, কিংবা যবুরে বা কুরআনে এই সূরার অনুরূপ কিছু নাযিল করেন নি। এটিই হল, বারবার পাঠ্য সাত আয়াত ও মহান কুরআন, যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। আরো বর্ণিত আছে, উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা আল্লাহর কাছে আরশের নিচে যা কিছু আছে, সবার চেয়ে মহান। যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করল, সে যেন কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করল। আর সে যেন প্রতিটি মুসলিম নরনারীর মাঝে দান খায়রাত করল।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা মুসলমানদের একটি দল একত্রে সফরে ছিলাম। আরবের একটি গোত্রের হয়ে যাচ্ছিলাম। আরবের রীতি অনুযায়ী তারা আমাদের মেহমানদারী করে নি। কোন আন্তরিকতাও দেখায় নি। আল্লাহর ফয়সালা এমন ছিল যে, সেদিনই সেই গোত্রের সর্দারকে সাপ দংশন করে। তখন তার গোত্রের লোকেরা এসে আমাদের বলল, তোমাদের মধ্যে যদি কোন ওঝা-তান্ত্রিক থাকে, তাহলে একটু এসে আমাদের সর্দারকে ঝাড়ফুঁক করুক, যাতে তিনি সুস্থ হন। বন্ধুরা বলল, আমরা আসব না। তোমরা আমাদের মেহমানদারী কর নি। আসতে হলে আমাদেরকে এর জন্য পারিশ্রমিক দিতে হবে। শেষে একটি মেষের পাল আমাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হল। তখন আমাদের মাঝ থেকে একজন গিয়ে সূরা ফাতেহা পাঠ করে তাকে ঝাড়ফুঁক করল এবং তার ওপর হাত বুলাল। আল্লাহ তাআলা সূরা আলহামদুর বরকতে লোকটিকে শেফা দান করলেন। এরপর সেই মেষগুলো আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হল। বন্ধুরা বলাবলি করল, রাসূলে পাকের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত, আমরা এগুলো গ্রহণ করব না। তারা নবীজির দরবারে আসলেন এবং পুরো কাহিনী হযরতের কাছে বর্ণনা করলেন। রাসূলে খোদা ঘটনা শুনে হেসে ফেললেন। তখন যে লোকটি সূরা ফাতেহা পাঠ করেছিল, তাকে বললেন, তুমি কীভাবে জানলে যে, এই সূরা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা যায় এবং তার দ্বারা শেফা লাভ করা যায়। হযরত

www.amarboi.org

বললেন, তোমরা গিয়ে ওগুলো নিয়ে এস এবং আমাকেও তার ভাগে শরিক করিও।

হাদিসে বর্ণিত, মে'রাজের রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয় যে, হে আহমদ! আপনার এই ভাষায়-অর্থাৎ আরবি ভাষায়, যে ভাষাকে আমি সকল ভাষার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি নবীগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখুন। আর তাদের সামনে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) এবং সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ পাঠ করুন, যেগুলো বিশেষ করে আমি আপনাকে দিয়েছি। এ আয়াত দু'টি হচ্ছে আমার আরশের অন্যতম ধনভান্ডার, এই ধনভান্ডার আপনার আগে আদম ও ইব্রাহীম ছাড়া অন্য কাউকে আমি প্রদান করি নি।

ওয়াহাব মুনাব্বাহ বলেন, এক ব্যক্তি একটি অনারব দাসি ক্রয় করে। একদিন সকালে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলা শুরু করে। সে বলল, 'মনিবজি! আমাকে উম্মুল কুরআন-কুরআনের মা সূরা তালিম দিন'। মনিব তো অবাক। জানতে চাইল। কী ব্যাপার রাতে ঘুমালে আনপড়া অনারব, ভোরে দেখছি বিশুদ্ধভাষী আরব। দাসি বলল, গত রাতে এক আজব স্বপ্ন দেখেছি। হঠাৎ দেখি সারা দুনিয়ায় আগুন ধরে গেছে। আগুনের মাঝখান দিয়ে খড়মের ফিতার মত একটি চিকন রাস্তা চলে গেছে অনেক দূরে বেহেশতের দিকে। দেখলাম মূসা (আ) সে পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন। ইহুদীরা তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিল। মূসা তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাদের অকল্যাণ হোক, আমি তোমাদেরকে ইহুদী হওয়ার জন্য হুকুম করি নি'। তিনি এই কথা বললেন আর ওরা ডান ও বাম দিক থেকে আগুনের মধ্যে পড়ে গেল। মূসা একলা চলে গেলেন এবং সোজা বেহেশতে প্রবেশ করলেন। তখন আমি দেখতে পেলাম ঈসা (আ)-কে। তিনিও সে পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন আর খ্রিস্টানদের দেখলাম যে, তারাও তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছে। ঈসা ফিরে তাকালেন এবং তাদের বললেন যে, তোমাদের অকল্যাণ হোক, আমি তোমাদের আদেশ দেই নি যে, তোমরা নাসারা হয়ে যাও। এ কথা বলার সাথে সাথে তারা ডানদিক ও বামদিক থেকে আগুনের মধ্যে পড়ে গেল। আর ঈসা একলা চলে গেলেন আর বেহেশতে প্রবেশ করলেন। এরপরে মুস্তাফা (আ)-কে দেখলাম যে, তিনি আসছেন আর তাঁর

www.amarboi.org

উম্মতকে দেখলাম, তারা পেছনে পেছনে আসছে, তখন গোটা দুনিয়া তাদের নূরে আলোকিত হয়ে গেল। মুস্তফা (আ) তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং বললেন, 'আমি তোমাদেরকে ঈমান আনয়ন করার জন্য আদেশ দিয়েছি, তোমরা ঈমান এনেছ। অতএব তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না, আর সেই বেহেশতের সুসংবাদ নাও, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল।' এরপর মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেন এবং তাঁর উম্মত সবাই তাঁর সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করলেন। তখন আমি আর অপর দু'জন মহিলা বেহেশতের দরজায় রয়ে গেলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে আদেশ আসল যে, দেখ তো এরা সূরা উম্মুল কুরআন জানে এবং পড়ে কিনা। তারা বলল, আমরা জানি। অতএব তারা বেহেশতে প্রবেশ করল। কিন্তু সূরাটি না জানার কারণে আমি রয়ে গেলাম। আমাকে বলা হল, তুমি সূরা ফাতেহা শিখ না কেন, যাতে বেহেশতে প্রবেশ করতে পার। কাজেই হে আমার মনিব! আমাকে সূরা ফাতেহা শিখিয়ে দিন।

(তাফসীরে কাশফুল আসরার)

শানে নুযূল

সূরা ফাতেহা নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। আবু হুরায়রা, মুজাহিদ ও হাসানের মত হচ্ছে, মদীনায় নাযিল হয়েছে। এর পক্ষে দলীল হল কোনো কোনো রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে,

ইবলিস চারবার চিৎকার দিয়ে আর্তনাদ করেছে। একবার, যখন তার উপর অভিশাপ নাযিল হয়েছিল। দ্বিতীয়বার, যখন উর্ধজগৎ হতে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তৃতীয়বার, যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আভির্ভূত হয়েছিলেন, আর তিনি আভির্ভূত হয়েছিলেন নবীদের আগমন ধারায় বিরতিকালে। চতুর্থবার, যখন সূরা ফাতেহা নাযিল হয়েছিল, আর তা নাযিল হয়েছিল মদীনায়।

হযরত আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও একটি দলের মত হচ্ছে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে ওহী নাযিলের প্রথম দিকে। কাতাদাহ ও দ্বীনী আলেমগণের মধ্যে একদল উভয় মতের মাঝে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং পুনরায় মদীনায়ও নাযিল হয়েছে। মক্কায়

www.amarboi.org

অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন নাযিলের শুরুর দিকে, আর মদীনায় নাযিল হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের প্রথম দিকে। অপরাপর সূরার উপর এই সূরার সম্মান ও ফযিলতের কারণে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আবু মায়সারা ও উমর ইবনে শরজিল-এর হাদীসও ইবনে আব্বাসের মতকে সমর্থন করে। সেই হাদিস হল,

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদিজা (রা)-কে বললেন, আমি যখন লোকালয় ছেড়ে নির্জনতায় যাই এবং একাকী হই, অর্থাৎ হেরা গুহায় থাকি তখন একটি আওয়ায শুনতে পাই, তাতে আমি ভয় পেয়ে যাই। খদিজা বললেন, আল্লাহর পানাহ। কক্ষনো না, আপনার কোনো অঘটন ঘটতে পারে না বা আল্লাহ এমন কোনো কাজ করবেন না, যার ফলে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারেন। কেননা, আপনি আমানতের হেফাযত করেন, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, সত্যকথা বলেন, আপনি সত্যাশ্রয়ী, মানুষের মেহমানদারী করেন এবং অসহায় মানুষকে সাহায্য করেন। অতঃপর আবু বকর সিদ্দিকের কাছে যান। খদিজা আবু বকরকে তাঁর সাথে ওয়ারাকা ইবনে নওফল ইবনে আসআদ ইবনে আব্দুল ওযযা ইবনে কুসাইয়ের কাছে পাঠান। তিনি ছিলেন খদিজা (রা)-এর চাচাত ভাই। উদ্দেশ্য, বিস্তারিত ঘটনা তার কাছে ব্যক্ত করা। হযরত সেভাবে গিয়ে তাকে বললেন যে, আমি নির্জনতায় গেলে শুনতে পাই যে, কেউ আমাকে ডাকছে: হে মুহাম্মদ, হে মুহাম্মদ! সেই আওয়াযে আমি ভয় পেয়ে যাই। আতঙ্কে আমি সেখান থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে মনস্থ করি। ওয়ারাকা বললেন, আবার যখন আপনাকে ডাকবে তখন আপনি মনোবল শক্ত করবেন এবং যথাস্থানে স্থির থেকে আপনাকে কি বলে লক্ষ্য করবেন। রাসূলে খোদা পুনরায় নির্জনবাসে গমন করেন। তখন জিবরাইল আসেন এবং তাকে ডেকে শিখিয়ে দেন যে বলুন:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ সূরার শেষ পর্যন্ত। এরপর বললেন, বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অতঃপর রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকিছু ঘটেছে ওয়ারাকাকে জানালেন। ওয়ারাকা পুরো কাহিনী শোনার পর বললেন, সুসংবাদ নাও হে মুহাম্মদ,

www.amarboi.org

সুসংবাদ। এটি নবুওয়াতের আলামত। যে নবুওয়াত মূসা কলিমুল্লাহ ও ঈসা ইবনে মরিয়মকে দেয়া হয়েছিল। হে মুহাম্মদ আপনার ব্যাপারটি বিরাট আকার ধারণ করবে। বিশ্ববাসী আপনার অনুগত হবে, সবাই আপনাকে মান্য করে চলবে। কিন্তু আপনার স্বজাতি আপনাকে নির্বাসিত করবে, নানাভাবে আপনাকে কষ্ট দেবে। হায়! যদি আমি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, জীবিত থাকা অবস্থায় যদি আপনাকে পেতাম, তাহলে আপনার সাথে একাত্ম হয়ে যেতাম এবং আপনাকে সাহায্য করতাম। এর পরপর ওয়ারাকা ইন্তিকাল করেন, তিনি হযরতের নবুওয়াতী জীবন পান নি। রাসূলে খোদা বলেন, মে'রাজের রাতে তাকে খুব ভাল অবস্থায় জান্নাতে দেখেছি। তিনি সম্মানিত, মর্যদাবান এবং তিনি আমার প্রতি ঈমান এনেছেন, আমাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী– এই দু'টি যদি কোন বন্দা কোন বাড়িতে পাঠ করে, তাহলে সে বাড়ির বসবাসকারীদের উপর কোন মানুষ বা জিনের বদনজর আছর করবে না।

-(দাইলামী)

বদনজরের জন্য আল্লাহর কিতাবে আটটি আয়াত আছেঃ সুরা ফাতেহা (সাত আয়াত) ও আয়াতুল কুরসী। হাদীসটি আসমা বিনতে আবু বকর হতে ইবনে আসাকের সূত্রে খারায়েতী বর্ণনা করেছেন।

www.amarboi.org

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○

উচ্চারণ

আল্লাহু লা' ইলা'হা ইল্লা' হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু লা' তা-খুযুহু' সিনাতুঁউ' ওয়ালা' নাউম, লাহু' মা' ফিস্ সামা'ওয়া'তি ওয়াল্ আরদ্ মান্ যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইন্দাহূ ইল্লা' বিইযনিহী ইয়ালামু মা' বাইনা আইদীহীম ওয়ামা' খাল্ফাহুম ওয়ালা' য়ুহীতূনা বিশাইয়িম্' মিন ইলমিহী ইল্লা' বিমা' শা'আ ওয়াসিআ কুরসিই য়ুহুস সামা'ওয়া'তি ওয়াল্ আরদা ওয়ালা' ইয়াঊদুহূ' হিফযুহুমা' ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল্ আযীম।

তরজমা

আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তারই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। -(সূরা আল-বাক্বারা: ২ঃ ২৫৫)

www.amarboi.org

প্রেক্ষাপট

আয়াতুল কুরসী কুরআন মজীদের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের বহু ফযিলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতুল কুরসীকে সবচে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব আরজ করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমর্থন করে বললেন, হে আবুল মানযার! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে, হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না।' অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সূরা বাকারায় একটি আয়াত আছে, যা কুরআনের সমস্ত আয়াতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই আয়াত কোন বাড়িতে তিলাওয়াত করা হলে, যদি সেখানে কোন জিন-শয়তান থাকে, অবশ্যই তা বেরিয়ে যাবে।- হাকেম, বায়হাকী।

এ আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ জাল্লা শানুহুর একক অস্তিত্ব, তাওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। যাতে আল্লাহর অস্তিত্ববান হওয়া, জীবন্ত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের অধিকারী হওয়া, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর

www.amarboi.org

সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্ত অবস্থার সম্মুখীন হতে না হয় এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু বা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এ আয়াতটির ১০টি বাক্যের মধ্যে দ্বিতীয় বাক্যে আল্লাহর দু'টি গুণবাচক নাম অর্থৎ আল-হাইয়ু আল-কাইয়ুমু অনেকের মতে ইসমে আযম। যে নাম দিয়ে অসাধ্যকে সাধন করা যায়। হযরত আলী (রা) বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধে আমি একবার চেয়েছিলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখব তিনি কি করছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সিজদায় পড়ে ইয়া হাইয়ু, ইয়া কাইয়ুমু বলছেন।

-(সূরা আল-বাক্বারা: ২ঃ২৫)

www.amarboi.org

মে'রাজে প্রদত্ত সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○

لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

উচ্চারণ

আ'মানার রাসূলু বিমা' উন্‌যিলা ইলাইহি মির রব্বিহী ওয়াল মু-মিনু'ন, কুল্লুন আ'মানা বিল্লা'হি ওয়ামালা'ইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়ারুসুলিহী লা' নুফাররিকু বাইনা আহাদিম্ মির রুসুলিহী, ওয়াক্বা'লূ সামিইনা' ওয়াআতা-না' গুফরা'নাকা রব্বানা' ওয়া ইলাইকাল্ মাসীর।

লা' ইয়ুকাল্লিফুল্লা'হু নাফসান ইল্লা' উসআহা' লাহা' মা' কাসাবাত ওয়া আলাইহা' মাক্‌তাসাবাত, রব্বানা লা' তুআখিযনা' ইন্ নাসিয়না' আউ আখ্‌ত্বা-না', রব্বানা' ওয়ালা' তাহ্‌মিল আলাইনা' ইচরান্ কামা' হামালতাহু' আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা' রব্বানা' ওয়ালা' তুহাম্মিলনা' মা'লা' ত্বা'ক্বাতা লানা' বিহি ওয়াফু আন্না' ওয়াগফির লানা' ওয়ারহাম্‌না' আন্তা মাউলা'না' ফান্‌সুরনা' আলাল ক্বাওমিল কা'ফিরীন।

www.amarboi.org

তরজমা

রাসূল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই। আর তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব চাপান না। প্রত্যেকে তাই পায়, যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি; তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরু দায়িত্ব অর্পন করেছিলে, আমাদের উপর সেরূপ দায়িত্ব অর্পন করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ কর না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

-(সূরা আল-বাক্বারাঃ ২ঃ ২৮৫,২৮৬)

প্রেক্ষাপট

উল্লেখিত আয়াত দু'টি সূরা আল-বাক্বারার শেষের দুই আয়াত। সহীহ হাদীসসমূহে আয়াত দু'টির বিশেষ ফযিলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ রাতের বেলা আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট। ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা এ দু'টি আয়াত

www.amarboi.org

জান্নাতের ভান্ডার হতে নাযিল করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এশার নামাযের পর আয়াত দু'টি তেলাওয়াত করলে তা তাহাজ্জুদ নামাজের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা এ দু'টি আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভান্ডার হতে আমাকে এ দু'টি আয়াত দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা দাও।

-(মুস্তাদরাক হাকেম ও বায়হাকী)

www.amarboi.org

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলত

هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهٰدَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ○ هُوَ اللّٰهُ الْخٰلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

উচ্চারণ

হুয়াল্লা'হুল লাযি' লা' ইলা'হা ইল্লা' হুয়া, আ'লিমুল গইবি ওয়াশ্ শাহা'দাতি হুয়ার রহমা'নুর রহী'ম।

হুয়াল্লা'হুল লাযি' লা' ইলা'হা ইল্লা' হুয়া, আল-মালিকুল কুদ্দূসুস সালা'মুল মু-মিনুল মুহাইমিনুল আযীযুল জাব্বা'রুল মুতাকাব্বির, সুবহানাল্লাহি আম্মা' ইউশরিকূন।

হুয়াল্লা'হুল খা'লিকুল বা'রিয়ুল মুচাউয়েরু, লাহুল আসমা'উল হুসনা', য়ুসাব্বিহু লাহু মা' ফিস্ সামা'ওয়া'তি ওয়াল আরদ, ওয়াহুয়াল আযীযুল হাক্বী'ম।

তরজমা

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব

www.amarboi.org

মহিমান্বিত। ওরা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান।

তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সব উত্তম নাম তারই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

-(সূরা হাশরঃ ৫৯ঃ ২২, ২৩, ২৪)

প্রেক্ষাপট

তিরমিযীতে হযরত মা-কাল ইবসে ইয়াসার (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সকালে তিন বার أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. পাঠ করার পর সূরা হাশরের هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوْ থেকে শেষ পর্যন্ত তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে।

-(মাযহারীর বরাতে মাআরিফুল কুরআন)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দিনে বা রাতে সূরা হাশরের তিন আয়াত তেলাওয়াত করবে এবং সেই দিনে বা রাতে মারা যাবে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যাবে। হাদীসটি ইবনু আদি সূত্রে কামিল-এ এবং আবু উমাম সূত্রে বায়হাকিতে বর্ণিত হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার মহান 'ইসমে আজম' সূরা হাশরের শেষ ছয় আয়াতের মধ্যে রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) হতে হাদীসটি দায়লামী রেওয়ায়াত করেছেন।

-(কানযুল ওম্মাল)

www.amarboi.org

সূরা ইখলাসের ফযিলত

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

উচ্চারণ

কুল হুয়াল্লা'হু আহাদ। আল্লা'হুছ ছমাদ। লাম ইয়ালিদ্ ওয়ালাম ইউলাদ্। ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু' কুফুওয়ান আহাদ্।

তরজমা

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি। এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

প্রেক্ষাপট

হাদীস শারীফে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সূরা 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করবে, তা এমন হবে যেন সে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করল।

আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরাআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করতে পারবে না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কাজ কে করতে পারবে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়; তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান হবে।

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَد তেলাওয়াত করতে শুনে বললেনঃ ওয়াজাবাত (নির্ধারিত হয়ে গেছে। আমি বললামঃ কী নির্ধারিত হয়ে গেছে? তিনি বললেনঃ জান্নাত। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি নিজের বিছানায় শুইতে যাবে, সে যদি তার ডান পাশের উপর (ডান

www.amarboi.org

কাত হয়ে) শয়ন করে আর একশ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পাঠ করে তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কাছে এসে বলবেনঃ হে আমার বান্দা! তুমি তোমার ডান পাশ দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।

আনাস (রা) বলেনঃ এক ব্যক্তি বলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ সূরাটি ভালোবাসি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এই সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

সাহাল ইবনে সাআদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসল এবং হযরতের কাছে নিজের অভাব ও সংসারে টানাপোড়েনের অভিযোগ করল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তুমি যখন ঘরে প্রবেশ করবে, তখন ঘরে যদি কেউ থাকে, তাকে সালাম করবে। আর যদি ঘরের মধ্যে কেউ না থাকে তাহলে আমার প্রতি সালাম দেবে এবং একবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পড়বে। অতঃপর লোকটি তাই করল। ফলে আল্লাহ তাআলা তার উপর এমন রিযিক অবারিত করলেন যে, তা তার প্রতিবেশীদের উপর উপচে পড়ল।

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার বাড়িতে প্রবেশের সময় قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পড়বে, সেই বাড়ির বাসিন্দা ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দারিদ্র দূর হয়ে যাবে।

-(তাবারানী)

আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেনঃ আমরা তাবুক অভিযানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন সূর্য এমন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে উদিত হল যে, অতীতে কখনো এমন সূর্যোদয় আমরা দেখি নি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিব্রাঈল আসলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে জিব্রাঈল! কী ব্যাপার? আজকে সূর্য এমন দীপ্তি, কিরণ ও জ্যোতি নিয়ে উদিত

www.amarboi.org

হয়েছে, যেভাবে অতীতে কখনো উদিত হতে আমরা দেখি নি। তিনি বললেনঃ এর কারণ হচ্ছে, মুয়াবিয়া ইবনে আবি মুয়াবিয়া আল-লাইসী আজকে মদীনায় মারা গেছেন। আল্লাহ তাআলা তার কাছে ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেছেন তার নামাযে অংশ গ্রহণের জন্য। তিনি বলেন, কী কারণে এমন হল? তিনি বলেনঃ তিনি দিনে রাতে হাঁটায়, দাঁড়ানো, বসা সর্বাবস্থায় قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ বেশি বেশি পড়তেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আপনার জন্য জমিনের দূরত্ব গুটিয়ে দেব, যাতে আপনি তার নামায পড়তে পারেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযার নামায পড়ে ফিরে আসেন।

উবাই ইবনে কা'ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ-এর সওয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে ব্যক্তি قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ তেলাওয়াত করবে, তার মাথার উপর আকাশ জুড়ে খায়র ও বরকত ছড়িয়ে পড়বে। তার উপর সাকিনা (প্রশান্তি) নাযিল হবে। তাকে আল্লাহর রহমত ঘিরে ফেলবে আর আরশের আশপাশে তার গুঞ্জরণ শোনা যাবে। তখন আল্লাহ এর তেলাওয়াতকারীর দিকে তাকাবেন। ফলে সে আল্লাহর কাছে যা কিছু প্রার্থনা করবে তা তাকে দান করবেন আর তাকে নিজের হেফাযতের মধ্যে নিয়ে নেবেন।

জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ প্রতিদিন ৫০ বার তেলাওয়াত করবে, তাকে কিয়ামতের দিন কবর হতে এই বলে ডাকা হবে যে, হে আল্লাহর প্রশংসাকারী! ওঠো এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বাক্য বলে দেব না, যা তোমাদেরকে আল্লাহর শিরক করা থেকে নাজাত দেবে, তাহচ্ছে তোমরা ঘুমানোর সময় قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ তেলাওয়াত করবে।

www.amarboi.org

সূরা ফালাকের ফযিলত

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ٥ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ٥ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٥ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ٥ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

উচ্চারণ

কুল আউ'যু বিরব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররি মা' খলাক্ব। ওয়া মিন শাররি গা'সিক্বিন ইযা' ওয়াক্বাব্। ওয়া মিন শাররিন নাফ্ফা'সা'তি ফিল্ উক্বাদ্। ওয়ামিন শাররি হা'সিদিন ইযা' হাসাদ্।

তরজমা

বল, আমি শরণ নিচ্ছি উষার স্রষ্টার; তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের; যখন তা গভীর হয়। এবং অনিষ্ট হতে ঐ সমস্ত নারীদের; যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।

প্রেক্ষাপট

সূরা ফলক ও সূরা নাস-এর একত্রে নাম মুআবেযাতাইন। ওকবা ইবনে আমের আল-জুহানি হতে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তুমি এমন কোন সূরা কখনো পড়তে পাবে না, যা আল্লাহর কাছে قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ-এর চেয়ে অধিক প্রিয় ও তার অধিকতর নৈকট্যের সহায়ক। তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয়, নামাযে এই দুই সূরা কখনো বাদ দিও না।" উবাই ইবনে কা'ব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, "যে ব্যক্তি মুআব্বাযাতাইন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) তেলাওয়াত করল সে যেন সেই কিতাব সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করল, যা আল্লাহ্ পাক নাযিল করেছেন।"

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ সহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারীর বর্ণনা এবং মুফাসসিরদের দেয়া বিবরণ অনুযায়ী সূরা মুআব্বাযাতাইন (সূরা ফালাক ও

www.amarboi.org

সূরা নাস) নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট এরূপঃ এক ইহুদী বালক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করত আর তার খেদমতে নবীজি খুব খুশি হতেন। অতঃপর ইহুদীরা তার শরনাপন্ন হল এবং তার পেছনে লেগে রইল। শেষ পর্যন্ত সে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাশাতা-ঝরে পড়া মাথার চুল এবং তাঁর ব্যবহৃত চিরুনীর কয়েকটি দাঁত সংগ্রহ করে ইহুদীদের কাছে দিল। ইহুদীরা সেগুলোতে জাদুমন্ত্র করল। যে ব্যক্তি এ কাজটির দায়িত্ব নিল, তার নাম ছিল লাবিদ ইবনে আ'সাম ইহুদী। সে এগুলোকে বনু যুরাইকের একটি কুয়াঁর তলায় পুঁতে রাখল। কুয়াটির নাম ছিল যারওয়ান। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর মাথার চুল ঝরে পড়ে। তাঁর শরীর ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল অথচ তিনি কি হয়েছে বুঝতে পারছিলেন না। মাঝে মধ্যে তাঁর ধারণা হত যে, তিনি তাঁর বিবিগণের কাছে গমন করেছেন, অথচ তিনি তাদের কাছে যাননি।

একদিন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন, এমন সময় দু'জন ফেরেশতা এসে একজন তাঁর শিয়রের কাছে বসলেন। আরেকজন বসলেন তাঁর পায়ের কাছে। পায়ের কাছে বসা ফেরেশতা তখন শিয়রে বসা ফেরেশতাকে বললেন, এই লোকের কি হয়েছে? বললেনঃ তুব্বা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, তুব্বা কী? বললেন, জাদু। বললেন, কে জাদু করেছে? বললেন, লাবিদ ইবনে আ'সাম ইহুদী। বললেন, তাকে কিসের মাধ্যমে জাদু করেছে। বললেন, চিরুণীর দাঁত ও ঝরে পড়া মাথার চুল দিয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, তা এখন কোথায়? বললেন, যারওয়ান কুয়ায় রাউফার নিচে খেজুর গাছের কাঁদির শুকনো ছালের মধ্যে।

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম হতে জাগ্রত হলেন। তিনি ব্যাপারটি আয়েশা (রা)-কে অবহিত করলেন এবং বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জান, আল্লাহ পাক আমাকে আমার অসুখ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, যুবাইর ও আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে পাঠালেন। তারা কুয়ার পানি সেঁচে বাইরে ফেলে দিলেন। সে পানি ছিল মেহদীর তলানির মত ঘোলাটে। অতঃপর তারা পাথরটি উঠালেন এবং খেজুরের কাঁদির শুকনো ছালটি বের করলেন। তাতে দেখতে পেলেন যে, হযরতের মাথার ঝরে পড়া চুল আর তাঁর চিরুণীর কয়েকটি দাঁত। আরো ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

www.amarboi.org

আকৃতির মোমের একটি অবয়ব এবং তা সূতা দিয়ে মোড়ানো। দেখলেন যে, সে সূতায় ১১টি গিট দেয়া হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, সে মুহূর্তে যে দু'টি সূরা নাযিল হয়, তাতে ছিল এগারটি আয়াত, এসব গিট খোলার জন্য। তিনি যখন একটি করে আয়াত তেলাওয়াত করেন, তখন একটি করে গিট খুলে যায়। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালকা অনুভব করতে থাকেন। অবশেষে সর্বশেষ গিটটি যখন খুলেন, তখন তিনি দন্ডায়মান হন। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কোন রশির বেড় থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এরপর জিব্রাইল (আ) বলতে থাকেন, بسم الله أرقيك من كل شيئ يؤذيك من حاسد و عين والله يشفيك. (আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি হিংসুক ও কুদৃষ্টির দ্বারা কষ্টদায়ক সব কিছু থেকে। আর আল্লাহই আপনাকে শেফা দান করবেন)।

তখন বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি দুষ্টটাকে পাকড়াও করে হত্যা করব না? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কথা হচ্ছে, আল্লাহ তো আমাকে শেফা দান করেছেন। আমি মানুষের মাঝে কোন গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ুক, তা অপছন্দ করি। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এমন রাগান্বিত হন নি যে, তার কারণে নিজের জন্য কারো কাছ থেকে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। বরং যদি কোন বিষয় আল্লাহর ওয়াস্তে হয়ে থাকে, তাতে তিনি রাগান্বিত হতেন এবং তার শোধ নিতেন।

কয়েকটি শব্দার্থ

আল-জাফ অর্থ হচ্ছে খেজুরের নতুন কাঁদি বের হওয়ার সময় যে খোসা থাকে তার শুকনো ছাল। আর রাউফা বলা হয়, কুয়ার তলদেশের পাথর, যার উপর মায়েহ বসানো থাকে। মায়েহ হলো সেই পাত্র, যার সাহায্যে পানি বালতির মধ্যে রাখা হয়, তারপর কুয়ার উপরে থাকা ব্যক্তি বালতিটি টেনে বের করে আনে। আর মাশাতা বলা হয় সেই চুলকে, যা চিরুণীর সঙ্গে মাথা হতে ঝরে পড়ে।

www.amarboi.org

সূরা নাস-এর ফযিলত

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ٥ مَلِكِ النَّاسِ ٥ إِلَهِ النَّاسِ ٥ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ٥ الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ٥

উচ্চারণ

কুল আউযু বিরব্বিন্‌' না'স। মালিকিন্‌' না'স। ইলা'হিন্‌ না'স। মিন্‌ শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্না'স। আল লাযি' উয়ুওয়াসওয়েসু ফী সুদু'রিন্‌ না'স। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না'স।

তরজমা

বল, আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের। মানুষের অধিপতির। মানুষের ইলাহের নিকট। অত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জিনদের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

প্রেক্ষাপট

সহীহ মুসলিমে ওকবা ইবনে আমের আল জুহানী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, আজ রাতে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি এমন আয়াত নাযিল করেছেন, যার সমতুল্য আয়াত দেখা যায় না। অর্থাৎ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং কুরআনেও অনুরূপ কোন সূরা নেই। ওকবা ইবনে আমের বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, হে ওকবা! আমি কি তোমাকে দু'টি সূরা বাৎলে দেব না, যে দু'টি কুরআন মজীদের মধ্যে সর্বোত্তম? আমি আরয করলাম, জিহাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। অতঃপর তিনি আমাকে 'মুআব্বাযাতাইন্ (শুরুতে আউযুবিশিষ্ট) সূরাদ্বয় তালিম দেন। অতঃপর এ দু'টি তিনি মাগরিবের নামাযে পাঠ করেন এবং বলেন, তুমি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হও এবং ঘুমাও তখন সূরা দু'টি পাঠ করবে।

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যেক রাতে যখন বিছানায় শয্যা গ্রহণ করতেন দুই হাতের তালু একত্রিত করে উভয় তালুতে

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ○ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

পড়ে ফুঁ দিতেন। এরপর উভয় তালু দিয়ে আপন শরীরের যতখানি সম্ভব মাসেহ করতেন। এতে তিনি মাথা ও মুখমন্ডল হতে নিয়ে শরীরের সম্মুখ ভাগে হাত বুলাতেন। এ কাজটি তিনি তিনবার করতেন। আয়েশা (রা) হতে আরো বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থতাবোধ করতেন তখন আউযু সম্বলিত সূরাদ্বয় পাঠ করে নিজের উপর ফুঁ দিতেন। হযরতের অসুস্থতা যখন বৃদ্ধি পেল তখন আমি নিজেই পড়ে তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীর মাসেহ করতাম, তাঁর হাতের বরকতের আশায়।

ওকবা ইবনে আমের বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জুহফা ও এবরা-এর মাঝে সফরে ছিলাম। এমন সময় প্রচন্ড ঝড় ও আঁধিয়ারি ঘিরে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ও قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ পড়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওকবা! এই দুই সূরা দ্বারা আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। কোন আশ্রয়প্রার্থী এই দুই সূরার মত কোন সূরা দিয়ে আশ্রয় পার্থনা করে নি।

আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবার বৃষ্টি ও প্রচন্ড ঝড়ের রাতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে বের হয়েছিলাম। যখন তাকে পেয়ে গেলাম, তখন তিনি বললেন, বলঃ আমি

www.amarboi.org

বললাম, কী বলব? তিনি বললেনঃ সকাল ও সন্ধ্যায় قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এবং দুই আউযু বিশিষ্ট সূরা পাঠ কর, তা সব ব্যাপারে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

-(তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজা)

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়া সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ফাতাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামীন। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াসাল্লি ওয়াসাল্লিম ওয়া বারিক আলা শাফীয়িনা মুহাম্মাদ; রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম, ওয়া আলাইনা মাআহুম। বিরাহমাতিকা ইয়া আর্‌হামার রাহিমীন।

www.amarboi.org

ISBN 978-984-33-8157-6

ছায়াপথ প্রকাশনী